Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

৮ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা

মে-২০০৫

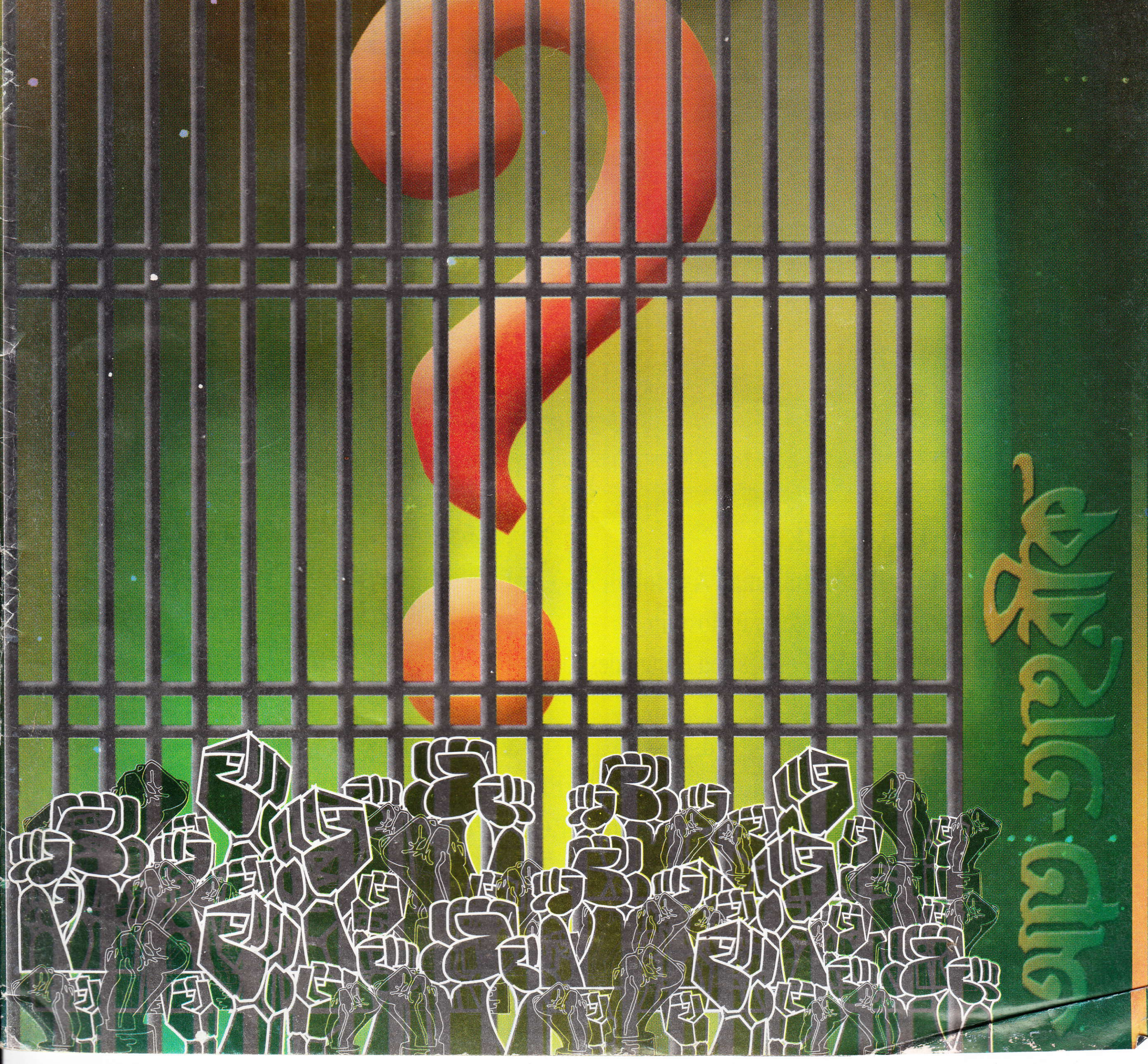

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৮ম বর্ষঃ ৮ম সংখ্যা
রবীঃ আউয়াল-রবীঃ ছানী ১৪২৬ হিঃ
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪১২ বাং
মে ২০০৫ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
সম্পাদক, মাসিক **আত-তাহরীক**
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭৫০০২৩৮০
মাদরাসা ও 'আত-তাহরীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১-৯৪৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net
ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **দরসে কুরআন**
  - পরীক্ষাতেই পুরস্কার ০৩
    -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **প্রবন্ধঃ**
  - ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ ১০
    -অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
  - ইসলাম ও মুসলমানদের চিরন্তন শত্রু চরমপন্থীদের থেকে সাবধান ১৪
    -মুযাফ্ফর বিন মুহসিন
  - ডঃ গালিবের গ্রেফতারঃ সুযোগ সন্ধানীদের পিচ্ছিল পথে জোট সরকারের গাড়ী ছিটকে পড়েছে ২০
    -আতাউর রহমান নাদভী
- **সাময়িক প্রসঙ্গঃ** ২৩
  - হে চির সত্যের অজেয় কাফেলা! তোমার সেই আপোষহীন সংগ্রামী চেতনা কোথায়?
    -মুযাফ্ফর বিন মুহসিন
- **মনীষী চরিতঃ** ২৬
  - মাওলানা মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী (রহঃ)
    -নূরুল ইসলাম
- **হাদীছের গল্পঃ** ৩১
  - তাওবার অপূর্ব নিদর্শন
    -মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
- **চিকিৎসা জগৎ** ৩২
  - মানব জীবনে আয়োডিনের প্রভাব
    -মুহাম্মাদ বাবলুর রহমান
- **কবিতাঃ** ৩৫
  (১) نظم মানে কবিতা
  (২) তোমার রহমত
  (৩) যিকির করো
- **সোনামণিদের পাতাঃ** ৩৬
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৭
- **মুসলিম জাহান** ৪১
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪২
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৩
- **পাঠকের মতামত** ৪৮
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

Contents

সরকারের শুভ বুদ্ধির উদয় হৌকঃ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার অন্যায় গ্রেফতারের ইতিমধ্যেই দু'মাস অতিক্রম করেছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা খুঁজে খুঁজে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন যেলায় দায়ের করা মামলাগুলি কেবল ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট পেরিয়ে কোন কোনটি জজকোর্টের বারান্দা স্পর্শ করেছে, আবার কোন কোনটি জজকোর্ট অতিক্রম করেছে। দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে আইনী প্রক্রিয়ার কৌশলগত বাধা। ধীরগতি, টাইম পিটিশন, যামিন নামঞ্জুর ইত্যাদি বিষয়গুলি ক্রমান্বয়ে আরো বেশী ক্ষুব্ধ করছে সচেতন দেশবাসীকে। যেখানে জঙ্গী তৎপরতার সাথে জড়িতদের যামিন মঞ্জুর করা হচ্ছে সেখানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র নির্দোষ নেতৃবৃন্দের যামিন নামঞ্জুরের বিষয়টি সকলকে ভাবিয়ে তুলছে। পর্যবেক্ষক মহলের মতে, সরকার পরপর দু'টি ভুল করতে যাচ্ছে। একটি ভুল করেছে তাঁদেরকে গ্রেফতার করে। আরেকটি ভুল করছে তাঁদের মুক্তিদানে বিলম্ব করে। দিন যত পেরিয়ে যাচ্ছে সরকারের ভাবমূর্তিও তত বেশী ক্ষুণ্ন হচ্ছে। কেননা যারা ডঃ গালিবের রচনাবলীর সাথে পরিচিত তারা তো আগে থেকেই তাঁকে জানেন, আর যারা তাঁর বক্তব্য-বিবৃতি ও রচনাবলীর সাথে পরিচিত নন, তাঁর গ্রেফতার, অতঃপর খুন, ডাকাতি, বোমা হামলার মত মিথ্যা মামলায় জড়ানো এবং বারবার রিমাণ্ডে নিয়ে ব্যর্থ ফলাফল এসব পর্যবেক্ষণের পর তাদেরও নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছে যে, সরকার তাঁদের মত ব্যক্তিগণকে মিথ্যা অভিযোগে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করে হয়রানি করছে। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসরকে এভাবে হেনস্তা করার দৃশ্য পত্র-পত্রিকা ও টিভির পর্দায় দেখা যে কত কষ্টকর ও লজ্জাজনক তা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়' এ বক্তব্য শুধু দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক খ্যাতনামা প্রফেসরের নয়, এ বক্তব্য দেশের সকল শিক্ষাবিদ, জ্ঞানী মহল ও শুভানুধ্যায়ীর।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর শান্তিকামী এবং ধৈর্যশীল কর্মীরা মনে করেছিল সরকার হয়ত দ্রুত একটা ফায়ছালা করবে। গৃহীত ভুল পদক্ষেপ থেকে ফিরে আসবে। প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিবে। কিন্তু সরকারের মন্থর গতি তাদেরকে হতাশ করেছে। অবশেষে তারা দাবী-দাওয়া নিয়ে রাজপথে নামতে বাধ্য হয়েছে। বিভিন্ন যেলা সদরে মিছিল ও পথসভা করে এই অন্যায় গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে। আঞ্চলিক মহাসমাবেশের মাধ্যমে হাযার হাযার প্রতিবাদী কণ্ঠ ধিক্কার জানাচ্ছে এ ন্যাক্কারজনক কর্মের। কিন্তু এক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে। লক্ষ জনতার সমাবেশ বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা পণ্ড করা, সিলেটে আমাদের প্রতিবাদ সমাবেশের মঞ্চ প্রশাসন কর্তৃক ভেঙ্গে দেওয়া, সাতক্ষীরাতে পোষ্টার লাগানোর সময় মাদরাসার ছোট্ট ছেলেদের গ্রেফতার করা, জয়পুরহাটে আপোষে মিটিং ডেকে এসপি কর্তৃক 'আন্দোলন' -এর যেলা দায়িত্বশীলগণকে গ্রেফতার করা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রদেরকে মিছিল করতে না দেওয়া, ঢাকার পল্টন ময়দানে মহাসমাবেশের অনুমতি দানের পর মাত্র দু'দিন পূর্বে পুনরায় বাতিলকরণ কি মানবাধিকার লংঘন নয়? শান্তিপূর্ণ কর্মসূচীতে সরকারের এরূপ বাধাদান ও অসহযোগিতা নিঃসন্দেহে অনভিপ্রেত।

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। এদেশের শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমান। সেকারণ ইসলামকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে এদেশে মসনদের আশা করা নিদ্রাপুরীর কল্পনা বিলাস বৈ কিছুই নয়। ইতিপূর্বে দেশবাসী এর নযীর প্রত্যক্ষ করেছে। দুর্ভাগ্য যে, এই কঠিন বাস্তবতা সত্ত্বেও এদেশের শাসকশ্রেণী ক্ষমতায় গিয়ে বারবার ইসলাম ও মুসলমানদের সাথেই সীমাহীন প্রতারণা করেছে। এমনকি ইসলামের সর্বোচ্চ যিম্মাদারী নিয়ে ক্ষমতায় আসীন বাংলাদেশের প্রভাবশালী কোন ইসলামী দলের শীর্ষ নেতার সাম্প্রতিককালের বক্তব্যও দেশবাসীকে হতবাক করেছে। 'দ্বীন কায়েম' -এর ব্যাখ্যা যারা 'হুকুমত প্রতিষ্ঠা' করেন, তারাই হুকুমতের শরীক হয়ে যখন বলেন, 'ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা জোট করিনি, করেছি ইসলাম বিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য' এবং কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার বিপক্ষে বক্তব্য রাখেন তখন নির্বাক মুসলমানদের আর কী বলার থাকে?

ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসীদের ম্যাণ্ডেট নিয়ে ক্ষমতাসীন জোট সরকারকে ইসলাম সম্পর্কে সজাগ করে দিতে হবে এমনটি অন্তত এ দেশের তাওহীদী জনতা আশা করেনি। অথচ এটিই হচ্ছে আজকের রূঢ় বাস্তবতা। মাদরাসা শিক্ষার বৈষম্য, মাদরাসা শিক্ষকদের মধ্যে ৩০% মহিলা কোটা বাধ্যতামূলক, ফাযিল ও কামিলকে অনার্স ও মাষ্টার্স -এর মান না দেওয়া, পৃথক আরবী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে গড়িমসি, দেশের বরেণ্য আলেমগণকে অযথা হয়রানি এসবই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকা এবং নির্বাচনী ওয়াদা বাস্তবায়ন না করার কারণে দেশের ইসলামপ্রিয় জনগণের সেন্টিমেন্ট ভিন্নদিকে মোড় নিলে এটি নিঃসন্দেহে সরকারের জন্য কল্যাণকর হবে না। এটিকেই তখন দেশবাসী জোট সরকারের জন্য একটি মারাত্মক আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হিসাবে চিহ্নিত করবে।

আলেমগণ হ'লেন নবীগণের উত্তরাধিকারী *(আহমাদ, তিরমিযী)*। আলেমগণই আল্লাহকে সর্বাধিক ভয় করে থাকেন *(ফাত্বির ২৮)*। অথচ এই হক্বপন্থী আলেমগণের উপরেই যুগে যুগে শাসকশ্রেণীর পক্ষ থেকে নেমে এসেছে যুলুম-নির্যাতনের স্টীম রোলার। বছরের পর বছর ধরে কারারুদ্ধ রাখা হয়েছে তাঁদেরকে। কিন্তু তাতে ফলাফল হয়েছে উল্টোই। এর বদৌলতে তাঁরা সারা পৃথিবীর ইমামত পেয়েছেন, আর ঘৃণিত ও নিন্দিত হয়েছে তথাকথিত ঐ শাসকশ্রেণীই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মযলূমের বদ দো'আ ও আল্লাহ্র মধ্যে কোন পর্দা থাকে না' *(বুখারী, মুসলিম)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'শাসকদের মধ্যে সর্বাধিক মন্দ হচ্ছে সে, যে যালেম ও নির্যাতনকারী' *(মুসলিম)*। তিনি বলেন, 'যদি কোন ব্যক্তি মুসলিম জনগণের শাসক নিযুক্ত হয়, অতঃপর সে প্রতারক ও আত্মসাৎকারীরূপে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন' *(বুখারী, মুসলিম)*। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি দশজন লোকেরও শাসক হবে, ক্বিয়ামতের দিন তাকে এমন অবস্থায় উপস্থিত করা হবে যে, তার গলায় রশি লাগানো হবে। তখন ঐ গলবন্ধন হ'তে তার ন্যায় ও ইনসাফ তাকে মুক্ত করবে অথবা তার কৃত যুলুম ও নির্যাতন তাকে ধ্বংস করবে' *(দারেমী)*। তিনি বলেন, '...ক্বিয়ামতের দিন অত্যাচারী ও যালেম শাসকরাই হবে আল্লাহ্র নিকটে সমস্ত মানুষের চাইতে নিকৃষ্ট এবং কঠিন আযাবের অধিকারী *(তিরমিযী)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারীকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অবশেষে যখন তাকে পাকড়াও করেন, তখন আর ছাড়েন না' *(বুখারী, মুসলিম)*। উপরোক্ত সব ক'টি হাদীছই অত্যাচারী শাসকদের জন্য অশনি সংকেত।

পরিশেষে বলব, দেশের অন্যূন তিন কোটি আহলেহাদীছের প্রতিনিধিত্বকারী অনন্য সংগঠন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে অযথা হয়রানি থেকে মুক্তি দিন। কেননা যতদিন তাঁদের আটকে রাখা হবে ততদিনই সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হ'তে থাকবে। এমনকি একপর্যায়ে তা সীমা ছাড়িয়ে গেলে তখন আফসোস করা ব্যতীত কিছুই করার থাকবে না। সন্ত্রাসীরা দেশ, জাতি, ইসলাম ও মানবতার দুশমন। এদের দমন করার যেকোন পদক্ষেপকে আমরা স্বাগত জানাই। কিন্তু উক্ত অভিযোগে কাউকে বলির পাঠা বানানোর এ অন্যায় প্রচেষ্টাকে আমরা যারপর নেই ধিক্কার জানাই। সেই সাথে আমাদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচীতে বাধাদানেরও নিন্দা জানাই এবং কামনা করি যেন সরকারের শুভ বুদ্ধির উদয় হয়-আমীন!!

পরীক্ষাতেই পুরস্কার

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ج فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ ج وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّيْ إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ج فَشَرِبُوْا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيْلاً مِّنْهُمْ ط فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مَعَهُ، قَالُوْا لاَطَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهِ ط قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ أَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ، كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً، بِإِذْنِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ - وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهِ قَالُوْا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ-

অনুবাদঃ অতঃপর ত্বালূত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বের হ'ল, তখন বললঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। যে ব্যক্তি সেই নদীর পানি পান করবে, সে আমার দলভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি তার স্বাদ গ্রহণ করবে না, নিশ্চয়ই সে আমার দলভুক্ত। তবে যে নিজ হাতের এক আঁজলা ভরে সামান্য পান করবে, সে ব্যতীত। তারপর সবাই উক্ত পানি পান করল, কিছু সংখ্যক লোক ছাড়া। অতঃপর ত্বালূত নিজে ও তার ঈমানদার সাথীরা যখন নদী পার হ'ল, তখন তারা বলল, আজকে জালূত ও তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার মত শক্তি আমাদের নেই। কিন্তু যারা এ বিশ্বাস রাখত যে, আল্লাহ্‌র সম্মুখে তাদের হাযির হ'তে হবে, তারা বলল যে, বহু সংখ্যালঘু দল বড় বড় দলের উপরে জয়লাভ করেছে আল্লাহ্‌র হুকুমে। আর আল্লাহ সর্বদা ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন' *(বাক্বারাহ ২৪৯)*। অতঃপর যখন তারা জালূত ও তার সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হ'ল, তখন বললঃ প্রভু হে! আমাদেরকে ধৈর্য দান কর ও আমাদের পদযুগল দৃঢ় কর এবং আমাদেরকে কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য কর' *(ঐ, ২৫০)*।

আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

আলোচ্য আয়াতে মুমিন জীবনে ঈমানের পরীক্ষা দেওয়ার কথা একটি ঘটনার মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি বনু ইসরাঈল বংশের একটি গোত্রের। যাদের উপরে তাদের দুশমনরা বিজয়ী হয়েছিল ও যাদের জীবনে নেমে এসেছিল চরম দুঃখ ও দুর্গতি। তখন তারা আল্লাহ্‌র নিকটে একজন শাসক প্রার্থনা করল। যার পিছনে থেকে তারা জিহাদ করবে ও দুশমনের উপরে বিজয়ী হবে। অতঃপর যখন তাদের জন্য বাদশাহ পাঠানো হ'ল ও তাদেরকে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হ'ল, তখন তাদের অধিকাংশ পিছুটান দিল এবং স্বল্প সংখ্যক লোক দৃঢ়ভাবে টিকে থাকল। আল্লাহ তাদেরকে বিজয়ী করলেন।[১]

ঘটনাঃ প্রায় আড়াই হাযার বছর পূর্বে বর্তমান জর্ডান ও ফিলিস্তীনের মধ্যবর্তী নদীতে সত্য মুমিন ও কপট মুমিনের মধ্যে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়কার নবী ছিলেন 'শাম্‌ভীল' (شَمْوِيْل) বা শ্যামূয়েল। মতান্তরে শাম'উন বা সাম'উন (سَمْعُوْن)। যিনি হারূণ (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন।[২] ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ প্রমুখ বিদ্বান বলেন, মূসা (আঃ)-এর পরে বনু ইসরাঈলগণ অনেকদিন যাবত ঈমান-আমলের উপরে দৃঢ় ছিল। তারপর তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিদ'আত মাথা চাড়া দেয়। এমনকি কেউ কেউ মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়। যদিও সর্বদা তাদের মধ্যে নবী ছিলেন। যাঁরা তাদেরকে তাওরাতের আদেশ-নিষেধ মেনে চলার প্রতি সর্বদা আহ্বান জানাতেন। কিন্তু লোকদের মধ্যে অবাধ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং তারা স্বেচ্ছাচারী হয়ে যায় ও যা ইচ্ছা তাই করতে থাকে। ফলে আল্লাহ তাদের উপরে তাদের শত্রুপক্ষকে বিজয়ী করলেন। শত্রুরা তাদের বিপুল সংখ্যক লোককে হত্যা করল ও বহু সংখ্যক লোককে বন্দী করল এবং তাদের অনেক এলাকা দখল করে নিল। কারণ হ'ল এই যে, মূসা (আঃ)-এর যামানা থেকে তাদের বংশে যে 'তাওরাত' ও 'তাবূত' ছিল, তা তাদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। এই 'তাওরাত' ও 'তাবূত'-কে যুদ্ধের সময় সম্মুখে রাখলে তার বরকতে তারা জয়লাভ করত। কিন্তু তাদের বেদ্বীনীর কারণে উক্ত যুদ্ধে তা শত্রুসেনাদের করতলগত হয়। ফলে তাওরাতের হাফেয বলতে হাতে গণা কিছু লোককে পাওয়া যেত। এক সময় তাদের বংশ হ'তে নবুঅত ছিন্ন হ'য়ে গেল। যুদ্ধে তাদের নবীবংশ অর্থাৎ লাভী বিন ইয়াকূব বিন ইসহাক্ব বিন ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশে একজন মাত্র গর্ভবতী মহিলা বেঁচে ছিলেন, যার স্বামী যুদ্ধে নিহত হন। এমতাবস্থায় বেঁচে থাকা অবশিষ্ট লোকেরা ঐ মহিলাকে একটি ঘরে লুকিয়ে রাখল এই নিয়তে যে, আল্লাহ যেন একটি পুত্র সন্তান দান করেন, যে তাদের নবী হবে। ঐ মহিলাও সর্বদা ইবাদতে রত থাকতেন ও আল্লাহ্‌র নিকটে একজন পুত্র ও নবী কামনা করে দো'আ করতেন। যথাসময়ে আল্লাহ তাকে একটি পুত্র সন্তান দান করলেন। তখন মহিলা খুশী হ'য়ে তার নাম রাখলেন 'শামভীল' (شَمْوِيْل) বা শাম'উন। হিব্রু ভাষায় যার অর্থ হ'ল سَمِعَ اللّٰهُ دُعَائِيْ। 'আল্লাহ আমার দো'আ কবুল করেছেন'।

---

১. *কুরতুবী ৩/২৪৪*। ২. *কুরতুবী ৩/২৪৩*।

অতঃপর ছেলে সুন্দরভাবে বড় হ'তে লাগল ও নবুঅতের বয়স লাভ করল। তখন আল্লাহ তার নিকটে 'অহি' প্রেরণ করলেন ও সেমতে তিনি জনগণকে তাওহীদের দাওয়াত দিতে থাকলেন। নিজ বংশ বনু ইসরাঈলকে দাওয়াত দিলে তারা নবীর নিকটে তাদের জন্য একজন শাসক দাবী করল। যিনি তাদের পক্ষে দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। তখন নবী তাদেরকে বললেন, যদি আল্লাহ তোমাদের জন্য কোন বাদশাহ প্রেরণ করেন ও তিনি তোমাদেরকে লড়াইয়ের নির্দেশ দেন, তাহ'লে তোমরা কি লড়াইয়ে বের হবে? তোমরা কি লড়াইয়ের জন্য অপরিহার্য বিষয়গুলি অর্জনে নবীর সাথে সহযোগিতা করবে? জবাবে তারা বলল, وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا- 'আমরা কেন আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করব না? অথচ আমরা আমাদের ঘরবাড়ি ও সন্তানাদি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছি?' *(বাক্বারাহ ২৪৬)*। অর্থাৎ আমাদের এলাকা দখল করা হয়েছে এবং আমাদের সন্তানদের বন্দী করে গোলাম বানানো হয়েছে। তখন নবী শামভীল (বা শ্যামুয়েল) তাদের বললেন, إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا، 'আল্লাহ তোমাদের জন্য ত্বালূতকে বাদশাহ হিসাবে পাঠিয়েছেন' *(বাক্বারাহ ২৪৭)*। একথা শুনে গোত্রের নেতারা দরিদ্র ত্বালূতকে প্রত্যাখ্যান করে বলল, أَنَّى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ 'আমাদের উপরে তাকে কিভাবে শাসনক্ষমতা দেওয়া হবে? অথচ আমরাই শাসন ক্ষমতার অধিক হকদার। কেননা তাকে অর্থ-বিত্তের স্বচ্ছলতা দান করা হয়নি'। নবী জবাবে বললেন, إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَّشَاءُ، وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপরে তাকে পসন্দ করেছেন এবং তাকে জ্ঞানে ও স্বাস্থ্যে প্রাচুর্য দান করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে শাসনক্ষমতা দান করেন। আল্লাহ হ'লেন বিশাল অনুগ্রহের অধিকারী ও সর্বজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ২৪৭)*। যদিও ত্বালূত তাদেরই একজন সাধারণ সৈনিক ছিলেন। কিন্তু শাহী পরিবারের ছিলেন না।[৩] কেননা শাহী পরিবার ছিল ইয়াহূয়া বিন ইয়াকূব বিন ইসহাক্ব বিন ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশের। আর নবুঅত ছিল লাভী বিন ইয়াকূব বিন ইসহাক্ব বিন ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশে। পক্ষান্তরে ত্বালূত ছিলেন বেনইয়ামীন বিন ইয়াকূব বিন ইসহাক্ব বিন ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশের। যে বংশে কোন নবী বা শাসক ছিলেন না। আর সে কারণে গোত্রনেতারা ত্বালূতের নেতৃত্ব প্রত্যাখ্যান করেছিল।[৪]

উক্ত আয়াত নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ তাদের বুঝিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের পরিচালনার জন্য নেতৃত্ব ও শাসন ক্ষমতার মত গুরুত্বপূর্ণ রহমত ইচ্ছা করলে কোন পরিবারকে অবিরত ধারায় দান করতে পারেন। ইচ্ছা করলে বাইরের যে কাউকে দান করতে পারেন। রহমত বিতরণের একচ্ছত্র অধিকার তাঁরই। তাঁর এ কাজে প্রশ্ন উত্থাপনের অধিকার কারু নেই। কেননা তিনিই বান্দাকে অধিকতর ভালবাসেন ও তার মঙ্গলামঙ্গলের খবর রাখেন। তিনি বিশাল অনুগ্রহের অধিকারী। এই অনুগ্রহ তিনি যাকে খুশী তার জন্য নির্দিষ্ট করতে পারেন। আর তিনিই সবচাইতে ভাল বুঝেন নেতৃত্বের সত্যিকারের হকদার কে? দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ এ বিষয়টিও বুঝিয়ে দিলেন যে, নেতৃত্বের জন্য অপরিহার্য দু'টি গুণ হ'ল ইলমী যোগ্যতা এবং স্বাস্থ্যগত যোগ্যতা। যা ত্বালূতের মধ্যে পুরা মাত্রায় ছিল। বলা বাহুল্য এ দু'টি গুণ সর্বকালে ও সর্বযুগে নেতৃত্বের জন্য অপরিহার্য অংশ।[৫]

নবীর মাধ্যমে উপরোক্ত জবাব শুনে গোত্রনেতারা ত্বালূতের নেতৃত্বের পক্ষে দলীল তলব করল। তখন নবী বললেন, إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَّأْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوْسَى وَآلُ هَارُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلاَئِكَةُ ط إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ- 'ত্বালূতের নেতৃত্বের নিদর্শন হ'ল এই যে, তোমাদের কাছে (তোমাদের হারানো সেই) 'তাবূত' বা সিন্দুক (ফিরে) আসবে। যার মধ্যে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হ'তে রয়েছে 'সাকীনাহ' বা বিশেষ প্রশান্তি এবং যার মধ্যে রয়েছে মূসা, হারূণ ও তাঁদের পরিবারের কিছু পরিত্যক্ত সামগ্রী। সিন্দুকটিকে বহন করে নিয়ে আসবেন ফেরেশতাগণ। এতেই তোমাদের জন্য রয়েছে প্রকৃত নিদর্শন। যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক' *(বাক্বারাহ ২৪৮)*।

'তাবূত' এর আগমনঃ

'তাবূত' কিভাবে এল, এ বিষয়ে বিদ্বানগণ বিভিন্ন বর্ণনা দিয়েছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ফেরেশতাগণ আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী এলাকা দিয়ে তাবূত বহন করে এনে ত্বালূত-এর বাড়ীর সামনে রাখে এবং এ দৃশ্য গোত্রের সকল মানুষ প্রত্যক্ষ করে। সুদ্দী বলেন, অতঃপর তাবূত ত্বালূত-এর গৃহে রক্ষিত হয় এবং লোকেরা তখন শাম'উনের নবুঅতের উপরে ঈমান আনে ও ত্বালূতের আনুগত্য কবুল করে। ছাওরী তার কয়েকজন উস্তায থেকে বর্ণনা করেন যে, ফেরেশতাগণ তাবূত নিয়ে আসেন একটি বা দু'টি গরুর গাড়ীতে করে'। অন্যেরা বলেন, তাবূত ছিল ফিলিস্তীনের 'আরীহা' (أريحاء) মতান্তরে 'আযদূহ'

৩. *তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/৩০৭-৮*।

৪. *কুরতুবী ৩/২৪৫*।

৫. *ইবনু কাছীর ১/৩০৮*।

(أزدود) নামক গ্রামে। মুশরিকরা তাবূতটি তাদের পূজা মন্দিরে রাখে। তাতে তাদের মূর্তি সব ভেঙ্গে পড়তে থাকে। তখন তাকে বের করে প্রত্যন্ত এক গ্রামে রেখে আসে। কিন্তু সেখানে গ্রামবাসীর মধ্যে মহামারী লেগে যায়। তখন বনী ইসরাঈলের এক বন্দী দাসী তাদের বলল যে, তোমরা তাবূতটি বনু ইসরাঈলদের নিকটে ফেরত দিয়ে এসো। নইলে এ মহামারী থেকে রেহাই পাবে না। তখন তারা তাবূতটিকে দু'টি গরুর গাড়ীতে উঠিয়ে দিল। ফেরেশতাগণ গরু দু'টিকে হাকিয়ে বনু ইসরাঈলদের গ্রামের কাছে নিয়ে গেল। এভাবে তাবূত ত্বালূতের বাড়ীতে পৌঁছল।[৬]

শাওকানী বলেন, বিগত বিদ্বানগণ থেকে তাবূত-এর আগমন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত বহু বর্ণনা এসেছে। যেগুলির দীর্ঘ বর্ণনায় কোন ফায়েদা নেই।[৭] আমরা মনে করি যে, পবিত্র কুরআনে যতটুকু বর্ণনা এ বিষয়ে এসেছে, ততটুকুতে ঈমান আনা উচিত। অর্থাৎ ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র হুকুমে তাবূত বহন করে এনে ত্বালূত-এর বাড়ীর আঙ্গিনায় রেখে দিল। যা ছিল ত্বালূত-এর নেতৃত্বের স্পষ্ট প্রমাণ।

ত্বালূত-এর পরিচয়ঃ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ত্বালূত ছিলেন ঐ সময়ের শ্রেষ্ঠ আলেম এবং দীর্ঘ ও সুঠাম দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী। যা দেখে শত্রুদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হ'ত।[৮]

'ত্বালূত' অনারব শব্দ। যা মু'আররাব অর্থাৎ আরবী হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ত্বালূত ছিলেন যুগের সেরা আলেম। দীর্ঘ ও সুঠামদেহী সৈনিক। পেশায় ছিলেন পানি সরবরাহকারী। কেউ বলেন, চামড়া দাবাগতকারী বা চামড়া শ্রমিক। কেউ বলেন, মাটি শ্রমিক।[৯] অবশ্য দারিদ্র্যের কারণে তিনি সুযোগ-সুবিধামত উপরোক্ত তিনটি পেশাই অবলম্বন করে থাকতে পারেন। তবে তিনি যে সমাজের স্বচ্ছল ও ধনিক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না, সেকথা কুরআনেই বর্ণিত হয়েছে *(বাক্বারাহ ২৪৭)*। অনুরূপভাবে তিনি নবী বংশের ছিলেন না বা নিজে কোন নবী ছিলেন না বা শাহী বংশেরও ছিলেন না এবং তার নিকটে কোন 'অহি'ও আসেনি।[১০]

জালূত-এর পরিচয়ঃ

'জালূত' অনারব শব্দ, যাকে মু'আররব করা হয়েছে। জালূত ছিলেন আমালেক্বাদের বাদশাহ। বিরাট সৈন্যবাহিনী ও শান-শওকতের অধিকারী। আমালেক্বা হ'ল 'আদ বংশের একটি গোত্রের নাম। যারা ফিলিস্তীনের 'আরীহা'-তে বসবাস করত।[১১] তিনি ছিলেন বেঁটে, জনমরোগী ও পীত বর্ণের মানুষ। তবে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। একাই বিরাট বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতেন।[১২]

তাবূত-এর পরিচয়ঃ

'তাবূত' فَعَلُوْتٌ -এর ওযনে এসেছে। মাদ্দাহ اَلتَّوْبُ। অর্থঃ الرُّجُوْعُ। বা ফিরে আসা। এটা এজন্য যে, বনু ইসরাঈলগণ বিপদে পড়লে এই তাবূতের কাছে ফিরে আসত।[১৩] তাবূত ও তাওরাত সম্মুখে রেখে যুদ্ধ করলে তারা জিতে যেত। কিন্তু তাওরাতের প্রতি বনু ইসরাঈলদের অবাধ্যতার কারণে এই তাবূত শত্রুপক্ষের দখলে চলে যায়।[১৪] কুরতুবী বলেন, এটি প্রথমে আদম (আঃ)-এর নিকটে নাযিল হয়। অতঃপর মূসা (আঃ) হ'য়ে ইয়াকূব (আঃ)-এর নিকটে এসে উপনীত হয়। এইভাবে এটা বনু ইসরাঈলদের উত্তরাধিকারে থেকে যায়। এর বরকতে তারা যুদ্ধের সময় সর্বদা শত্রুপক্ষের উপরে জয়লাভ করত। কিন্তু যখন তারা অবাধ্য হয়ে গেল ও অন্যায়-অপকর্ম শুরু করল, তখন শত্রু পক্ষ তাদের উপরে জয়লাভ করল ও তাবূত ছিনিয়ে নিল। সুদ্দী বলেন, এইভাবে এক সময় আমালেক্বাদের বাদশাহ জালূত-এর দখলে তাবূত চলে যায়। কুরতুবী বলেন, 'এটাই হ'ল সবচেয়ে বড় দলীল এ ব্যাপারে যে, অবাধ্যতাই হ'ল গ্লানির একমাত্র কারণ' (هذا أدل دليل على أن العصيان سبب الخذلان)

নুহাস বলেন, বর্ণিত হয়েছে যে, তাবূত থেকে এক ধরনের ক্রন্দন ধ্বনি শোনা যেত। যখন লোকেরা এটা শুনত, তখনই তারা যুদ্ধের জন্য বের হয়ে যেত। ধ্বনি বন্ধ হয়ে গেলে বা বন্ধ থাকলে তারা যুদ্ধে বের হ'ত না বা তাবূতও সামনে চলত না। ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ বলেন, এই তাবূত বা সিন্দুকের দৈর্ঘ ছিল তিন গজ ও প্রস্থ ছিল দু'গজ। কালবী বলেন, এটি শামসাদ কাঠের তৈরী ছিল। যা দিয়ে চিরুনী তৈরী করা হ'ত।[১৫]

তাবূতে রক্ষিত সামগ্রীঃ এই পবিত্র তাবূত বা সিন্দুকে 'সাকীনাহ' এবং মূসা ও হারূণ (আঃ)-এর ব্যবহৃত পরিত্যক্ত সামগ্রী ছিল বলে কুরআনে *(বাক্বারাহ ২৪৮)* উল্লেখিত হয়েছে। শাওকানী বলেন, মূসা ও হারূণ-এর নামের পূর্বে 'আলে' (آل) অর্থাৎ 'পরিবারবর্গ' শব্দ উল্লেখিত হয়েছে তাঁদের দু'জনের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য (لفظ آل مقحمة لتفخيم شأنهما) অবশ্য অনেকে ইয়াকূব (আঃ)-এর বংশের সকল নবী ও বংশধরগণের পরিত্যক্ত সামগ্রী বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন'।[১৬] তবে সেটা যে যুক্তি ও বাস্তবতার বিরোধী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই সামগ্রী সমূহ কি ছিল? এ বিষয়ে বিদ্বানদের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত হয়েছে। যেমন- তাওরাত, মূসার লাঠি বা লাঠির ভগ্নাংশ,

৬. *ইবনু কাছীর ১/৩০৯; কুরতুবী ৩/২৪৮।*
৭. *ফাৎহুল ক্বাদীর ১/২৬৬।*
৮. *কুরতুবী ৩/২৪৬।*
৯. *কুরতুবী ৩/২৪৫।*
১০. *ফাৎহুল ক্বাদীর ১/২৬৪, ৬৭।*
১১. *ফাৎহুল ক্বাদীর ১/২৬৬।*
১২. *কুরতবী ৩/২৫৬।*
১৩. *ফাৎহুল ক্বাদীর ১/২৬৫।*
১৪. *তাফসীর ইবনু কাছীর ১/৩০৮।*
১৫. *কুরতুবী ৩/২৪৭-৪৮।*
১৬. *ফাৎহুল ক্বাদীর ১/২৬৫।*

কিছু পরিমাণ 'মান্না', এক জোড়া জুতা, মূসা ও হারূণ (আঃ)-এর ব্যবহৃত কাপড়-চোপড় ইত্যাদি। সাঈদ বিন মানছূর প্রমুখ-এর বর্ণনায় এসেছে, উপরোক্ত বস্তুসমূহ ছাড়াও 'বিপদ মুক্তির দো'আ' (كَلِمَةُ الْفَرْجِ) লিখিত (কোন বস্তু) ছিল। দো'আটি নিম্নরূপঃ

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

'ধৈর্যশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। পবিত্রতা ঘোষণা করছি সপ্ত আসমান ও মহান আরশের প্রভুর এবং যাবতীয় প্রশংসা বিশ্ব চরাচরের প্রতিপালকের জন্য'।[১৭]

অতঃপর 'সাকীনাহ' (السَّكِيْنَةُ) 'সুকূন' ধাতু থেকে নেওয়া হয়েছে। যার অর্থঃ শান্তি ও স্থিতি। এখানে এর দ্বারা একথা বুঝানো হয়েছে যে, ত্বালূত-এর নেতৃত্ব সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে যে বিসম্বাদের সৃষ্টি হয়েছে, সে বিসম্বাদ দূরীকরণের জন্য এবং শান্তি ও স্থিতিশীলতা পুনঃস্থাপনের জন্য তাবূত-এর আগমন তোমাদের জন্য মানসিক প্রশান্তির কারণ হবে। সম্ভবতঃ এ কারণেই ইবনু আব্বাস (রাঃ) এর ব্যাখ্যা করেছেন 'রহমত' হিসাবে।[১৮]

এতদ্ব্যতীত 'সাকীনাহ'-এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন যঈফ সূত্রে নানা অলৌকিক বর্ণনা এসেছে। যেমন- (১) ইবনুল মুনযির ও ইবনু আবী হাতেম ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'সাকীনাহ' বিড়ালের ন্যায় একটি জন্তুর নাম, যার জ্যোতির্ময় দু'টি চক্ষু রয়েছে। যখন দু'পক্ষে যুদ্ধ শুরু হ'ত, তখন ঐ জন্তুটি তার দু'খানা হাত বের করে দিত ও চক্ষু দিয়ে তীর্যক আলো ছড়িয়ে তাকিয়ে থাকত। এতে শত্রুপক্ষ ভয়ে পালিয়ে যেত। (২) ত্বাবারাণী আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'সাকীনাহ' এমন একটি ঘুর্ণিবায়ুর নাম, যার দু'টি মাথা রয়েছে। (৩) আবদুর রাযযাক, ইবনু জারীর, ইবনুল মুনযির, হাকেম, ইবনু আবী হাতেম প্রমুখ আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, 'সাকীনাহ' এমন একটি তীব্র বায়ুর নাম, যার মানুষের ন্যায় মুখমণ্ডল রয়েছে। (৪) ইবনু জারীর, ইবনু আবী হাতেম, বায়হাক্বী 'দালায়েল'-এর মধ্যে মুজাহিদ-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, 'সাকীনাহ' আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে বায়ু আকারে আগমন করে। যার বিড়ালের ন্যায় চেহারা রয়েছে এবং দু'টি ডানা ও একটি লেজ রয়েছে। (৫) সাঈদ বিন মানছূর, ইবনু জারীর প্রমুখ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'সাকীনাহ' হ'ল জান্নাতের স্বর্ণ নির্মিত ভস্তরীর নাম। যাতে করে নবীদের অন্তঃকরণ সমূহ ধৌত করা হয়। (৬) আব্দ বিন হামীদ, ইবনু জারীর, ইবনু আবী হাতেম প্রমুখ ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ থেকে বর্ণনা করেন যে, 'সাকীনাহ' হ'ল আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে প্রেরিত একটি আত্মার নাম, যা কথা বলে না। কিন্তু যখন লোকেরা কোন বিষয়ে ঝগড়া করে, তখন কথা বলে এবং তারা যেটা জানতে চায়, সেটা বলে দেয়'।

উপরোক্ত বর্ণনাসমূহ উদ্ধৃত করার পর ইমাম শাওকানী বলেন, এই সমস্ত পরস্পর বিরোধী বক্তব্য সমূহ ঐসব বড় বড় মুফাসসিরগণের নিকটে সম্ভবতঃ ইহুদীদের মাধ্যমে পৌঁছে থাকবে। তারা এসবের মাধ্যমে মুসলমানদের নিয়ে খেলতে চেয়েছে এবং তাদের আক্বীদা-বিশ্বাসের মধ্যে সন্দেহের বীজ বপন করতে চেয়েছে। তারা কখনো 'সাকীনাহ'-কে প্রাণীদেহ কল্পনা করেছে। কখনো জড় পদার্থ বানিয়েছে। কখনো জ্ঞানহীন বস্তু বলেছে। এসব কিছুই 'ইসরাঈলিয়াত' মাত্র। এধরনের তাফসীর কখনোই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়নি'। অতএব আমাদের উপরে ওয়াজিব হ'ল 'সাকীনাহ' শব্দের মূল অর্থের দিকে ফিরে যাওয়া। অর্থাৎ শান্তি ও স্থিতি, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর তিনি বলেন, ছহীহ মুসলিমে হযরত বারা বিন আযেব (রাঃ) হ'তে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি সূরায়ে কাহ্ফ পাঠ করছিলেন। এসময় তাকে একটি মেঘখণ্ড এসে ছায়া করে। যা একবার নিকটে আসে আবার দূরে সরে যায়। এ দেখে তার বাঁধা ঘোড়াটি ভয়ে লাফাতে থাকে। অতঃপর লোকটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে সকালে এসে এ ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বলেন যে, এটি হ'ল 'সাকীনাহ' যা কুরআনের জন্য নাযিল হয়েছিল'। বুখারী ও মুসলিমে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে যে, লোকটি তার খেজুর শুকানোর স্থানে বসে কুরআন তেলাওয়াত করছিল।.. উক্ত বর্ণনায় একথাও এসেছে যে, ফেরেশতারা দলে দলে উক্ত কুরআন শুনতে এসেছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যদি তুমি সকাল পর্যন্ত তেলাওয়াত করতে, তাহ'লে ওরা সকাল পর্যন্ত এভাবে অবস্থান করত'।

ইমাম কুরতুবী এর দ্বারা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, 'সাকীনাহ' মেঘরূপে ছাতার ন্যায় লোকটির মাথা বরাবর ছায়া করেছিল। এতে অনুমিত হয় যে, তার মধ্যে রূহ রয়েছে এবং জ্ঞান রয়েছে। নইলে সে কুরআন শুনতে আসবে কেন?।[১৯] শাওকানী বলেন, আগত মেঘটিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'সাকীনাহ' নামে অভিহিত করেছেন মাত্র, যা প্রশান্তি হিসাবে কুরআন পাঠকের মাথার উপরে এসে ছায়া করেছে।[২০] এর অর্থ এটা নয় যে, সে একটি প্রাণী এবং তার রূহ আছে ও জ্ঞান আছে'।

অতএব আয়াতে বর্ণিত 'সাকীনাহ' বলতে তার আভিধানিক অর্থ হিসাবে বিশেষ ধরনের মানসিক প্রশান্তি ও স্থিতি বুঝতে হবে, অন্য কিছু নয়।

১৭. *ইবনু কাছীর ১/৩০৯; কুরতুবী ৩/২৫০; ফাৎহুল ক্বাদীর ১/২৬৫-৬৭।*
১৮. *ইবনু কাছীর ১/৩০৯।*
১৯. *কুরতুবী ৩/২৪৯।*
২০. *ফাৎহুল ক্বাদীর ১/২৬৭।*

ত্বালূত-এর যুদ্ধযাত্রা ও নদীপরীক্ষাঃ

তাবূত আসার পরে ত্বালূত-এর নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তার কওম আমালেক্বা বাদশাহ জালূত-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করে। সুদ্দী বলেন, তাদের সংখ্যা ছিল আশি হাযার। পথিমধ্যে তারা পিপাসার্ত হয়ে পড়ে সেনাপতি ত্বালূত-এর নিকটে পানি দাবী করে। তখন তিনি বলেন যে, আল্লাহ তোমাদেরকে একটি নদী দ্বারা পরীক্ষা করবেন। যে ব্যক্তি সেই নদী থেকে এক অঞ্জলী ব্যতীত পানি পান করবে, সে আমার দলভুক্ত থাকবে না।

নদীটি ছিল জর্ডন ও ফিলিস্তীনের মধ্যবর্তী স্থানে, যা 'শরী'আতের নদী' (نَهْرُ الشَّرِيْعَةِ) বলে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[২১] নদীর পানি ছিল নির্মল ও সুমিষ্ট।[২২] যথাসময়ে তারা নদীর কিনারে পৌঁছে গেল। সুমিষ্ট পানি পেয়ে অধিকাংশ লোক বেশী পান করে অলস হ'য়ে পড়ল এবং বলল, আজকে আমাদের পক্ষে জালূত বাহিনীর মুকাবিলা করা সম্ভব নয়। অল্প সংখ্যক আল্লাহভীরু লোক বলল, 'কতই না কম সংখ্যক লোক বেশী সংখ্যক লোকের উপরে জয়লাভ করে আল্লাহ্র হুকুমে। নিশ্চয়ই আল্লাহ দৃঢ়চিত্ত ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন'। একথা বলে তারা সম্মুখে অগ্রসর হ'ল ও বাকীরা সেখানেই পড়ে রইল।

উল্লেখ্য যে, আয়াতে পানি পান করাকে পান করা ও খাওয়া দু'টি ক্রিয়াপদের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পান করার চাইতে খাওয়া শব্দের মধ্যে আস্বাদনের জোরালো ভাব প্রকাশ পায়। কেননা খাওয়ার মধ্যে সর্বনিম্ন স্বাদ আস্বাদন করা যায়। অতএব যখন কোন কিছু খেতে নিষেধ করা হয়, তখন তা পান করার কোন সুযোগ আর থাকে না। কিন্তু পান করতে নিষেধ করলে খাওয়ার সুযোগ থেকে যায়। **দ্বিতীয়তঃ** আরেকটি বিষয় এর দ্বারা বুঝা গেল যে, পানি কেবল পানীয় নয়, বরং খাদ্যও বটে। যা জীবন ধারণের জন্য সর্বাধিক যরূরী। **তৃতীয়তঃ** আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, পানি পানকারী কম ঈমানদারদের জন্য পানি পান করা ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সফল ঈমানদারগণের জন্য পানি খাওয়া ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যারা এক অঞ্জলীর বাইরে পানি পান করা দূরের কথা সামান্যতম পানির স্বাদও আস্বাদন করবে না। এর মাধ্যমে দৃঢ় ঈমানদারদের মৌলিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য বুঝানো হয়েছে যে, তারা নেকীর কাজে আমীরের হুকুমকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। অলসতা বা এড়িয়ে যাবার জন্য কোন অজুহাত বা চোরাপথ তালাশ করে না।

ইবনু আসাকির ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, ত্বালূত-এর বাহিনীতে সর্বমোট তিন লক্ষ তিন হাযার তিনশত তের জন লোক ছিল। তাদের সবাই পানি পান করেছিল ৩১৩ জন ব্যতীত এবং তারাই মাত্র নদী পার হ'তে পেরেছিল। সুদ্দী বলেন, এদের সংখ্যা মোট ৮০,০০০ ছিল। হযরত বারা বিন আযেব (রাঃ) প্রমুখাৎ বুখারী, ইবনু জারীর প্রমুখ বর্ণনা করেন যে, আমরা আল্লাহ্র নবীর ছাহাবীগণ এই মর্মে আপোষে আলোচনা করতাম যে, বদরের যুদ্ধে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সাথীদের সংখ্যা নদী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ত্বালূত-এর সাথীদের সংখ্যার অনুরূপ ছিল। অর্থাৎ ৩১০-এর কিছু বেশী এবং সত্যিকারের মুমিন ব্যতীত কেউ সেদিন নদী পার হয়নি।[২৩]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, লোকেরা তাদের স্ব স্ব ইচ্ছা অনুযায়ী নদী থেকে পানি পান করে। কাফেররা উটের ন্যায় পানি শোষণ করল। অন্যান্য গোনাহগারেরা তার চেয়ে কিছু কম। ৭৬ হাযার লোক তো ফিরেই এলো। কিছু মুমিন এক অঞ্জলী পরিমাণ পানি পান করল। কিছু মুমিন একেবারেই পানি পান করেনি। যারা পানি পান করেছিল, তারা তৃপ্ত হয়নি। বরং তারা কঠিন পিপাসায় কষ্ট পায়। যারা পানি পান করেনি, তারা অধিক সুস্থ ও কষ্ট সহিষ্ণু ছিল এক অঞ্জলী পানি পানকারীদের চাইতে'। অন্য বর্ণনায় ইবনু আব্বাস ও সুদ্দী বলেন, পানি পান কারীদের মধ্যে ৪০০০ লোক নদী পার হয়েছিল। অতঃপর তারা যখন জালূতের এক লক্ষ সুসজ্জিত সেনাবাহিনী দেখল, তখন তাদের মধ্য থেকে ৩৬৮০-এর কিছু বেশী লোক ফিরে গেল। অতঃপর দৃঢ়চিত্ত বাকী ৩১০-এর কিছু বেশী লোক, যাদের সংখ্যা বদরী যোদ্ধাদের সংখ্যার অনুরূপ ছিল, তারা টিকে থাকল এবং লড়াইয়ে জিতে গেল'।

সংখ্যাগত উপরোক্ত বিভিন্নমুখী বক্তব্য সমূহকে আমরা এভাবে সমন্বয় করতে পারি যে, ত্বালূত-এর সাথে তার গোত্র ও অঞ্চলের ছেলে-বুড়া-নারী-শিশু সব মিলিয়ে তিন লক্ষ তিন হাযার তিন শত তের জন (৩,০৩,৩১৩) লোক ছিল। তন্মধ্যে আশি হাযার (৮০,০০০) যোদ্ধা ছিল। এক অঞ্জলীর অধিক পানি পানকারীদের সংখ্যা ছিল ছিয়াত্তর হাযার (৭৬,০০০)। এক অঞ্জলী পরিমাণ পানি পানকারীদের সংখ্যা ছিল ৩৬৮০-এর কিছু বেশী এবং মোটেই পানি পান করেননি এমন লোকদের সংখ্যা ছিল ৩১০ -এর কিছু বেশী। ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ বলেন, জিহাদ থেকে পিছিয়ে আসে ছেলে-বুড়া ও রোগীরা।[২৪] সুদ্দী বলেন, নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে ছিল মুমিন, মুনাফিক, কষ্টসহিষ্ণু ও অলস সব ধরনের লোক।[২৫] এক অঞ্জলী পরিমাণ পানি পানকারী এবং মোটেই পানি পান যারা করেনি, তারাই যে কেবল নদী পার হয়েছিল, সেদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় কুরআনে বর্ণিত আয়াতে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর ত্বালূত নিজে ও তার ঈমানদার সাথীরা যখন নদী পার হ'ল, তখন তারা বলল, আজকে জালূত ও তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার মত শক্তি আমাদের নেই। কিন্তু যারা এ বিশ্বাস রাখত যে, আল্লাহ্র সম্মুখে তাদের হাযির হ'তে হবে, তারা বলল যে, বহু সংখ্যালঘু দল বড় বড় দলের উপরে জয়লাভ

২১. ইবনু কাছীর ১/৩১০।
২২. কুরতুবী ৩/২৫১।
২৩. ফাৎহুল ক্বাদীর ১/২৬৮; ইবনু কাছীর ১/৩১০; কুরতুবী ৩/২৫৫।
২৪. কুরতুবী ৩/২৫০-২৫১।
২৫. ঐ, ৩/২৫২।

করেছে আল্লাহ্‌র হুকুমে। আর আল্লাহ সর্বদা ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন' *(বাক্বারাহ ২৪৯)*।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বুখারী ও অন্যান্য বর্ণিত হাদীছ-এর বর্ণনা যোগ করা যায়। যেখানে বলা হয়েছে وَمَاجَاءَ مَعَهُ إِلاَّ مُؤْمِنٌ 'ত্বালূত-এর সঙ্গে নদী পার হয়ে আসতে পারেনি মুমিন ব্যতীত'। এটা পরিষ্কার যে, ঐ বিরাট সংখ্যক লোকের মধ্যে সত্যিকারের মুমিন ছিল তারাই যারা আমীরুল জায়েশ ত্বালূত-এর নির্দেশ মোতাবেক এক অঞ্জলী ভরে পানি পান করেছিল অথবা মোটেই পানি পান করেনি। যাদের মোট সংখ্যা ৪,০০০ এবং যাদের মধ্যে ৩৬৮৭ জন বলেছিল যে, আজকে আমাদের যুদ্ধ করার ক্ষমতা নেই। উক্ত হাদীছে একথাও বলা হয়েছে যে, ত্বালূত-এর নদী পার হওয়া সাথীদের সংখ্যা ছিল বদরী ছাহাবীদের সংখ্যার ন্যায় ৩১০-এর কিছু বেশী। অন্য বর্ণনায় ৩১৩ জন'।[২৬] এর দ্বারা ঐসব সাথীদের বুঝানো হয়েছে, যারা এক অঞ্জলী পরিমাণ পানি পান করার অনুমতি পাওয়া সত্ত্বেও ঐ সুযোগ গ্রহণ করেনি। বরং আল্লাহ্‌র উপরে তাওয়াক্কুল করে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করেছিল। আল্লাহ তাদের হাতেই বিজয় দান করেছিলেন।

যুদ্ধের বিবরণঃ

আল্লাহ বলেন, فَهَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوْتَ وَآتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ... 'অতঃপর তারা তাদেরকে পরাভূত করে আল্লাহ্‌র হুকুমে এবং দাঊদ জালূতকে হত্যা করে ও আল্লাহ তাকেই শাসন ক্ষমতা... দান করেন' *(বাক্বারাহ ২৫১)*। এতে বুঝা যায় যে, ব্যাপক যুদ্ধ হয়নি। বরং জালূতের সঙ্গে দাঊদের দ্বৈত যুদ্ধ হয়েছিল, যেমন পুরা কালে নিয়ম ছিল এবং তাতেই জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়েছিল।

দাঊদ-এর পরিচয় হ'লঃ তিনি ছিলেন দাঊদ বিন ঈশা (إِيْشَى اوإيشا)। কেউ বলেন, দাঊদ বিন যাকারিয়া বিন রিশওয়া (ى ...) ইয়াহূযা বিন ইয়াকূব বিন ইসহাক্ব বিন ইবরাহীম (...) এর বংশধর ছিলেন। তিনি বায়তুল মুক্বাদ্দাস-এর ...বাসী ছিলেন। তিনি প্রথমে একজন রাখাল ছিলেন। পরে নবী ও বাদশাহ হন। তাঁর সাতটি ভাই ছিল ত্বালূত-এর সেনাবাহিনীতে। তিনি ছিলেন ভাইদের মধ্যে সবার ছোট এবং ছাগল চরাতেন। যুদ্ধ যাত্রার দিন তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন যে, আমি অবশ্যই যুদ্ধ দেখব। এই বলে যেমনি তিনি যাত্রা করলেন, অমনি পাশ থেকে একটি পাথর তাকে ডেকে বললঃ يَا دَاوُدُ خُذْنِىْ فَبِىْ تَقْتُلُ جَالُوْتَ 'হে দাঊদ! আমাকে সাথে নাও এবং আমাকে দিয়েই তুমি জালূতকে হত্যা কর'। পরে আরও একটি, অতঃপর আরও একটি পাথর অনুরূপভাবে আহ্বান করে। তখন তিনি তিনটি পাথরকেই থলিতে ভরে নেন।

অতঃপর উভয় পক্ষ মুখোমুখি হ'লে জালূত সদম্ভে সম্মুখে এসে তার মোকাবিলার জন্য বিরোধী পক্ষের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল। লোকেরা তাকে দেখে ভীত হ'য়ে পড়ল। তখন ত্বালূত বললেন, কে আছ জালূতকে মোকাবিলা করতে পারে? যে তার মোকাবিলা করবে ও তাকে হত্যা করবে, আমি তার সাথে আমার মেয়েকে বিবাহ দিব ও আমার মালের (গণীমতের) অর্ধেক দেব। আমার শাসন কার্যেও তাকে শরীক করব'।[২৭] তখন দাঊদ এগিয়ে এলেন ও মোকাবিলা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। কিন্তু তার বয়স কম দেখে ও সাইজে বেঁটে-খাটো দেখে ত্বালূত তাকে পসন্দ করলেন না। অতঃপর তিনি দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার আহ্বান করলেন। কিন্তু প্রতিবারেই দাঊদ এগিয়ে এলেন। তখন ত্বালূত তাকে বললেন, তোমার মধ্যে যুদ্ধের কি অভিজ্ঞতা আছে? দাঊদ বললেন, আমার ছাগল পালের উপরে একবার নেকড়ে বাঘ হামলা করেছিল। আমি তাকে মেরেছিলাম ও তার মাথা দেহ থেকে কেটে ফেলেছিলাম। ত্বালূত বললেন, নেকড়ে একটি দুর্বল জীব। এছাড়া অন্য কিছুর অভিজ্ঞতা আছে কি? দাঊদ বললেন, একবার একটি সিংহ আমার ছাগল পালের উপরে হামলা করে। আমি তাকে শিকার করি এবং তার দুই চোয়াল ফেড়ে ফেলি। হে সেনাপতি! জালূত কি উক্ত সিংহের চাইতে শক্তিশালী হবে? অতঃপর ত্বালূত তাকে নিজের বর্ম, ঘোড়া ও অস্ত্র প্রদান করলেন।

দাঊদ ঘোড়ায় চড়ে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে পিছিয়ে এলেন ও বললেন, এই ঘোড়া ও অস্ত্রে আমার কাজ নেই। আমি আমার নিজস্ব অস্ত্র 'প্রস্তর খণ্ড' দিয়েই লড়াই করব। বলাবাহুল্য যে, দাঊদ ঐ সময়কার একজন নিপুণ তীরন্দাজ ছিলেন। অতঃপর তিনি ঘোড়া থেকে নেমে থলি থেকে পাথর খণ্ড বের করে ধনুকে বসালেন ও জালূতের দিকে তাক করে এগোতে লাগলেন। জালূত তাকে দেখে ঘৃণাভরে বললেন, হে ছোকরা! তুমি এসেছ আমাকে মোকাবিলা করতে? এই বলে তাকে হাতে ধরে উঁচু করে ছুঁড়ে ফেলে আছড়ে মারতে চাইলেন। তখন দাঊদ জালূতের নাক লক্ষ্য করে 'বিসমিল্লাহ' বলে পাথর ছুঁড়ে মারলেন, যা তার মাথা চূর্ণ করে দিল। অতঃপর তার মাথাটা কেটে থলিতে ভরে নিয়ে চলে এলেন। এরপর ত্বালূত-এর লোকেরা সর্বাত্মক হামলা চালিয়ে জালূত বাহিনীকে পলায়নে বাধ্য করে। এভাবে তারা চরম ভাবে পরাজিত ও বিতাড়িত হয়'।[২৮]

ইবনু আবী হাতেম মুজাহিদ-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ত্বালূত দাঊদকে বলেছিলেন যে, আমি তোমাকে আমার রাজত্বের এক তৃতীয়াংশ দিব ও আমার মেয়েকে তোমার সাথে বিবাহ দিব।.. অতঃপর দাঊদ بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ إِلَهُ

২৬. *কুরতুবী ৩/২৫৫*।

২৭. *ইবনু কাছীর ১/৩১০*।
২৮. *কুরতুবী ৩/২৪৭*।

أَبَائِيْ إِبْرَاهِيْمَ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ ('সেই আল্লাহ্র নামে শুরু করছি, যিনি আমার পিতা ইব্রাহীম, ইসহাক্ব ও ইয়াকুব-এর ইলাহ') বলে পাথর ছুঁড়েন।[২৯] কুরতুবী বলেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লোকেরা আরও বহু কাহিনীর অবতারণা করেছে। আমি তার মধ্যে উদ্দিষ্ট বিষয়টুকুই মাত্র উল্লেখ করলাম'।[৩০] ইবনু কাছীর বলেন, ইস্রাঈলী বর্ণনা সমূহে লোকেরা উল্লেখ করেছে যে, দাঊদ স্বীয় ধনুকের সাহায্যে তীর নিক্ষেপ করে জালূতকে হত্যা করেন। সেনাপতি ত্বালূত দাঊদকে ওয়াদা করেছিলেন যে, জালূতকে হত্যা করতে পারলে তাকে নিজ কন্যার সাথে বিবাহ দিবেন, তার ধন-সম্পদের অর্ধেক দিবেন এবং তাকে শাসন কর্তৃত্বের অংশীদার করবেন। অতঃপর তিনি সে ওয়াদা রক্ষা করেন'।[৩১]

শাওকানী বলেন, মুফাসসিরগণ এই ধরনের আরও বহু কাহিনীর অবতারণা করেছেন। তবে আল্লাহ সঠিক খবর জানেন'।[৩২]

প্রথিতযশা এইসব তাফসীরকারগণের মন্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এসব বাহিনী ইস্রাঈলী গল্পকারদের তৈরী এবং অধিকাংশ কল্পনা প্রসূত। অতএব এসবের উপরে ঈমান রাখা ঠিক নয়। কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত কিছ্ছা সমূহের উপরেই কেবল ঈমান রাখতে হবে। আর তা হ'লঃ ৩১৩ জন ত্বালূত বাহিনীর মধ্যে দাঊদ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তিনিই জালূতকে হত্যা করেছিলেন। অতঃপর আল্লাহপাক তাকে শাসন ক্ষমতা, হিকমত ও নবুঅত দান করেছিলেন।

আয়াতের শিক্ষাঃ

(১) হক্ব-এর আন্দোলন যারা করেন, তারা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকেন।

(২) পরীক্ষা ব্যতীত তাদের পদযুগল দৃঢ় হয় না এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পুরস্কারও নেমে আসে না।

(৩) পরীক্ষা যত কঠিন হয়, পুরস্কার তত বড় হয়।

(৪) পরীক্ষার মাধ্যমে দুর্বল ও সবল ঈমানদার বাছাই হয়ে যায় এবং বিজয়ের পুরস্কার কেবলমাত্র সেই স্বল্পসংখ্যক খাঁটি ঈমানদার লোকদেরকেই দেওয়া হয়, যারা কঠিন মূল্যের বিনিময়ে আল্লাহ্র হুকুমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে সক্ষম হয়।

(৫) ঐ স্বল্প সংখ্যক লোককে আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে মাত্র একজনের মাধ্যমে বিজয় দান করতে পারেন। যেমন দাঊদ-এর মাধ্যমে ত্বালূত বাহিনীকে দান করেছিলেন।

(৬) হক্বপন্থীগণ কেবলমাত্র আল্লাহ্র উপরে ভরসা করেন। অন্য কোন শক্তির উপরে নয়। যেমন ঐ স্বল্প সংখ্যক অর্থাৎ ৩১৩ জন দৃঢ়চিত্ত ঈমানদার লোকগুলি যখন দুর্ধর্ষ সেনাপতি জালূত-এর লক্ষাধিক বাহিনীর সম্মুখীন হ'ল, তখন তারা জালূত-এর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অস্ত্রসজ্জিত বাহিনীর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে মহা শক্তিধর আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে এবং প্রার্থনা করে এই বলে,

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ- 'হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ছবর দান করুন ও আমাদের পদযুগল সমূহকে দৃঢ় করুন এবং আমাদেরকে কাফের কওমের উপরে সাহায্য করুন' *(বাক্বারাহ ২৫০)*। অতঃপর অসম সাহসী 'দাঊদ একাই জালূতকে হত্যা করেন এবং আল্লাহ দাঊদকে শাসনক্ষমতা, হিকমত ও নবুঅত দান করেন' *(ঐ ২৫১)*।

(৭) তাক্বদীরের ভুল ব্যাখ্যাকারী অদৃষ্টবাদীর জন্য নয়, বরং আল্লাহ্র উপরে নির্ভরশীল প্রচেষ্টাকারীর জন্যই কেবল আল্লাহ্র রহমত নেমে আসে। সে প্রচেষ্টা যত ক্ষুদ্রই হৌক না কেন, হক্ব হ'লে বিজয় তাদেরই জন্য।

উপসংহারঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামত পর্যন্ত উম্মতের একটি দল হক্ব-এর উপরে দৃঢ়চিত্তে কায়েম থাকবে। পরিত্যাগকারীদের পরিত্যাগ তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না'।[৩৩] পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হ'ল হক্ব-এর চূড়ান্ত মানদণ্ড। যারা যেকোন মূল্যে তার উপরে কায়েম থাকবেন ও তার বিধান সার্বিক জীবনে প্রতিষ্ঠায় জীবনপাত করবেন, তাদেরকে অবশ্যই কেবলমাত্র আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে এগিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ হক্বপন্থীদেরকে হক্ব-এর উপরে টিকে থাকার ও জীবনের সকল দিক ও বিভাগে হক্ব প্রতিষ্ঠার দুরূহ সংগ্রামে দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকার তাওফীক দান করুন- আমীন!

---

২৯. *ফাৎহুল ক্বাদীর ১/২৬৮*।
৩০. *ঐ, ৩/২৫৮*।
৩১. *ঐ, তাফসীর ১/৩১০*।
৩২. *ফাৎহুল ক্বাদীর ১/২৬৮*।
৩৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬২৭৬; মুসলিম হা/১৯২০*।

[উক্ত দরসে কুরআনটি ইতিপূর্বে জুন ২০০১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংখ্যায় পুনঃ মুদ্রিত হ'ল। -সম্পাদক]

আহলেহাদীছ আন্দোলন দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম।

প্রবন্ধ

ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ

মূলঃ ডঃ নাছের বিন সুলাইমান আল-ওমর
*অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

পরিখাওয়ালাদের ঘটনাঃ

আল্লাহ তা'আলা পরিখাওয়ালাদের প্রসঙ্গে বলেছেন,

قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُوْدِ- النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ- إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ- وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ- وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ.

'ধ্বংস হোক ইন্ধনবিশিষ্ট আগুনের পরিখাওয়ালারা। যখন তারা তার পাশে উপবিষ্ট ছিল আর মুমিনদের সঙ্গে কৃত আচরণ প্রত্যক্ষ করছিল। তাঁদের একটিই মাত্র অপরাধ ছিল যে, তারা পরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছিলেন' *(বুরূজ ৪-৮)*।

পরিখাওয়ালাদের ঘটনা খুবই বিস্ময়কর। যে বিজয়ের আলোচনা আমরা করছি এ দৃষ্টান্ত তারই প্রতিচ্ছবি। মানুষ দলে দলে দ্বীন গ্রহণ করছে কিংবা বিজয়ীর আসনে দ্বীন আসীন হয়েছে- সেটাই যে বিজয় লাভের একমাত্র মাপকাঠি নয়; বরং প্রচারকের মানসিক দৃঢ়তা ও তার প্রোগ্রামের বিজয়ই যে চূড়ান্ত বিজয়, সে কথাই এ ঘটনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। ঘটনার গুরুত্ব হেতু এখানে হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) প্রদত্ত বর্ণনাটি সম্পূর্ণরূপে তুলে ধরা হ'ল।

ছুহাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের পূর্বযুগে একজন রাজা ছিল। তার ছিল এক যাদুকর। যাদুকর বুড়ো হয়ে গেলে রাজাকে বলল, আমার বয়সে ভাটা পড়েছে, কখন মরি কে জানে। আপনি একটি বালককে আমার নিকট পাঠিয়ে দিন আমি তাকে যাদু শিখিয়ে দেব। রাজা এক বালককে পাঠাল। এদিকে যাদুকর ও রাজার বাসভবনের মাঝে ছিল এক খৃষ্টান সাধু। বালকটি যাদকরের নিকট যাদু শেখাকালে একদিন ঐ সাধুর ডেরায় গিয়ে উঠল। সাধুর কথা তার খুব মনে ধরল। ফলে সে প্রায়শ সেখানে আসতে যেতে সাধুর কথা শুনত। ফলে যাদুকরের কাছে যেতে এবং বাড়ি যেতেও তার বিলম্ব হ'ত। এভাবে দেরী হওয়ায় যাদুকর তাকে মার লাগাত আর বলত, কিসে আটকা পড়েছিলে? আবার বাড়িতে গেলেও বাড়ির লোকেরা মারত আর বলত, রোজ রোজ এত দেরী কেন? ফলে সাধুর নিকট সে অভিযোগ করলে তিনি তাকে বলে দিলেন, যাদুকর মারতে চাইলে তুমি বলবে, বাড়ির লোকেরা আমাকে আটকে রেখেছিল। আর বাড়ির লোকেরা মারতে চাইলে বলবে, যাদুকর ঠেকিয়ে রেখেছিল। এভাবে চলতে চলতে একদিন সে দেখতে পেল এক ভয়ঙ্কর জন্তু মানুষের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে, তার ভয়ে কেউ রাস্তা পার হ'তে পারছে না। তখন সে মনে মনে বলল, আজ আমি জেনে নেব, সাধুর কাজটাই আল্লাহ্র নিকট প্রিয়, না যাদুকরের? তারপর সে একটা পাথর নিয়ে বলল, হে আল্লাহ! যাদুকরের কাজের তুলনায় যদি সাধুর কাজ আপনার নিকট বেশী প্রিয় ও সন্তোষজনক হয়, তাহ'লে এই জন্তুটাকে হত্যা করে জনগণের যাতায়াতের সুযোগ করে দিন। এই বলে সে পাথরটি ছুঁড়ে মারল, আর অমনি জন্তুটি মারা পড়ল। ফলে লোকদের চলাচল শুরু হ'ল। বিষয়টি সে সাধুকে অবহিত করল। সাধু শুনে বলল, হে বৎস! তুমি আমার থেকেও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছ। তোমাকে এ জন্য অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হ'তে হবে। যদি তুমি এমন কোন পরীক্ষায় পড় তাহ'লে আমার ঠিকানা জানিয়ে দিও না।

তারপর থেকে সেই বালক জন্মান্ধ, কুষ্ঠ ও অন্য সব রকম রুগীকে সুস্থ করে তুলতে লাগল। এদিকে রাজার ছিল এক সভাসদ। সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বালকের কথা শুনে সে তার নিকট অনেক উপহার নিয়ে গিয়ে বলল, আপনি আমাকে সুস্থ করে তুলুন। সে বলল, আমি তো কাউকে সুস্থ করতে পারি না, সুস্থ করার মালিক একমাত্র আল্লাহ। তুমি যদি আল্লাহ্র উপর ঈমান আনতে পার, তাহ'লে আমি আল্লাহ্র শানে তোমার জন্য দো'আ করতে পারি। সে ঈমান আনলে বালকটি তার জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ করে। ফলে সে আরোগ্য লাভ করে। তারপর সে রাজদরবারে গিয়ে আগে যেভাবে আসন গ্রহণ করত সেভাবে আসন গ্রহণ করল। রাজা তাকে দেখে বলল, আরে তুমি কী করে চোখ ফিরে পেলে? সে বলল, আমার প্রভু ফিরিয়ে দিয়েছেন। রাজা বলল, আমি? সে বলল, না। আমার ও আপনার প্রভু যিনি সেই আল্লাহ। এ কথা শুনে রাজা ক্ষেপে গেল এবং কিভাবে এমন ঘটল তা জানার জন্য তার উপর নির্যাতন শুরু করল। অবশেষে সে রাজাকে বালকের সন্ধান দিয়ে দিল।

অতঃপর বালককে ডেকে আনা হ'ল। রাজা তাকে বলল, 'প্রিয় বৎস! তুমি যাদুতে এত উন্নতি করেছ যে, জন্মান্ধ, কুষ্ঠ ইত্যাদি সকল রোগ ভাল করে দিচ্ছ? সে বলল, আমি কাউকে সুস্থ করতে পারি না; সুস্থ করেন তো আল্লাহ। রাজা বলল, আমি? সে বলল, না। রাজা বলল, তোমার কি আমি ছাড়াও অন্য প্রভু আছে? সে বলল, আমার ও আপনার প্রভু আল্লাহ। রাজা তখন তাকেও শাস্তি দিতে আরম্ভ করলে নিরুপায় হয়ে সে সাধুর কথা বলে দিল। রাজা সাধুকে ধরে এনে বলল, তোমার দ্বীন ত্যাগ কর। কিন্তু সে অস্বীকার করল। তখন রাজা তার মাথার সিঁথিতে করাত লাগিয়ে দেহ দু'ভাগ করে দিল। অতঃপর অন্ধকে দ্বীন ত্যাগ করতে বলল। কিন্তু সেও অস্বীকার করলে তাকেও একই পরিণতি বরণ করতে হ'ল। এবার এল বালকের পালা। সে দ্বীন ত্যাগে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে রাজা তাকে কিছু লোকের হাতে দিয়ে একটি পাহাড়ে পাঠিয়ে দিল এবং বলে দিল, 'যখন তোমরা শৃঙ্গদেশে

পৌঁছে যাবে, তখন যদি এই ছেলে তার দ্বীন ত্যাগ করে তো ভাল, নতুবা তাকে সেখান থেকে নীচে গড়িয়ে ফেলে দেবে। তারা তাকে নিয়ে পাহাড় শৃঙ্গে উঠলে সে আল্লাহ্‌র নিকট নিবেদন করল, হে আল্লাহ, তোমার যা ইচ্ছে তার বিনিময়ে আমাকে এদের হাত থেকে হেফাযত কর। তখন পাহাড়টি প্রবলবেগে কেঁপে উঠল এবং সাথে সাথে আগত লোকগুলি নীচে গড়িয়ে পড়ে নিহত হ'ল। বালক পথ খোঁজ করতে করতে রাজদরবারে পৌঁছে গেল। রাজা তাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, তোমার সাথের লোকদের কী হয়েছে? সে বলল, আল্লাহ তাদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন।

এবারে রাজা তাকে কিছু লোকের হাওয়ালায় একটি জাহাযে পাঠিয়ে দিল এবং বলে দিল, যখন তোমরা গভীর সমুদ্রে পৌঁছে যাবে তখন সে তার দ্বীন ত্যাগ করলে খুবই ভাল, নতুবা সমুদ্রে ডুবিয়ে মারবে। তারা তাকে গভীর সমুদ্রে নিয়ে গেল। সে সময় বালকটি এই বলে দো'আ করল, 'হে আল্লাহ, তুমি যা দিয়ে ইচ্ছে এদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর'। ফলে তারা সবাই ডুবে মারা গেল। বালক এসে রাজার সাথে সাক্ষাৎ করল। রাজা তো অবাক। রাজা নিজের লোকদের কথা তাকে জিজ্ঞেস করলে বালক বলল, আল্লাহ আমাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

তারপর বালক রাজাকে বলল, আমার আদেশ মত কাজ না করা পর্যন্ত আপনি যতই চেষ্টা করুন আমাকে হত্যা করতে পারবেন না। রাজা বললেন, সেটা কি? বালক বলল, আপনি একটি প্রান্তরে সব লোক জমায়েত করবেন। তারপর আমাকে শূলে চড়িয়ে আমার তূণীর থেকে একটি তীর নিয়ে 'বিসমিল্লাহি রব্বিল গুলামি' (এই বালকের প্রভু আল্লাহ্‌র নামে) বলে নিজে তীর ছুঁড়লেই কেবল আমাকে হত্যা করতে পারবেন। রাজা তাই করলেন এবং ধনুকে তীর জুড়ে উক্ত বাক্য বলে ছুঁড়ে মারল। তীর গিয়ে বালকের কানপট্টিতে লাগল। বালকটি তখন তীরবিদ্ধ স্থানে হাত দিয়ে মারা গেল। এ ঘটনা দেখে সমবেত জনতা বলে উঠল, 'আমরা এই বালকের রবের প্রতি ঈমান আনলাম'।

রাজাকে তখন বলা হ'ল, আপনি যা আশঙ্কা করেছিলেন তাই তো ঘটে গেল। সব লোকই ঈমানদার হয়ে গেল। এ কথা শুনে রাজা গলির মুখ বন্ধ করে দিতে আদেশ দিলেন, যেন কোন লোক বাইরে যেতে না পারে এবং সেখানে অনেকগুলি পরিখা খননের আদেশ দিলেন। পরিখাগুলিতে আগুন উত্তপ্ত করা হ'ল। অতঃপর রাজা আদেশ দিলেন, যে ব্যক্তি বালকের দ্বীন ত্যাগ করবে তাকে তোমরা রেহাই দিবে, কিন্তু যারা তা করবে না তাদের সবাইকে আগুনে ফেলে হত্যা কর। এমতাবস্থায় ঈমানদাররা দৌড়াদৌড়ি শুরু করল এবং একে অপরকে আগুনে পড়া থেকে ঠেকাতে লাগল। এ সময় এক মহিলাকে তার দুগ্ধপোষ্য শিশু সমেত হাযির করা হ'ল। মনে হচ্ছিল যেন সে আগুনে পড়া থেকে পিছিয়ে আসতে চাচ্ছে। তখন শিশুটি বলে উঠল, 'মা তুমি ধৈর্য ধর, কেননা তুমি হক্বের উপর আছ'।

এই হ'ল পরিখাওয়ালাদের লম্বা ঘটনা। এই ঘটনাকে ঘিরে বিজয়ের যে হাক্বীক্বত সাইয়েদ কুতুব (রহঃ) বর্ণনা করেছেন তা খুবই হৃদয়গ্রাহী। এ জন্য প্রথমে এতদসম্পর্কে তাঁর কথা সংক্ষেপে তুলে ধরা হ'লঃ

পার্থিব বিচারে এখানে ঈমানের উপর তাগূত্বী শক্তি তথা স্বৈরাচারের বিজয় ফুটে উঠেছে। সৎ, নম্র, দৃঢ়চেতা ও বিজয়ী একটি ক্ষুদ্র দলের অন্তরে যে ঈমান এতটা বুলন্দ পর্যায়ে পৌঁছতে পেরেছিল, ঈমান ও কুফরের মাঝে সংঘটিত লড়াইয়ে তার কোন মূল্যই হয়নি। এ ঈমান কোন হিসাবেও আসে না। তাই পার্থিব হিসাবে এ ঘটনার শেষ পরিণতি আমাদের জন্য আফসোস ও বেদনাই বয়ে আনে। পার্থিব হিসাব মানুষের মনে এই বেদনাবিধুর পরিণতি সম্পর্কে যা-ই ভাবিয়ে তুলুক না কেন, কুরআন কিন্তু মুমিনদেরকে অন্য শিক্ষা দেয়; উন্মোচিত করে আরেক রহস্য।

নিশ্চয়ই জীবন এবং জীবনের সাথে জড়িয়ে থাকা স্বাদ-আহলাদ, দুঃখ-বেদনা, ভোগ ও বঞ্চনাই হিসাবের খাতায় বড় মূল্যবান বস্তু নয় এবং তা এমন কোন পণ্যও নয় যা দিয়ে লাভ-লোকসান নির্ণিত হয়। আর বাহ্যিক বিজয়ের মধ্যেই সকল প্রকার জয় সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা নানা প্রকার জয়ের একটি।

সকল মানুষই মরণশীল, তবে প্রত্যেকের মৃত্যুর উপলক্ষ ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু সব লোকের ভাগ্যে উল্লিখিত ঈমানদারদের ন্যায় বিজয় জোটে না। সবাই ঈমানের এতটা উচ্চ শিখরে উঠতে পারে না। এতখানি অকুতোভয় ও স্বাধীনতা প্রদর্শন সবার কপালে জোটে না এবং সাহসের এতখানি উচ্চ স্তরে বিচরণ করার সৌভাগ্যও সকলের হয় না।

আল্লাহ তা'আলাই তাঁর অপার অনুগ্রহে একদল মানুষকে বাছাই করে নেন, যারা অন্যান্য মানুষের মতই মৃত্যুবরণ করে কিন্তু তাদের মৃত্যুর উপলক্ষ হয় অনেক সম্মানজনক। বহু লোকই এই সৌভাগ্যের নাগাল পায় না। ইতিহাসের পাতায় চোখ ফেরালে আমরা দেখতে পাই এই মানুষগুলির নাম যুগ যুগ ধরে ভাস্বর হয়ে আছে।

এই মুমিনগণ দ্বীন-ঈমান ত্যাগ করে তাঁদের জীবন বাঁচাতে পারতেন। কিন্তু তাতে তারা নিজেদের কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত করতেন, আর সমগ্র মানবতা তাতে কতখানি ভূলুণ্ঠিত হ'ত তা কি পরিমাপ করা যেত? বিশ্বাসশূন্য জীবন অর্থহীন। বিশ্বাসের স্বাধীনতা বিহনে জীবন হয়ে পড়ে বিস্বাদ। যালিম শাসকগোষ্ঠী দেহের উপর অত্যাচার চালিয়ে আত্মার উপরও শাসনদণ্ড স্থাপন করতে পারলে মানবতার ক্ষতির আর কিইবা বাকী থাকে।

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

'পরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাসই তো ওদের দৃষ্টিতে তাদের একমাত্র অপরাধ' *(বুরূজ ৮)*।

এ এক জ্বলন্ত সত্য। আল্লাহ্‌র পথে আহ্বানকারী সকল দেশের সকল প্রজন্মের মুমিনদের এই সত্য গভীরভাবে ভাবতে হবে। মূলতঃ মুমিন ও তাদের বিরুদ্ধ পক্ষের সংঘর্ষ

উক্ত বিশ্বাসকে ঘিরেই, অন্য কিছুকে কেন্দ্র করে নয়। মুসলমানদের বিরুদ্ধ শক্তি তাওহীদে বিশ্বাসকেই তাদের একমাত্র অপরাধ গণ্য করে। এই তাওহীদী আক্বীদাই তাদের ক্ষোভের অন্যতম কারণ।

সাইয়িদ কুতুবের এই সমীক্ষা উল্লেখের পর কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হ'লঃ

(১) সাধু ও অন্ধের দৃঢ়তাঃ

অন্ধ লোকটি তার ঈমানকে বিজয়ী করার মুকাবেলায় জীবনের সকল স্বাদ-আহলাদ বিসর্জন দিয়েছিলেন। সাধু লোকটিও আক্বীদা ও কুফরের সংঘর্ষে জয়ী হয়েছিলেন। তিনি জীবনকে খুইয়ে বিনিময়ে ঈমান হেফাযত করেছেন।

অন্ধ লোকটির জীবনে ঐ সামান্য সময়ে দু'বার বিজয় দেখা দিয়েছিল। (এক) রাজার নিকট তার যে পদমর্যাদা ছিল তা পরিত্যাগ করার সময়। এই পদমর্যাদা এক সময় তাকে অনেক প্রতিপত্তি ও মর্যাদার অধিকারী করেছিল। (দুই) বিশ্বাস রক্ষার্থে যখন সে জীবন বিসর্জন দিয়েছিল।

সাধু ও অন্ধ দু'জনেই আমাদের সামনে প্রকৃত বিজয়ের এক মহতী অর্থ স্থায়ীভাবে রেখে গেছেন। তারা এমনটা করেছেন কেবল দ্বীনের স্বার্থে। শাসকগোষ্ঠী যদি সত্যবাদী হ'ত তাহ'লে অবশ্যই জানতে পারত যে, দ্বীনের বিজয় মানে তাদের ঠিক সে কাজই করতে হবে যা সাধু ও অন্ধ লোকটি করেছে।

(২) বালকের বিস্ময়কর ভূমিকাঃ

বালকটি কেন রাজাকে তার হত্যার পন্থা বাতলে দিল? আর কেনইবা রাজার হাত থেকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে বারবার রক্ষা পাওয়ার পরও সে তার প্রতিপালকের বাণী মানুষের মাঝে প্রচার এবং সত্য ধর্মের পথ নির্দেশ করতে জীবন রক্ষাকে অগ্রাধিকার দিল না?

এ এক বিরাট প্রশ্ন, যা মানুষের মনে খুব করে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিশেষ করে যারা বিজয়ের হাকীকত বুঝেনি তাদের মনে। আসলে বালকটি আল্লাহ্‌র রহমতে বুঝতে পেরেছিল যে, 'সময়ের এক কথা এমন কিছু করতে পারে যা অসময়ে কথিত হাজার কথা দিয়ে যুগ যুগ ধরেও করা সম্ভব নয়'।

(৩) জীবন নানা ঘাটের সমষ্টিঃ

জীবনে নানা ঘাট ও বাঁক ফিরে ফিরে আসে। এখানে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী তা ফায়ছালা হয়ে যায়। কখনও এমন সুযোগ এসে যায় যাকে হাতছাড়া কিংবা নষ্ট করে সাফাই গাওয়া ঠিক হয় না। প্রবাদ আছে- 'যখন তোমার সুবাস ছড়িয়ে পড়ে তখন তাকে সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে গ্রহণ কর'। এই বালকের সুবাসও ছড়িয়ে পড়েছিল। সে সুবাস তার প্রতিপালকের বাণী প্রচার ব্যতীত আর কিছু নয়। জীবনের এই বাঁকে এসে তার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। সে যদি পার্থিব স্বার্থে আল্লাহ্‌র রাহে জীবন দিতে কুণ্ঠিত হ'ত তাহ'লে কি তার জীবনের এত মূল্য হ'ত?

(৪) বোধশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও আক্বীদার বিজয়ঃ

বোধশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও বিশ্বাস যখন ব্যক্তির মনে একটি প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি ও সত্য জীবন হিসাবে পরিবর্তিত হয়, তখন এগুলির বিজয় অর্জিত হয়। জীবনের কোন পাদটীকা বা এলোমেলো আচরণ ও চিন্তা থেকে এরূপ শক্তি জন্মে না। বালকটির ক্ষেত্রে দেখা যায় সে প্রায় ক্ষেত্রে একাধিকবার উক্ত শক্তিতে বলীয়ান হয়েছে।

❒ সে তার বোধ ও বিচার শক্তির বদৌলতে খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ে ও নিরাপদ উপায়ে তার দ্বীন ও আক্বীদাকে সাহায্য করতে সক্ষম হয়েছিল এবং তার জাতি ও সমাজকে কুফরির অন্ধকার থেকে ইসলামের আলোয় নিয়ে আসতে পেরেছিল।

❒ সে তার আত্মিক ক্ষমতাবলে জীবনের সকল চড়াই-উতরাই পেরিয়ে, কামনা-বাসনা, ভোগ-বিলাস ও যাবতীয় পার্থিব সম্পদের লালসার ঊর্ধ্বে উঠে উপযুক্ত সময়ে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিল।

❒ সে ঐ মূর্খ রাজার উপর জয়যুক্ত হয়েছিল, আল্লাহ তা'আলা যার বিবেক-বুদ্ধিকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে স্বহস্তে সে নিজের রাজ্য ধ্বংস করে দিয়েছিল। বস্তুত চোখ অন্ধ হয়ে যায় না; বরং অন্ধ হয় অন্তর, যা বক্ষের মাঝে বাস করে।

❒ লোকে অবাক মনে ভাবে- বালকটি কেন রাজাকে তার হত্যার উপায় বাতলে দিল। কিন্তু তারা ভাবে না যে, এর ফলে রাজা নিজ হাতে নিজের পায়ে কুড়াল মেরেছে। সুতরাং অবাক মানতে হ'লে কোনটি সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত? বালকটি কী ঘটতে যাচ্ছে তার রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞাত থেকেও সাহস দেখিয়েছিল। কিন্তু রাজাকে রাজ্যের নেশা ও ক্ষমতার মত্ততা অন্ধ করে দিয়েছিল। ফলে সে ঐ সিদ্ধান্তকারী সংঘর্ষে বালকের পাতা ফাঁদে পা দিয়েছিল। তাতে মারা গিয়েছিল একজন কিন্তু বেঁচে গিয়েছিল পুরো একটি জাতি।

❒ বালকটি মনে মনে যে ধ্যান ও কামনা করত এবং যে জন্য সে জীবন উৎসর্গ করেছিল তা বাস্তবায়িত হওয়ার মাধ্যমে সে জয়যুক্ত হয়েছিল। তার এই মহান আত্মত্যাগের ফলে লোকেরা ঈমান এনেছিল। তারা বলেছিলঃ

آمَنَّا بِاللهِ رَبِّ الْغُلَامِ-

'আমরা এই বালকের রব আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনলাম' নিশ্চয়ই কাজের সূক্ষ্ম নকশা প্রণয়ন, পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং পরিকল্পনার ত্রুটিহীনতা সুস্পষ্ট সফলতা ও প্রকাশ্য বিজয় বলেই গণ্য হয়।

❒ আল্লাহ্‌র পথে শাহাদাত লাভের মাধ্যমেও বালক বিজয় লাভ করেছিল। মানুষ তো সবাই মরণশীল, কিন্তু শাহাদাতের সৌভাগ্য জোটে কম লোকেরই।

❒ পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বালকের নাম স্থায়ীভাবে খুদাই করে দিয়েছেন। তার কথা মুমিনদের মুখে

মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা

মুখে ফেরে। পরবর্তী প্রজন্ম হামেশাই তার সুখ্যাতি করছে। এটাও বালকের মহান বিজয়।

একের পর এক এতসব বিজয়ের মুকুট যে সবই বিজয়

ঘটনার চূড়ান্ত রূপ ধরা পড়েছে বালকের মৃত্যুর পরক্ষণে তার প্রভুর উপর জনগণের ঈমান আনয়নে। তারা এক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছিল এবং ত্বাগূতকে অস্বীকার করেছিল। আর তখনই রাজার পাগলামি স্ব-রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সে হয়ে পড়েছিল দিশেহারা। ফলে সে তার দোর্দণ্ডপ্রতাপ বজায় রাখতে এবং মানুষকে তার দাসানুদাসে পরিণত করতে ভয়ভীতি প্রদর্শনের সকল পন্থাই অবলম্বন করেছিল। কিন্তু কোনটাতেই কিছু না হওয়ায় সে অনেকগুলি পরিখা খনন করে তাতে আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছিল এবং নিজের জল্লাদ বাহিনীকে মুমিনদের ধরে ধরে আগুনে নিক্ষেপ করতে আদেশ দিয়েছিল। কাউকে কিছু বুঝে উঠার সুযোগ না দিয়েই হঠাৎ করে আগুনের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। বর্ণনায় এমন কিছু পাওয়া যায় না যে, এতসব ভীতিকর ব্যবস্থা সত্ত্বেও একজন মানুষ দ্বীন থেকে ফিরে গিয়েছিল কিংবা কাপুরুষতা দেখিয়েছিল। বরং তাঁদের মাঝে সাহসিকতা ও বাহাদুরীর বহিঃপ্রকাশই আমরা দেখতে পাই। তাঁরা জড়াজড়ি করে আগুনের পানে এগিয়ে গেছে। বালকটি যেন তাদের মাঝে বীরত্ব ও দৃঢ়তার বীজ বপন করে গিয়েছিল। তাই তারা সেই দুরন্ত পথিকের সাথে মিলিত হ'তে এক পায়ে খাড়া হয়েছিল। যেন তারা দ্বীন রক্ষার্থে তাদের জীবন উৎসর্গ করতে খুব মজা পাচ্ছিল। আসলেই তো এ নশ্বর দেহ বিনাশী কিন্তু আত্মা অবিনাশী অমর। আল্লাহ বলেন,

وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ-

'যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হয় তাদের তোমরা মোটেও মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত, তাদের প্রভুর নিকট থেকে তারা জীবিকা প্রাপ্ত হয়' *(আলে ইমরান ১৬৯)*।

কবি বলেন,

مَنْ لَمْ يَمُتْ بِالسَّيْفِ مَاتَ بِغَيْرِهِ × تَنَوَّعَتِ الْأَسْبَابُ وَالْمَوْتُ وَاحِدٌ-

'তলোয়ারে মৃত্যু না হ'লে তব ভিন্ন পথে মরণ হবেই হবে,
কারণ যতই বিভিন্ন হোক মৃত্যু তোমার একই রবে'।

এই ঘটনার বর্ণনায় একটি অনন্য অবস্থার উল্লেখ রয়েছে। এক দুগ্ধবতী মা তার দুগ্ধপোষ্য শিশুর জন্য আগুনে ঝাঁপ দিতে ইতস্তত করছিল। কিন্তু সে জানত না যে, দুধ পান করা নয় সাথে সাথে সে শিশুটিকে ঈমান, বীরত্ব ও সাহসিকতাও পান করিয়ে চলেছিল। ফলে ঐ শিশুই তাকে এগিয়ে যেতে অনুরোধ করল। তাই সে দৃপ্তপায়ে আগুনের পানে এগিয়ে গেল।

এ কোন্ সে উম্মাত, আর কোন্ সে জাতি? এরা তো তারাই, যারা দীর্ঘকাল ধরে কুফর ও শিরকের অন্ধকারে কাটিয়েছে। বছরের পর বছর ঐ রাজা তাদেরকে ক্রীতদাস বানিয়ে রেখেছিল। কিন্তু স্বল্প সময়ের মধ্যে যেই তারা ঈমানের পরিচয় পেল অমনি সঠিক কর্মনীতি কোনটা তা বুঝে ফেলল। যেন তারা ঈমানের পথে ঐ সাধুর মত সারাটি জীবনই কাটিয়েছে। অথবা ঈমানের প্রশিক্ষণ পেয়েছে যেমন করে ঐ বালক প্রশিক্ষণ পেয়েছিল।

এরই নাম ঈমান। এই ঈমান যখন হৃদয়ের সাথে মিশে যায় এবং আত্মাকে আলিঙ্গন করে তখন সে অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করে।

❒ আমরা সাধু, অন্ধ ও বালকের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিজয় প্রত্যক্ষ করেছি, কিন্তু মুমিনদের এই ঘটনায় সমষ্টিগত বিজয় লক্ষ্য করা যায়। ইতিহাসে এ ঘটনার নযীর খুব কমই মেলে।

এরই নাম আক্বীদার নিষ্কলুষতা, কর্মনীতির দ্ব্যর্থহীনতা, পদ্ধতির খুঁত হীনতা এবং বিজয়ের তাৎপর্যের যথোপযুক্ত উপলব্ধি। এই কাহিনী শেষ করার আগে আমাদের মনে কতকগুলি প্রশ্ন জাগে-

❒ উক্ত রাজা তার চেলাচামুণ্ডা ও সৈন্য-সামন্তের পরিণতি কী দাঁড়িয়েছিল? মুমিনদের হত্যাকারীদের থেকে কি আল্লাহ কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি? তাদের রক্ত কি বৃথা গিয়েছিল?

আমরা অবশ্য এই যালিমদের পরিণতি সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছে আর কোন তথ্য পাই না। তবে মুমিনদের কষ্ট দানের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে।

إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوْا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ.

'নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদেরকে নির্যাতন করেছে অতঃপর তওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি এবং জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি' *(বুরূজ ১০)*।

হাসান বছরী (রঃ) বলেন, 'দেখ, কী করুণা ও বদান্যতা! তারা তাঁর প্রিয়জনদেরকে হত্যা করেছে অথচ তিনি তাদের তওবা ও ক্ষমার দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন' *(তাফসীর ইবনে কাছীর ৪/৪৯৬)*।

ঘটনার চূড়ান্ত পর্যায় বিজয়ের একটি বিশেষ অর্থ ফুটিয়ে তুলেছে। এখানে বিজয়ী কে? যে নিজের বিশ্বাস ও প্রভুর দ্বীনকে সাহায্য করতে গিয়ে কয়েক মিনিট আগুনে পুড়ল, তারপর জান্নাতুন নাঈমে প্রবেশ করল সেই, না যে দুনিয়ার কটা দিন আরাম আয়েশে কাটিয়ে তওবা না করে মারা গেল এবং জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করল সেই?

এখানে কি আগুনে পোড়া প্রথম দল ও দ্বিতীয় দলের মধ্যে কোন তুলনা চলে? তুলনা চলে আখেরাতের আগুনে পোড়ার সাথে দুনিয়ার আগুনে পোড়ার? দুয়ের মধ্যে কত তফাৎ, কী বিশাল পার্থক্য।

যেসব মুমিন দুনিয়ার আগুনে জ্বলল তাদের জন্য মঞ্জুর করা হ'ল জান্নাত, যার পাদদেশ দিয়ে স্রোতস্বীনি বয়ে চলেছে। তাদের এই অবিসংবাদিত ফল লাভ ঘোষণা করছে 'উহা এক বিরাট সাফল্য' *(বুরূজ ১১)*।

[চলবে]

ইসলাম ও মুসলমানদের চিরন্তন শত্রু চরমপন্থীদের থেকে সাবধান!

মুযাফ্ফর বিন মুহসিন

(২য় কিস্তি)

চরমপন্থীদের বিকাশ সাধনঃ

চরমপন্থীদের মাধ্যমে ওছমান (রাঃ)-এর ন্যায় পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বর্বরোচিত জঘন্য হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'লেও তারা আড়ালেই থেকে যায়। অতঃপর আলী (রাঃ)-এর খেলাফতকালের কিছুদিন অতিবাহিত হ'লে তাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আব্দুল্লাহ বিন সাবার ইহুদী জোট মুসলমানদের অভ্যন্তরে থেকে তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে। তারই ফলশ্রুতিতে ৩৬ হিজরীতে আলী ও আয়েশা (রাঃ)-এর মাঝে উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।[১৮] অনুরূপ সেই সাবাঈ ইহুদী জোটের যোগসাজশেই আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মাঝে ৩৭ হিজরীর ছফর মাসের ১ম তারিখে বুধবার ছিফফিনের যুদ্ধের সূচনা হয়। এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করেই তুলনামূলক সংখ্যাধিক্যের অহংকারে তারা প্রকাশ লাভ করে। উক্ত যুদ্ধ কিছুদিন চলার পর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর পক্ষ পরাজিত হওয়ার আশংকায় তরবারির মাথায় পবিত্র কুরআন উঁচু করে যুদ্ধ বিরতির আহ্বান জানায়।[১৯]

যুদ্ধ বিরতির আহ্বানে আলী (রাঃ) সাড়া দিলে এবং মীমাংসার জন্য আলী (রাঃ)-এর পক্ষে আবু মূসা আশ'আরী এবং মু'আবিয়া (রাঃ)-এর পক্ষে আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ)-কে শালিশ মানার সম্মতি প্রকাশ করলে আলী (রাঃ)-এর দল থেকে ১২ বা ১৬ হাযার সৈন্য বের হয়ে হারুরাহ নামক স্থানে চলে যায়। ইসলামের ইতিহাসে তারাই 'খারেজী' বা দলত্যাগী বলে পরিচিত। আর উগ্র ও ঔদ্ধত্যপরায়ণ হওয়ার কারণে তাদেরকে চরমপন্থী বলা হয়। মূলতঃ এ আক্বীদার কারণেই তারা বহির্ভূত হয়েছে। তারা ৯টি প্রধান দল সহ অনেক উপদলে বিভক্ত।[২০] চরমপন্থীরা ওছমান (রাঃ)-এর উপর যেমন অজ্ঞতাবশতঃ কতিপয় মিথ্যা অভিযোগ দিয়েছিল, তেমনি আলী (রাঃ)-এর উপরও অনুরূপ নির্বোধের ন্যায় কিছু বিভ্রান্তিকর অভিযোগ আরোপ করেছিল। যেমন-

(ক) আল্লাহ্র ঘোষণা إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ 'আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান নেই' *(ইউসুফ ৪০, ৬৭; আন'আম ৫৭)*। তাদের সাধারণ বুলি ছিল لاحكم إلا لله। সুতরাং কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য কোন ব্যক্তিকে শালিশ মান্য করা কুরআনের বিরুদ্ধাচরণের নামান্তর।

(খ) সন্ধির সময় আলী (রাঃ)-এর নামের পূর্বে 'আমীরুল মুমিনীন' লেখা হ'লে অপরপক্ষের প্রতিবাদে মুছে ফেলা।[২১]

(গ) 'আমি যদি খলীফার যোগ্য হই, তবে তারা আমাকে খলীফা নির্বাচিত করবে'। আলী (রাঃ) উক্ত বক্তব্য দেওয়ায় তারা মনে করেছিল, আলী (রাঃ) তাঁর খেলাফতের প্রতি সন্দেহ পোষণ করেছে।[২২]

উক্ত অভিযোগগুলি সীমাহীন অজ্ঞতাপূর্ণ। কারণ স্বাভাবিক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলেই প্রতীয়মান হয় যে, এগুলি মূলতঃ কোন অভিযোগই নয়। কুরআনের সঠিক মর্মার্থ ও শরী'আত সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের স্বল্পতার কারণেই উপরোক্ত অভিযোগগুলি এসেছে। প্রথমতঃ আলী (রাঃ) তাদেরকে বুঝিয়ে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন এবং মন্তব্য করেন, كلمة حق أريد بها باطل 'কথাটি তারা ঠিক বলেছে কিন্তু বাতিল অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে'।[২৩] তবুও তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হন। বরং তারা তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে বলেছিল, فَعَلْنَا بِكَ مِثْلَ مَا فَعَلْنَا بِعُثْمَانَ 'আমরা ওছমানের সঙ্গে যা করেছিলাম তোমার সঙ্গেও তাই করব'।[২৪] তাদের অন্যতম নেতা হুরকুছ বিন খুহাইর বলেছিল, হে আলী! والله لانريد بقتالك الا وجه الله والدار الأخرة 'আল্লাহ্র শপথ! তোমার সাথে যুদ্ধ করায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও আখেরাতের কল্যাণ ছাড়া আমাদের কোনই উদ্দেশ্য নেই'। অতঃপর তিনি দূরদর্শী ছাহাবী সর্বশ্রেষ্ঠ মুফাসসির আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে তাদের নিকটে পাঠান। তিনি বিভিন্ন প্রমাণাদি উল্লেখ করে বুঝাতে সক্ষম হ'লে প্রায় চার হাযার লোক ফিরে আসে। অন্যরা পূর্বের সিদ্ধান্তেই অটল থাকে।[২৫] তারা আলী, মু'আবিয়া, আবু মূসা আশ'আরী, আমর ইবনুল 'আছ, ইবনু আব্বাস সহ উভয় পক্ষের সকল মুসলমানকে উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে কাফের ও

---

১৮. *ইতমামুল ওয়াফা, পৃঃ ১৭৯-৮১; মুখতাছার সীরাতির রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৬৩৪।*

১৯. *আত-তারীখুল ইসলামী, পৃঃ ২৭৪-২৭৭; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৭/২৭২ ও ২৮৪-৮৫।*

২০. *আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল ১/১১৫ পৃঃ; আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ৭/২৮৯-২৯৩ পৃঃ।*

২১. *ইতমামুল ওয়াফা ফী সীরাতিল খুলাফা, পৃঃ ১৮৭-৮৮; আল-বিদায়াহ ৯/২৯১।*

২২. *ডঃ গালিব বিন আলী আওয়াজী, ফিরাকুন মু'আছিরাহ (জেদ্দাহঃ আল-মাকতাবাতুল আছরিয়াহ আয-যাহারিয়াহ, ২০০১ খৃঃ/১৪২২ হিঃ), ১/২৩৫ পৃঃ।*

২৩. *ছহীহ মুসলিম হা/২৪৬৫ 'যাকাত' অধ্যায়।*

২৪. *আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল ১/১১৪ পৃঃ।*

২৫. *ইমাম আব্দুল ক্বাহের ইবনু ত্বাহের আল-বাগদাদী (মৃত ৪২৯ হিঃ), আল-ফারকু বায়নাল ফিরাক্ব (বৈরুতঃ দারুল ইফক্ব আল-জাদীদাহ, ৫ম প্রকাশঃ ১৯৮২ খৃঃ/১৪০২ হিঃ), পৃঃ ৫৭-৬০; আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ৭/২৯১-৯২ পৃঃ; এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ 'মুসলিম উম্মাহ্র ভাঙ্গন চিত্র' নিবন্ধ, জুলাই ২০০০ পৃঃ ১২)।*

হত্যাযোগ্য অপরাধী বলে ফৎওয়া দেয় এবং তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। তাদের প্রধান নেতা ছিল আব্দুল্লাহ ইবনুল কুউওয়া।

তারা এই মর্মে দলীল পেশ করল যে, আল্লাহ বলেন, مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ 'যারা আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করে না তারা কাফের' *(মায়েদা ৪৪)*।[২৬] ফলে তাদের মধ্যে বিভিন্ন নাশকতা বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এমনকি জলীলুল ক্বদর ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন খাব্বাব (রাঃ) তাদের এই ফিৎনা সংক্রান্ত রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পেশ করলে তারা তাঁর গলায় ছুরি চালিয়ে তাকে হত্যা করে। শুধু তাই নয়, তাঁর গর্ভবতী সহধর্মিণীকেও নির্মমভাবে যবেহ করে হত্যা করা হয় এবং পেট বিদীর্ণ করে সন্তানকে বাইরে নিক্ষেপ করা হয়! তাঁর অসহায় স্ত্রী 'আমি গর্ভবতী মহিলা, তোমরা কি আল্লাহ্‌কে ভয় কর না' বলে গগনবিদারী আর্তনাদ করে করজোড়ে আবেদন করলেও ঘাতকরা তাকে ছাড়েনি। এই জিঘাংসা ঘটনায় মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।[২৭]

তাদের এই ঔদ্ধত্য চরম সীমায় পৌঁছলে আলী (রাঃ) তাদেরকে হত্যা করার প্রস্তুতি নেন। তবে আবারো তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ)-কে বলে পাঠান, যে আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে সে নিরাপদ, যে মদীনা এবং কূফায় ফিরে যাবে সেও নিরাপদ। এ আহ্বানে কিছু সংখ্যক ফিরে আসলেও অনেকে থেকে যায় এবং আব্দুল্লাহ বিন খাব্বাব (রাঃ)-কে হত্যার প্রতিবাদ করলে তারা বলে, كُلُّنَا قَتَلَ إِخْوَانَكُمْ وَنَحْنُ مُسْتَحِلُّوْنَ دِمَائَهُمْ وَدِمَائَكُمْ 'আমরা প্রত্যেকেই তোমাদের ভাইদেরকে হত্যা করেছি। আমরা তাদের রক্ত এবং তোমাদের রক্তও হালাল মনে করি'।[২৮] অবশেষে আলী (রাঃ) তাদেরকে নাহরাওয়ান নামক স্থানে হত্যা করেন। তিনি তাদেরকে সমূলে উৎখাত করতে চাইলেও নেতৃত্ব পর্যায়ের ৯ জন সহ কিছু সংখ্যক লোক বেঁচে যায়। তারা দু'জন দু'জন করে পৃথক হয়ে বিভিন্ন স্থানে চলে যায়।

আল্লামা শহরস্তানী (৪৭৯-৫৪৮ হিঃ) বলেন, ظَهَرَتْ بِدَعُ الْخَوَارِجِ فِى هَذِهِ الْمَوَاضِعِ مِنْهُمْ وَبَقِيَتْ إِلَى الْيَوْمِ 'এ সমস্ত স্থান হ'তে খারেজীদের বিদ'আতী (আক্বীদা) বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং আজকের দিন পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে'।[২৯]

যারা সেদিন বেঁচে গিয়েছিল তারা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পরবর্তীতে গোপনভাবে ষড়যন্ত্র শুরু করে এবং মহান তিন ছাহাবীকে হত্যা করার পাকাপোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আব্দুর রহমান বিন মুলজাম আলী (রাঃ)-কে, বারাক বিন আব্দুল্লাহ মু'আবিয়া (রাঃ)-কে এবং আমর ইবনু বাকর আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ)-কে একই দিনে হত্যা করার জন্য স্ব স্ব অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বেরিয়ে পড়ে। আব্দুর রহমান বিন মুলজাম তার আরো দু'জন সহযোগী ওরদান ও শাবীবকে সঙ্গে নিয়ে ৪০ হিজরীর ১৭ রামাযান জুম'আর রাতে কূফায় আগমন করে এবং ফজরের সময় আলী (রাঃ)-কে হত্যা করার জন্য তার বাড়ীর দরজায় অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকে। তিনি ফজরের ছালাত আদায়ের লক্ষ্যে ছালাত ছালাত বলে মানুষকে আহ্বান করতে করতে যখন মসজিদের পানে ধাবমান, তখনই আড়ালে থাকা ধূর্ত হায়েনারা মহান খলীফা আল্লাহ্‌র সিংহ আলী (রাঃ)-কে মাথায় অস্ত্রাঘাত করে। তাঁর দাড়ি রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায় এবং তৎক্ষণাত তিনি মাটিয়ে লুটিয়ে পড়েন।[৩০]

ঐ দিন একই সময়ে মু'আবিয়া (রাঃ)-কে আঘাত করলেও তিনি অল্পতেই বেঁচে যান। আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) ভীষণ অসুস্থ থাকার কারণে তিনি সেদিন মসজিদে আসতে পারেননি বলে বেঁচে যান। তবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত ইমাম খারেজাহ ইবনু আবী হাবীবাহকে ঐ ঘাতক আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) ভেবে হত্যা করে।[৩১]

হত্যা করার সময় ঐ নরপশু আলী (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেছিল, لاحكم إلا لله ليس لك يا على ولا لأصحابك 'আল্লাহ ছাড়া কেউই বিধান দাতা নেই। হে আলী তুমিও নও, তোমার কোন সহচরও নয়'। সে পালাতে না পেরে আটকা পড়ে গেলে হত্যা করার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলেছিল, شحذته أربعين صباحًا وسألت الله أن يقتل به شر خلقه 'আমি চল্লিশ দিন যাবৎ অস্ত্রকে তীক্ষ্ণ করেছি এবং আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেছি যে, তিনি যেন এই অস্ত্র দ্বারা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিকে হত্যা করান' (নাঊযুবিল্লাহ)। সে এর চেয়ে আরো জঘন্য উগ্রতা প্রকাশ করেছিল। আলী (রাঃ) তখন বলেছিলেন, আমি মারা গেলে তোমরা তাকে হত্যা করবে। অন্যথায় আমি বেঁচে থাকলে আমিই যা করার করব। অতঃপর তিনদিন অতিবাহিত হ'লে ৪০ হিজরীর ২১ রামাযান ৬৩ বা ৬৪ বছর বয়সে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।[৩২] মুলজাম আলী (রাঃ)-কে হত্যা করায় খারেজীদের জনৈক কবি ইমরান ইবনু হিত্বান উল্লাসে গেয়ে উঠেছিল,

يا ضربةً من منيبٍ ما أرادَ بها + إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا

إنى لأذكره يومًا فأحسبه + أوفى البريةِ عند الله ميزانا

২৬. *পরবর্তী আয়াতে একই ব্যাপারে 'তারা যালেম, তারা ফাসেক' বলা হয়েছে (মায়েদাহ ৪৫, ৪৭)। অথচ সেদিকে বিবেচনা না করেই কাফের বলে আখ্যায়িত করে। এগুলিই সীমাহীন অজ্ঞতা।*

২৭. *আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ৭/২৯৮ পৃঃ।*

২৮. *আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ৭/২৯৯-৩০০ পৃঃ।*

২৯. *আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল, ১/১১৭ পৃঃ।*

৩০. *হাফেয ইবনে হাজার আল-আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব (বৈরুতঃ দারুল মা'রেফাহ, ১৯৯৪ খৃঃ/১৪১৫ হিঃ), ৭/২৮৭ পৃঃ; আল-মিলাল ১/১২০-২১ পৃঃ টীকা দ্রঃ।*

৩১. *ইতমামুল ওয়াফা, পৃঃ ১৯৯; আল-মিলাল ১/১২১ পৃষ্ঠার টীকা।*

৩২. *মা'রেফাতুছ ছাহাবাহ, ১/২৮৯-৯২ পৃঃ; আল-বিদায়াহ, ৭/৩৩৯ ও ৩৪১-৪৩ পৃঃ।*

'হে নিয়োগকৃত সফল হত্যাকারী! এর দ্বারা মহান আরশের অধিপতির শানে সন্তুষ্টি পৌছানো ছাড়া কোনই উদ্দেশ্য নেই। নিশ্চয়ই আমি এই বাসনায় আজকের দিনকে স্মরণ করব যে, তা আল্লাহ্র নিকটে নেকীর পাল্লায় হবে সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ প্রতিদান'।৩৩

চরমপন্থীদের বিভ্রান্তিকর আক্বীদাহঃ

'আক্বীদাহ' মুসলিম জীবনের মৌল ভিত্তি। ইসলামের বিধি-বিধান সংক্রান্ত বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসই সফলতা-বিফলতার মূল চাবিকাঠি। আক্বীদা বিশুদ্ধ হ'লে মুমিন জীবনের কথা, কর্ম সবকিছুই আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হবে এবং চূড়ান্ত প্রতিদানে আখেরাতে ধন্য হবে। পক্ষান্তরে আক্বীদায় কোনরূপ ত্রুটি থাকলে আল্লাহ্র শানে কোন কিছুই গৃহীত হবে না, ফলে পারলৌকিক জীবনে চরমভাবে বিপর্যস্ত হ'তে হবে। তাছাড়া এজন্য পার্থিব কালক্ষেপনেও নেমে আসে নানা রকম বিভ্রান্তি ও বিপর্যয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِى الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

'যে বিশ্বাসের সাথে কুফরী করবে তার আমল ধ্বংস হয়ে যাবে। সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(মায়েদাহ ৫)*। শায়খ আব্দুল আযীয ইবনু আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) এ বিষয়ে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলেন,

مَعْلُوْمٌ بِالْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَنَّ الْأَعْمَالَ وَالْأَقْوَالَ إِنَّمَا تَصِحُّ وَتُقْبَلُ إِذَا صَدَرَتْ عَنْ عَقِيْدَةٍ صَحِيْحَةٍ فَإِنْ كَانَتِ الْعَقِيْدَةُ غَيْرَ صَحِيْحَةٍ بَطَلَ مَا يَتَفَرَّعُ عَنْهَا-

'শারঈ বিধি-বিধান তথা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, যাবতীয় আমল ও কথা সমূহ তখনই কেবল বিশুদ্ধ এবং গৃহীত হয়, যখন তা বিশুদ্ধ আক্বীদার মাধ্যমে উৎসারিত হয়। আর যদি আক্বীদাহ বিশুদ্ধ না হয় তবে আমল, কথা সবকিছুই বাতিল বলে গণ্য হয়'।৩৪ আক্বীদাহ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অথচ এ ব্যাপারে অধিকাংশই উদাসীন। মুসলমানদের বিভক্তি, বিভ্রান্তি ও বিপর্যয়ের অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল এই আক্বীদাহ। এজন্য বলা হয়, বিশুদ্ধ আক্বীদাহ ইসলাম ধর্মের মূল এবং মুসলিম মিল্লাতের সুদৃঢ় ভিত্তি (العقيدة الصحيحة هى أصل دين الإسلام وأساس الملة)। নিষ্কলুষ আক্বীদার মানদণ্ডে অসংখ্য ফের্কার মধ্যে আহলেহাদীছগণের আক্বীদাই নির্ভেজাল ও সর্বাধিক বিশুদ্ধ। নিম্নে বিশুদ্ধ আক্বীদার সাথে চরমপন্থী খারেজী আক্বীদার তুলনামূলক আলোচনা পেশ করা হ'ল-

(১) খারেজীদের আক্বীদাহ হ'ল, হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়ন তিনটিই ঈমানের মূল ও অবিচ্ছিন্ন অংশ। এজন্য তারা কাবীরা গোনাহগার ব্যক্তিকে ঈমানহীন কাফের মনে করে।৩৫ পক্ষান্তরে আহলেহাদীছগণের আক্বীদাহ হ'ল, হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি মূল আর আমল তার শাখা। এজন্য তাঁদের মতে কেউ কাবীরা গোনাহ্ করলে ঈমান হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু কাফের হয়ে যায় না।৩৬

(২) চরমপন্থীদের মতে ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি নেই।৩৭ পক্ষান্তরে আহলেহাদীছগণের আক্বীদাহ হ'ল, সৎ আমলের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং পাপকার্যে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।৩৮

(৩) তাদের মতে কাবীরা গোনাহগার ব্যক্তি কাফির হওয়ায় হত্যাযোগ্য অপরাধী এবং তওবা না করে মারা গেলে চিরস্থায়ী জাহান্নামী।৩৯ পক্ষান্তরে আহলেহাদীছগণের মতে এমন ব্যক্তির ঈমান হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এমনকি গোনাহের ধারা অব্যাহত থাকায় ঈমান শূন্য হ'লেও মুসলমান থেকে খারিজ নয়। এজন্য সে কাফেরও নয়, হত্যাযোগ্য অপরাধীও নয়। তওবা না করে মারা গেলেও চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগের পর কালেমা ত্বাইয়েবার বদৌলতে এক সময় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাকে যেমন পূর্ণ মুমিন বলা যাবে না, তেমনি কাফেরও বলা যাবে না। তবে ফাসিক, গোনাহগার বলা যাবে।৪০

(৪) তাদের মতে ওছমান ও আলী (রাঃ) সহ তাঁদের হাতে বায়'আতকারী সকল ছাহাবী কাফের। ছিফফিনের যুদ্ধে আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ) উভয়য়ের পক্ষে যারা ছিলেন,

---

৩৩. বুখারী, আল-বিদায়াহ ৭/৩৪১ পৃঃ।

৩৪. শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, আল-আক্বীদাতুছ ছহীহাহ (রিয়াযঃ দারুল ক্বাসেম, ১৪১৫ হিঃ), পৃঃ ৩, ভূমিকা দ্রঃ।

৩৫. ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব ইবনু মানদাহ (৩১০-৩৯৫ হিঃ), কিতাবুল ঈমান, তাহক্বীক্বঃ ডঃ আলী বিন মুহাম্মাদ আল-ফাক্বীহী (মদীনাঃ মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮১ খৃঃ/১৪০১ হিঃ), ১/৩৩১ পৃঃ; ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী, আল-ফিছাল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান-নিহাল ২/২৫০ পৃঃ।

৩৬. ইবনু মানদাহ, কিতাবুল ঈমান, ১/৩৩১ ও ৩৩৯-এর টীকা।

৩৭. আল্লামা নবাব ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী, কাৎফুছ ছামার (রিয়াযঃ ওয়াযারাতুশ শুয়ূনিল ইসলামিয়া, ১৪২১ হিঃ), পৃঃ ৬৭ টীকা দ্রঃ।

৩৮. আল-ফিছাল ফিল মিলাল ২/২৫০-৫৩; কাৎফুছ ছামার, পৃঃ ৬৬-৬৭ টীকা দ্রঃ; সূরা আনফাল ২-৪; বাক্বারাহ ১০, তওবা ১২৪; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫ 'ঈমান' অধ্যায় প্রভৃতি।

৩৯. ফিরাক্বুল মু'আছিরাহ, ১/২৭৩ পৃঃ; আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, ১/১১৪ পৃঃ।

৪০. আবু ইসমাঈল আব্দুর রহমান আছ-ছাবূনী, আক্বীদাতুস সালাফ (কুয়েতঃ দারুস সালাফিয়াহ, ১৯৮৪ খৃঃ/ ১৪০৪ হিঃ), পৃঃ ৭১, ৮২-৮৩; ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউ ফাতাওয়া ১/১০৮ পৃঃ, ৭/৬৭৩ পৃঃ; আল-ফিছাল ২/২৫২ পৃঃ।

যারা তাদের সন্ধিতে সন্তুষ্ট ছিলেন বা আজও আছেন এবং যারা তাদের বিরোধিতা করে তারা সবাই কাফের। তাদের সকলের রক্ত হালাল।[৪১] আহলেহাদীছগণ উক্ত আক্বীদাকে কুফরী আক্বীদা বলে বিশ্বাস করেন। আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মাঝের দ্বন্দ্বকে তাঁরা ইহুদীদের চক্রান্তের ফসল মনে করেন। এক পক্ষকে মুমিন অন্য পক্ষকে মহা অপরাধী অনুরূপ উভয় পক্ষের নিহতদের কাউকে শহীদ কাউকে কাফের বলেন না। তাদের নিকট আহলে বায়ত সহ সকল ছাহাবী পরম শ্রদ্ধার পাত্র। তারা তাঁদের সমালোচনা হ'তে বিরত থাকেন, বরং একে গুনাহে কাবীরা মনে করেন। ছাহাবীদের সম্পর্কে সকল বাড়াবাড়ি হ'তে আহলেহাদীছরা মুক্ত।[৪২]

(৫) খারেজীরা গোনাহগার শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, সশস্ত্র সংগ্রাম করা ওয়াজিব মনে করে এবং শাসক সহ তার সমর্থক প্রজা সাধারণের রক্ত হালাল মনে করে।[৪৩] পক্ষান্তরে আহলেহাদীছগণের মতে উক্ত আক্বীদা ভ্রান্ত। তাদের মতে যাবতীয় ন্যায় কাজে তার আনুগত্য করতে হবে। এমন শাসকের উদ্দেশ্যে সদুপদেশ দিতে হবে, সংশোধনের জন্য তার উদ্দেশ্যে হক কথা বলতে হবে, অপসন্দীয় হ'লে ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং তাঁর হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করতে হবে। আন্তরিক ও বাহ্যিকভাবে প্রকাশ্য কুফরী প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত কোন মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। তবে এক্ষেত্রে তাঁরা সালাফীদের পন্থা অনুসরণ করেন।[৪৪]

(৬) চরমপন্থীরা নিজস্ব জ্ঞান দ্বারা কুরআন-হাদীছের মনগড়া ব্যাখ্যা করে। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম, সালফে ছালেহীনের ব্যাখ্যার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না।[৪৫] পক্ষান্তরে আহলেহাদীছগণ কখনও মনগড়া ব্যাখ্যা করেন না। তারা এক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম, সালফে ছালেহীনদের ব্যাখ্যাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেন। তাঁদের ব্যাখ্যার সাথে যদি কোন বিদ্বানের ব্যাখ্যা সাংঘর্ষিক হয়, তাহ'লে ঐ বিদ্বানের ব্যাখ্যাকে নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করেন।[৪৬]

৪১. আল-ফারকু বায়নাল ফিরাক্ব, পৃঃ ৬১; আল-মিলাল, ১/১১৭ পৃঃ ফিরাকুন মু'আছিরাহ, ১/২৯০।

৪২. কাৎফুছ ছামার, পৃঃ ৬৬-৬৮ টীকা সহ দ্রঃ; আল-ফারকু বায়নাল ফিরাক্ব, পৃঃ ৩৫২-৩৫৩; মুত্তাফাক্ব আলাই, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৯৯৮, ৬০০৫ 'ছাহাবীদের মর্যাদা' অধ্যায় বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন (ডক্টরেট থিসিস) 'আক্বীদা' অধ্যায়; আত-তাহরীক ১ম সংখ্যা 'ঈমান' নিবন্ধন।

৪৩. ফিরাকুন মু'আছিরাহ, ১/২৭৪-২৭৬ ও ২৮৫-২৯১ পৃঃ।

৪৪. কাৎফুছ ছামার, পৃঃ ১৩৪-১৩৬ ও ১৩৮; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৩৬৬৫, ৩৬৯৬ ও ৩৬৮-৭৫; মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৬৬, ৩৬৭১, ৩৭০৫; ফাৎহুল বারী, ১৩/৮-১০পৃঃ, হা/৭০৫২-৭০৫৭ 'ফিতান' অধ্যায়।

৪৫. ইবনু আব্বাস (রাঃ), ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনুল ক্বাইয়িম প্রমুখ বিদ্বান উক্ত মত ব্যক্ত করেন- দ্রঃ ফিরাকুন মু'আছিরাহ, ১/২৭৮-২৭৯ পৃঃ।

৪৬. ইবনু তায়মিয়াহ, মুক্বাদ্দামাহ ফী উছূলিত তাফসীর, পৃঃ ৯৫-৯৬ ও ১০২; তাফসীরে ইবনে কাছীর ভূমিকা দ্রঃ; মুহাম্মাদ আল-হামূদ আন-নাজদী, হুসনুত তাহরীব ফী তাহযীবে তাফসীর ইবনে কাছীর, ১/৫-৭ পৃঃ ভূমিকা দ্রঃ।

(৭) খারেজীদের মৌলিক উদ্দেশ্য যেকোন পন্থায় রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল।[৪৭] পক্ষান্তরে আহলেহাদীছগণের মৌলিক উদ্দেশ্য হ'ল, ব্যক্তির আক্বীদা সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধন করা। যা ছিল নবী-রাসূলগণের মৌলিক উদ্দেশ্য। তবে এক্ষেত্রে তাঁরা রাষ্ট্রক্ষমতাকে সহায়ক ও পরিপূরক মনে করেন।[৪৮] তাঁরা রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জনকে সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র সাহায্যের উপরে ছেড়ে দেন *(নূর ৫৫)* এবং এটা পাওয়াকে দুনিয়াবী অতিরিক্ত সফলতা মনে করেন *(ছফ ১৩)*। আর আখেরাতের সফলতাকেই চূড়ান্ত ও মৌলিক সফলতা মনে করেন *(ছফ ১১, ১২)*।

পর্যালোচনাঃ

চরমপন্থী খারেজী ফের্কা কেবলমাত্র রাজনৈতিক কারণে সৃষ্ট হিসাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা মূল টার্গেট হওয়ায় উপরোক্ত আক্বীদাগুলি সর্বশেষ আক্বীদা বাস্তবায়নের মৌলিক শর্তাবলী বা কর্মসূচী মাত্র। এজন্য তারা শাসক ও তার সমর্থক প্রজা সাধারণের যেকোন ত্রুটির কারণে চূড়ান্ত অপরাধী সাব্যস্ত করার জন্য কুরআন-সুন্নাহ্‌র অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়। বিশেষ করে কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যাকে দলীল হিসাবে দাঁড় করায়। যার কারণে অল্পশিক্ষিত, অশিক্ষিত ও সাধারণ জনগণ মহা বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয় এবং উদ্ভট ব্যাখ্যাকে কুরআনী আহ্বান মনে করে সেদিকে ছুটে চলে। সাথে সাথে অন্যদেরকে কুরআন বিরোধী বলে কাফের, মুরতাদ ইত্যাদি বলে ফৎওয়া দেয় এবং জান-মাল হালাল মনে করে নির্দ্বিধায় হত্যা করে। এভাবেই ওছমান, আলী (রাঃ)-এর মত খলীফাদেরকে হত্যা করেছে। অন্যান্য ছাহাবীদেরকেও হত্যা করেছে, কাফের, মুরতাদ বলে আখ্যায়িত করেছে। এজন্য কুরআন-হাদীছের অপব্যাখ্যা এবং শাসন ক্ষমতা সংক্রান্ত বিভ্রান্তির ব্যাপারে আলোচনা আবশ্যকঃ

প্রথমতঃ কুরআন-হাদীছের মনগড়া ব্যাখ্যা করা মারাত্মক অন্যায়। মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম কারণ হ'ল এই অপব্যাখ্যা। চরমপন্থী আক্বীদা সর্বকালের ন্যায় বর্তমানেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পুরোপুরি বিদ্যমান। ভিত্তি এবং উৎস যেহেতু একই তাই যুগের পরিবর্তন হ'লেও মূলের কোন পরিবর্তন নেই; বরং সেয়ানে সেয়ানে মিল রয়েছে। যেমন-

(ক) إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّٰهِ 'আল্লাহ ছাড়া কারোও হুকুম নেই' *(ইউসুফ ৪০, ৬৭)*। এই আয়াতের মর্ম না বুঝার কারণেই তাদের হাতে আলী (রাঃ) নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন এবং অন্যান্য ছাহাবীদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যদিও তিনি সঠিক অর্থ বুঝানোর

৪৭. দ্রঃ ফিরাকুন মু'আছিরাহ, ১/২২৬, ২৩৪ পৃঃ।

৪৮. তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/১১৮ পৃঃ; কুরতুবী ১৬/৮-৯; তাফসীরে ফাৎহুল ক্বাদীর ৫/৫২৯-৩১ পৃঃ সূরা শূরার ১৩-এর ব্যাখ্যা; বিস্তারিত দ্রঃ মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রণীত 'ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি, সমাজ বিপ্লবের ধারা ও উদাত্ত আহ্বান বই।

চেষ্টা করেছিলেন যে, كلمة حق أريد به باطل 'কথাটি ঠিকই কিন্তু বাতিল অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে'। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বক্তব্য তুলে ধরে বলেন, يَقُوْلُوْنَ الْحَقَّ بِأَلْسِنَتِهِمْ لاَيَجُوْزُ هَذَا مِنْهُمْ 'তারা মৌখিকভাবে হক কথা বললেও সেটা তাদের পক্ষ থেকে (অপব্যাখ্যা স্বরূপ) আসায় বৈধ নয়'।[৪৯]

মূলতঃ এর মৌলিক উদ্দেশ্য হ'ল- বিধানদাতা আল্লাহ তা'আলা এবং তার চূড়ান্ত ফায়সালাকারীও তিনি। তাঁর সৃষ্টি হিসাবে এই বিধান বাস্তবায়ন করবে মানুষ। এক্ষেত্রে কেউ সার্বিকভাবে প্রজা সাধারণের উপর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করবেন। এই প্রতিনিধি কখনো ভালও হ'তে পারে কখনো খারাপও হ'তে পারে এটাই স্বাভাবিক।[৫০] চরমপন্থীরা এটা না বুঝার কারণেই মীমাংসার ক্ষেত্রে শালিশ বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করায় আলী, মু'আবিয়া সহ অন্যান্য ছাহাবীদেরকে কাফের সাব্যস্ত করেছিল। আলী (রাঃ) তাই জবাবে বলেছিলেন, يَقُوْلُوْنَ لاَ إِمَارَةَ وَلاَ بُدَّ مِنْ إمارة من بر وفاجر 'তারা বলছে কোন ইমারত বা প্রতিনিধিত্ব নেই। অথচ ভাল হোক আর খারাপ হোক প্রতিনিধিত্ব আবশ্যক'।[৫১]

(খ) مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ। 'আল্লাহ যে বিধান অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যারা শাসনকার্য পরিচালনা করে না তারা কাফের' *(মায়েদাহ ৪৪)*। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে শাসক যেকোন অন্যায় করলে বা অন্যায় কর্ম প্রতিরোধ না করলে এবং সম্পূর্ণরূপে ইলাহী বিধান প্রতিষ্ঠা না করলে উক্ত আয়াতের আলোকে তারা কাফের বলে আখ্যায়িত করে এবং সকলের রক্ত হালাল মনে করে। অথচ পরবর্তী দু'টি আয়াতে একই ব্যাপারে আরো দু'ধরনের বক্তব্য এসেছে যে, 'তারা যালেম, তারা ফাসেক *(মায়েদাহ ৪৫, ৪৭)*। এক্ষণে কোন ক্ষেত্রে, কখন, কোন প্রকৃতির শাসক কাফের, যালেম বা ফাসেক হবে তা নির্ণয় করার সামান্যতম জ্ঞান না থাকার কারণে তারা তাদের মৌলিক উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য সরাসরি কাফের, মুরতাদ বলে। অথচ কাফের, যালেম ও ফাসেক সবার হুকুম কখনই এক নয়।

(গ) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ 'তোমাদের প্রতি কিতাল ফরয করা হয়েছে' *(বাক্বারাহ ২১৬)*। অনুরূপ বলা হয়েছে, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ 'তোমাদের প্রতি ছিয়াম ফরয করা হয়েছে' *(বাক্বারাহ ১৮৩)*। দু'টি বিষয়ই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ফরয করা হয়েছে। অথচ সহজ বলে শুধু ছিয়াম পালন করা হয়, কিন্তু ক্বিতাল কঠিন হওয়ায় তা অমান্য করা হয়। ফলে কুরআনের হুকুমকে অস্বীকার করা হয়।

তাদের বক্তব্য অনুযায়ী ছিয়াম পালনের ফরয নির্দেশ হিসাবে প্রতিদিনই ছিয়াম পালন করা লাগে। কেবল রামাযান মাসকে নির্দিষ্ট করা উচিত নয়। কেননা ঐ আয়াতে রামাযান মাসের কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু তা করা হয় না। যদি উত্তর আসে যে, অন্য আয়াতে রামাযান মাসের কথা উল্লেখ থাকার কারণে শুধু রামাযানেই ছিয়াম পালন করা হয়, তাহ'লে জবাবে বলা যায় যে, ক্বিতাল ফরয বলতে যখন তখন যাকে তাকে ধরে হত্যা করা নয়, যেকোন প্রকৃতির শাসকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করাও নয়; বরং প্রেক্ষাপট ও মোক্ষম সময় অনুযায়ী জিহাদের চূড়ান্ত স্তর ক্বিতালের ফরয নির্দেশ পালন করতে হবে।[৫২] কারণ অন্যত্র এর প্রেক্ষাপট উল্লিখিত রয়েছে *(বাক্বারাহ ১৯০-৯১, ৯৪ প্রভৃতি)*। বলা বাহুল্য যে, এটাই সালাফীদের তরীক্বা।[৫৩] তাছাড়া অন্যান্য নির্দেশের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বক্তব্য রয়েছে।

(ঘ) শুধু মুখেই শুনি, 'মুক্তির একই পথ দাওয়াত ও জিহাদ'। জীবনভর দাওয়াত দিয়েই গেল আজও জিহাদের সময় হ'ল না। জিহাদের হাতিয়ার কথা, কলম ও সংগঠন। তাই তারা খাতা কলমের মাধ্যমেই জিহাদ করবে। এভাবে তারা সশস্ত্র জিহাদকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। অথচ জিহাদ ক্বিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

অজ্ঞতার সর্বোচ্চ স্তর যখনই অতিক্রম করে, তখনই কেবল উক্ত বক্তব্যগুলি বের হ'তে পারে। সাধারণ দাওয়াত ও জিহাদের মর্মার্থ অনুধাবন করতেও যখন ব্যর্থ হয়, তখন আর কী বলার থাকে! অথচ দাওয়াত হ'ল, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত তাওহীদী আহ্বানকে জনগণের নিকট পৌছে দেওয়ার প্রচারণা চালানো। আর জিহাদ হ'ল- উক্ত তাওহীদী আহ্বানের বিরোধী যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। উক্ত বিদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে এই প্রচেষ্টা কখনও লেখনীর মাধ্যমে যথাযথভাবে সফল হয়, কখনও বক্তব্যের মাধ্যমে, কখনোবা সংঘবদ্ধ শক্তি বা সাংগঠনিকভাবে তীব্র প্রতিবাদের মাধ্যমে সফলতা অর্জিত হয়। এগুলি বাস্তবায়নের জন্য অর্থনৈতিক শক্তি অগ্রগণ্য। আর জিহাদের সর্বোচ্চ স্তর হিসাবে চূড়ান্ত পর্যায়ে তা হবে ক্বিতাল বা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে। আজকে কোন দেশে কোন পদ্ধতি সর্বাধিক ফলপ্রসূ তা কোন উন্মাদও উপলব্ধি করতে সক্ষম। জিহাদ অর্থ যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা এবং ক্বিতাল যে জিহাদের চূড়ান্ত স্তর তা কি উপলব্ধি করার সময় হবে? অন্যথা স্বাভাবিক অর্থ নিলে উভয়ের অর্থ হবে কেবল কাফের-মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাঠে সশস্ত্র সংগ্রাম করা।[৫৪] ফলে অসংখ্য আয়াত ও হাদীছের অন্যান্য নির্দেশের ক্ষেত্রে বিরোধী হয়ে যাবে।

৪৯. ছহীহ মুসলিম হা/২৪৬৫ 'যাকাত' অধ্যায়।
৫০. আল্লামা শাওকানী, তাফসীরে ফাৎহুল ক্বাদীর, ১/১২২ পৃঃ, আন'আম ৫৭-এ ব্যাখ্যা দ্রঃ; কুরতুবী, ৬/২৮২।
৫১. আল-মিলাল ১/১২১ পৃঃ।
৫২. তাফসীরে ফাৎহুল ক্বাদীর ১/১৯০-৯২।
৫৩. বিস্তারিত দেখুনঃ তাফসীরে ফাৎহুল ক্বাদীর ১/১৯০-১৯২ পৃঃ বাক্বারাহ ১৯০-৯৩ আয়াতের ব্যাখ্যা; কুরতুবী ২/২৩১ পৃঃ।
৫৪. সকল অভিধান দ্রঃ; ফাৎহুল বারী, ৬/৩ ও ৪৬-৪৭ পৃঃ।

(ঙ) قَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لاَتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلَّهِ 'তোমরা তাদের (কাফেরদের) বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাক, যতক্ষণ না ফিৎনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ্র দ্বীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়' *(আনফাল ৩৯; বাক্বারাহ ১৯৩)*। তাদের মতে ফিৎনা বলতে যাবতীয় অবৈধ কর্মকাণ্ড। সুতরাং সেগুলি দূরীভূত করে আল্লাহ্র দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে বাস্তবায়ন না করা পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রাম করতে হবে। অথচ আয়াতে ফিৎনা বলতে কাফের-মুশরিকদের শিরকী কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক প্রভাব বুঝানো হয়েছে। এই প্রভাব মুক্ত হয়ে মানুষ যতক্ষণ কালেমা ত্বাইয়েবার স্বীকৃতি প্রদান বা ঈমান না আনয়ন করবে, ততক্ষণ এ সংগ্রাম চলবে।[৫৫] আজকে এদেশে কার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করবে?

অনুরূপ আরো বহু আয়াতের অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। চরম এবং পরম দুর্ভাগ্য হ'ল, জিহাদ বা সশস্ত্র সংগ্রাম সংক্রান্ত যে সমস্ত আয়াত বা হাদীছ রয়েছে সেগুলি সম্পূর্ণ উল্টাভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। সাধারণ ভাবেই বুঝা যায় যে, উক্ত আয়াত ও হাদীছগুলি মরণপন প্রতিবাদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত হয়েছে, কোনটিই আক্রমণাত্মক নয়। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের কোন একটি যুদ্ধও আক্রমণাত্মক ছিল না। কিন্তু আজকে সেগুলি প্রয়োগ করা হচ্ছে জোরপূর্বক আক্রমণের জন্য। এটা কে না জানে যে, জিহাদ তো কেবল তখনই যখন ইসলাম, মুসলমান এবং তাদের দেশের ক্ষতি সাধনের জন্য কোন অপশক্তি এগিয়ে আসবে। সেই শক্তি যখন যেভাবে এগিয়ে আসবে, তখন সেভাবেই তার বিরুদ্ধে জানমাল নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। এটাই কুরআন-সুন্নাহ্র নির্দেশ, সালাফীদের আক্বীদা *(আলোচনা দ্রঃ তাফসীরে ফাৎহুল ক্বাদীর, ১/১৯০-৯২ পৃঃ)*। নিম্নে এ সংক্রান্ত কয়েকটি আয়াতের অনুবাদ করা হ'লঃ

'যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহ্র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালংঘন কর না...'। 'তোমরা তাদেরকে যেখানে পাবে সেখানে হত্যা করবে এবং যে স্থান হ'তে তারা তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে, তোমরাও তাদেরকে সে স্থান হ'তে বহিষ্কার করবে। ফিৎনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর। মসজিদে হারামের নিকট তোমরা ততক্ষণ যুদ্ধ করবে না, যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে তোমরাও তাদেরকে হত্যা করবে' *(বাক্বারাহ ১৯০-৯১)*। পরক্ষণেই অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'যে কেউ তোমাদের উপর আক্রমণ করবে তোমরাও তার উপর অনুরূপ আক্রমণ করবে' *(বাক্বারাহ ১৯৪)*। এছাড়া অন্যান্য সকল আয়াতের নির্দেশও এরূপই।

অনুরূপভাবে যে সমস্ত আয়াত ও হাদীছে জিহাদের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, মুজাহিদদের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে, শাহাদাতের তুলনাহীন মর্যাদার ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেগুলি সবই উক্ত প্রতিরোধমূলক জিহাদে উদ্বুদ্ধ করণার্থে নির্দেশিত হয়েছে। কারণ হ'ল সশস্ত্র জিহাদ স্বাভাবিকভাবেই সাধারণের জন্য অতৃপ্তিকর। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং বলে দিয়েছেন, وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ 'উহা তোমাদের নিকট অপসন্দনীয়' *(বাক্বারাহ ২১৬)*।

সুতরাং কুরআন-সুন্নাহ্র মনগড়া বা উল্টা ব্যাখ্যা করে ইসলামকে কলুষিত করার সুযোগ নেই। তা না হ'লে জার্মানীর কুখ্যাত হ্যান্স যে গত ১৩ অক্টোবর'০৪ বাংলাদেশে এসে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে যুদ্ধবাজ বলেছিল, তার মধ্যে আর এসমস্ত প্রতারকদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? অথচ ঐতিহাসিকভাবে একথা সত্য যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) কখনও অস্ত্র দেখিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেননি; বরং একথাই মুসলিম অমুসলিম সকল মহা মনীষী কর্তৃক প্রমাণিত যে, তাঁর অতুলনীয় অনুপম আদর্শের মাধ্যমেই পথ ভোলা মানুষকে সত্যের পথে নিয়ে এসেছিলেন।

জিহাদের নামে শান্ত একটি দেশে বিভিন্ন অপকর্ম সাধন করা বিপর্যয় সৃষ্টি করারই নামান্তর। একদা ইবনু ওমর (রাঃ)-এর নিকট দু'জন ব্যক্তি এসে বলল, লোকেরা ফিৎনা সৃষ্টি করছে, অথচ রাসূলের অন্যতম সাথী হওয়া সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে বের হ'তে আপনাকে কিসে বাধা দিচ্ছে? তিনি উত্তরে বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমার মুসলিম ভাইয়ের রক্তকে আমার প্রতি হারাম করেছেন। তখন তারা বলল, আল্লাহ কি বলেননি, যতক্ষণ ফিৎনা দূরীভূত না হবে, ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর' *(বাক্বারাহ ১৯৩)*? তখন ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন,

قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ وَكَانَ الدِّيْنُ لِلَّهِ وَأَنْتُمْ تُرِيْدُوْنَ أَنْ تُقَاتِلُوْا حَتَّى تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِغَيْرِ اللَّهِ،

'আমরা যুদ্ধ করেছি যতক্ষণ না ফিৎনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ্র দ্বীন যতক্ষণ প্রতিষ্ঠা না হয়। আর তোমরা যুদ্ধ করতে চাচ্ছ ফিৎনা সৃষ্টির জন্য এবং গায়রুল্লাহ্র দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য'।[৫৬]

প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ' বছর পূর্বের বাণী আজকের প্রেক্ষাপটের সাথে কি চমৎকার মিলে গেছে! আজ আফগানিস্তানে, ইরাকে গায়রুল্লাহ্র দ্বীন বা ইসলাম বিরোধী শক্তি জেঁকে বসেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তাতে কখন যেন এই ছোট্ট স্বাধীন মুসলিম দেশটিকে আমরা হারাবো। উড়ে এসে জুড়ে বসবে ইসলাম বিদ্বেষী সন্ত্রাসী শক্তি। আজকে যেভাবে আমরা ইসলামী বিধানের প্রায় সবই শান্তভাবে পালন করছি, সেদিন কি তা সম্ভব হবে? উক্ত দেশগুলির অধিবাসীদের করুণ আর্তনাদ কি আমরা শ্রবণ করছি না! হে তরুণ ভাইয়েরা সাবধান! তোমরা পাগলা ঘোড়ার ন্যায় দিকভ্রান্ত হয়ে কোথায় ছুটে চলেছ?

৫৫. ফাৎহুল ক্বাদীর ১/১৯২ পৃঃ; তাফসীরে ইবনে কাছীর (বৈরুতঃ দারুল মা'রেফাহ, ১৯৮৯ খৃঃ/ ১৪০৯ হিঃ), ১/২৩৪ পৃঃ; সূরা বাক্বারাহ ১৯৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।

৫৬. ছহীহ বুখারী হা/৪৫১৩, ২/৬৪৮ পৃঃ; তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/২৩৪ পৃঃ, সূরা বাক্বারাহ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।

মূলতঃ তাদের লক্ষ্য হচ্ছে সশস্ত্র সংগ্রাম করে তড়িৎ ক্ষমতা অর্জন অথবা শাহাদত (?) বরণ। তাই যুদ্ধ সংক্রান্ত সমস্ত আয়াত ও হাদীছ সমূহকে একত্রিত করে জিহাদের নামে মাত করছে। অথচ তারা সেগুলির মৌলিক অর্থ যেমন জানে না, তেমনি তার ব্যাখ্যা ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কেও চরম অজ্ঞ। কখন, কার বিরুদ্ধে সেগুলি প্রয়োগ করতে হবে সে সম্পর্কে সামান্যতম অনুভূতি পর্যন্তও রাখে না। তারা মূলতঃ সর্টকাট যেকোন নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শাহাদাতকে নিজেদের ইচ্ছাধীন প্রক্রিয়া হিসাবে গ্রহণ করেছে (নাউযুবিল্লাহ)। অথচ অসংখ্য মুজাহিদ কাফের-মুশরিকদের বিরুদ্ধে আজীবন সশস্ত্র জিহাদ করেছেন, শাহাদতের জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে বারংবার অশ্রুসিক্ত নয়নে প্রার্থনা করেছেন, কিন্তু শাহাদত তাদের ভাগ্যে জুটেনি। এর জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত চির অজেয় বীর খালিদ সাইফুল্লাহ (রাঃ)।

আজকাল দেখা যায়, অনেক তরুণকে দীর্ঘদিন রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী রাফউল ইয়াদায়েন, বুকের উপর হাত বেঁধে, সরবে আমীন বলে ছালাত আদায় করার জন্য নছীহত করলেও কোনই ফল হয়নি। অথচ ঐ তরুণই শাহাদতের ধোঁকায় পড়ে রাতারাতি সবই গ্রহণ করেছে। কুরআন-সুন্নাহ্‌র বিধান জানা সত্ত্বেও কোনদিন সুন্নাতী দাড়ি রাখেনি, পোষাক পরেনি। অথচ হঠাৎ করে সবকিছুই পরিবর্তন হয়ে গেছে। এমনকি লেখাপড়াকে পর্যন্ত হারাম মনে করে ছেড়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, 'বছরের পর বছর আল্লাহ লেখা পড়ার জন্য পাঠাননি', 'ছাহাবীগণ কি এতো লেখাপড়া করেছেন'? ইত্যাদি মিথ্যা কথা ছড়াচ্ছে। মাদরাসার শিক্ষার্থীদেরকে বুঝানো হচ্ছে, তাহক্বীক্ব, তারকীব, কুরআন-হাদীছের মর্ম উপলব্ধি করার জন্য আল্লাহ বলেননি। শুধু জানতে হবে আল্লাহ এক। তার দলীল হ'ল, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ 'তুমি জান যে আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত ইলাহ নেই' *(মুহাম্মাদ ১৯)*। দ্বীনের সবকিছু প্রত্যাখ্যান করে কেবল রাষ্ট্রক্ষমতা, নয়তো শাহাদত। এ কেমন অজ্ঞতা! কেমন ধোকাবাজি! আত্মহত্যার কি সুন্দর অভিনব পন্থা!

[চলবে]

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

ডঃ গালিবের গ্রেপ্তারঃ সুযোগ সন্ধানীদের পিচ্ছিল পথে জোট সরকারের গাড়ী ছিটকে পড়েছে

*আতাউর রহমান নাদভী**

বাংলাদেশ একটি বৈচিত্র্যময় দেশ। এ দেশের মানুষও খুব বৈচিত্র্যময়। এরা খুবই সেন্টিমেন্টাল। এই সেন্টিমেন্ট কাজে লাগিয়ে ক্ষমতার মসনদে থাকা বা থাকার চেষ্টা করা এদেশের রাজনীতিবিদদের মিশন। তাই নিজেদের প্রয়োজনে কল্পনাপ্রসূত ইস্যু সৃষ্টি করে অতীতে যেমন এদেশে ষড়যন্ত্র হয়েছে, এখনও হচ্ছে এবং আগামীতেও হবে এ কথা এখন হলফ করে বলা যায়। এই স্বার্থান্বেষী মহলটি হঠাৎ করে কিছু বিষয়কে মিডিয়ায় তুলে ধরে এনে সাধারণ মানুষের সেন্টিমেন্টে আঘাত করে নিজেরা দেশদরদী সেজে বসে। এরা বেশ কিছুদিন থেকে প্রিন্ট মিডিয়ার দোসরদের বদৌলতে প্রতিনিয়ত এ দেশে মৌলবাদী তৎপরতা ও ইসলামী জঙ্গীবাদের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে আসছিল। সম্প্রতি প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগে কাল্পনিকভাবে জঙ্গীদের মূল নায়ক বানিয়ে প্রচার করতে শুরু করে। আর যায় কোথায়? এমন সুযোগ পাওয়ার পর বামপন্থী ইলেক্ট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়াগুলি কোমর বেঁধে মাঠে নামে। তাদের মতে এটি যেন একটি প্রতিষ্ঠিত অভিযোগ। যার ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন আহলেহাদীছদের ধরপাকড় শুরু হয়ে গেল, অন্যদিকে বামপন্থী প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে এমনভাবে মগজ ধোলাই শুরু করা হ'ল, যেন সর্বস্তরের জনগণের মধ্য হ'তে এর একটি 'সর্বোচ্চ প্রতিবিধানে'র দাবী উঠে। সমাজে যেন একটা Superior এবং Inferior ক্লাসের ধারণা সৃষ্টি হয়। এদেশে জঙ্গীবাদের অস্তিত্ব নিয়ে তারা এত বেশী গালগপ্প প্রচার করতে থাকে, যেন বিষয়টি আর বিতর্কিত না থাকে। Goeble বলেছিল, একটি মিথ্যাকে এত বেশী বলতে থাক, যেন এটি সত্যে পরিণত হয়। এরা তাই করেছে, এক মিথ্যাকে শতবার নয় হাযার বার বলেছে। এভাবে তারা দীর্ঘদিন হ'তে কাল্পনিক তালেবানের অস্তিত্ব সৃষ্টি করে এই দেশের ৯০% মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে চলেছে। এর জন্য তারা মসজিদের ইমাম, মুয়াযযিন, মাদরাসার উস্তায ও ছাত্র, এমনকি টুপি দাড়িওয়ালা সাধারণ মুছল্লীদেরকে জঙ্গীবাদী প্রমাণের টার্গেট নিয়ে ইসলামী শরী'আতের বিরোধিতা শুরু করে।

এদেশে আলেম-ওলামার বিরুদ্ধে সরকারী ও বেসরকারীভাবে কুৎসা রটনার ঘটনা এটিই প্রথম নয়, এমন অপ্রীতিকর ঘটনা আরো ঘটেছে। তাই কবি বলেছেন, 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি'। আসলেই এমন দেশ কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। যে দেশের

* *প্রভাষক, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।*

৯০% লোক মুসলমান এবং তাদের রাষ্ট্রীয় ধর্ম সাংবিধানিকভাবে ইসলাম। এমন একটি দেশের ইসলামপন্থীরা এত অসহায়? তা ভাবতেও অবাক লাগে। তাই বলছিলাম, নিজের পায়ে নিজে আঘাত করে হ'লেও তালেবান, আল-কায়েদা, হরকত-বরকত বাহিনীর অস্তিত্ব খুঁজে বের করা চাই। তাই গাঁজাখোরী তালেবানী গল্পের Methodology যাই হোক না কেন, বিশ্ব মোড়লকে খুশি রাখতে পারলেই হ'ল। কেননা 'কুরসিয়ে ছাদারতে' আরোহণের কারো চাবী বিশ্বমোড়ল আমেরিকার হাতে, আবার কারো চাবী ভারতের হাতে। তাই কেউ আমেরিকার তর্জন-গর্জন হ'তে নিজেকে রক্ষা করার জন্য ইসলামপন্থীদেরকে জঙ্গীবাদী সাজিয়ে জেলে ঢুকিয়ে দেয়, আবার কেউ তাদের 'জিগরী দোস্ত' (আন্তরিক বন্ধু) ভারত হ'তে নিজেদের সহচর ও অনুচরদের মাধ্যমে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র আমদানী করে নিজেরাই নিজেদের জঙ্গীবাদের দেশ প্রমাণের জন্য প্রচেষ্টা চালান জোট সরকার যদি বিশ্বমোড়লের সুদৃষ্টি পাওয়ার জন্য কিছু আলেম-ওলামা ও মাদরাসার ছাত্র, মসজিদের ইমামকে ধরে এনে জঙ্গী তৎপরতার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারলেই কেল্লা ফাতেহ মনে করে, তাহ'লে নিজেদের জন্য মহা সর্বনাশ ডেকে আনবে বললে ভুল হবে না। এখন হয়ত ক্ষমতার দাপটে বুঝে আসবে না, কিন্তু সময় মত ঠিকই বুঝে আসবে। এই দেশের ৯০% লোক মুসলমান, তাই সাময়িক মুছল্লী সেজে ওয়ান টাইম হজ্জ করে মাথায় টুপি ও হাতে তাসবীহ নিতে পারলেই বোকা মোল্লাদের সাপোর্ট পাওয়া পূর্বে সহজ হ'লেও আগামীতে নাও হ'তে পারে। অতঃপর মসনদে বসেই বিদেশে গিয়ে প্রথমেই ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে মন্তব্য করার সুযোগ জীবনে আর নাও আসতে পারে।

প্রত্যেক সরকারের আমলেই এ দেশের আলেম-ওলামা সহ সকল মুসলমান যুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছে। যখন থেকে বুঝতে শিখেছি, তখন থেকেই দেখে আসছি তথাকথিত মানবাধিকারের ধ্বজাধারীদের ইশারায় এদেশের কর্ণধারদের এই সব বিবেকহীন কর্মকাণ্ড।

এখানে বলে দরকার, গত সরকার তার মেয়াদের শেষের দিকে এসে পাগলা হাতির রূপ ধারণ করেছিল। যেখানেই তাদের পরিচালিত মিডিয়া ও কিছু পত্রিকা ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে গাঁজাখোরী গল্প বানিয়ে প্রচার করেছে, সেখানেই আক্রমণ করেছে। কুরবানীর গরু যবাইয়ের জন্য মাদরাসায় রক্ষিত ছুরি-চাকুকেও ইসলামী বিপ্লবের অস্ত্র বলে প্রচার করে আলেম-ওলামাকে গণহারে গ্রেপ্তার করে জেলে নিক্ষেপ করেছিল। তারা ক্ষমতায় বসে মনে করেছিল এই দেশের মসনদে তারাই চিরদিন থাকবে। কিন্তু মহান রাব্বুল আলামীন তাদের সেই ইচ্ছা পূরণ করেনি। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ক্ষমতা হারিয়ে এখন পাবলিকের কাতারে এসে দাঁড়িয়েছে।

অনেকে আবার সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্য মন্দের ভাল বলে পার্থক্য করে থাকেন। তাদেরকে বলব, মন্দের আবার ভাল হয় কি করে? প্রস্রাব আর পায়খানা উভয়ই মন্দ। এখানে একটিকে ভাল আরেকটিকে খারাপ বলার কোন অবকাশ আছে কি? মূল কথা এদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যারাই গিয়েছে তাদের হাতেই ইসলামপন্থীদের রক্তের দাগ রয়েছে। ইসলাম এদের হাতে অত্যন্ত অসহায়। এরা নিজেদের স্বার্থে ইসলামকে ব্যবহার করে। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য যেমন ইসলামের যিকির করে, তেমনি ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যও ইসলামকে মৌলবাদ বলে গালমন্দ করতে করতে ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

কিছুদিন আগে ডানপন্থীদের একটি দৈনিক 'সবার কথা বলে' ৮০ পৃষ্ঠার প্রথম সংখ্যা বের হ'লেও তাতে ইসলামের কথা বলার সুযোগ হয়নি। তিক্ত হ'লেও সত্য উক্ত পরিবারটির একটি ইলেকট্রোনিক মিডিয়া রয়েছে। মিডিয়াটি সবার কথা বললেও ইসলামের কথা বলে না। পারলে ইসলামকে দশ হাত দেখিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। গত ৬ মার্চ ডঃ গালিবের গ্রেপ্তারের বৈধতা খুঁজে বের করার জন্য তিনি কোন্ বইয়ে কি লিখেছেন এবং তাঁর দলের মনোগ্রাম কি, সেগুলিকে ইনিয়ে বিনিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি তাঁর বইয়ে জিহাদের কথা আলোচনা করায় গ্রেফতারযোগ্য অপরাধ করেছেন বলে বুঝানোর অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। এটিই হ'ল বর্তমান জোট সরকারের ডানপন্থী চরিত্র? তাই বলছিলাম, মন্দের আবার ভাল হয় কি করে? আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় বলে 'রোন কোঁয়া কোঁয়া হোন এক্যাইয়ানে' অর্থাৎ রসুন কোষ কোষ হ'লেও মূল একই।

প্রত্যেক মুসলমানই জিহাদের উপর ঈমান রাখে। এটিকে পাশ কাটিয়ে ঈমান ও মুমিনের দাবী করার কোন সুযোগ নেই। ইসলামের শুরুকাল থেকেই আলেমগণ পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী জিহাদের ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা দিয়ে এসেছেন। সে জিহাদ তা কখন হবে, কোথায় হবে এবং কার সাথে হবে সেটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। বর্তমানেও সারা বিশ্বের মুসলমানরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে জিহাদকে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসাবেই জানে। তাহ'লে কি সবাই গ্রেফতারযোগ্য? যদি তাই হয় তাহ'লে সারা দেশের পুরো আলেম সমাজকেই গ্রেফতার করতে হয়। কারণ তাঁরা সর্বদা জিহাদের হাদীছ পড়ছেন পড়াচ্ছেন, যোগ্য লোক গড়ে তুলছেন। সরকার আসবে আর যাবে জিহাদের হাদীছ মুসলিম উম্মাহ্‌র মাঝে অবশিষ্ট থাকবেই। কারো বিষোদগারে, কারো স্বার্থহানিতে এর কোনরূপ বিবর্তনের সুযোগ নেই।

আসলে যুলুম-দূর্নীতি দমনে ইসলামের শান্তিপূর্ণ, গঠনমূলক ও নিয়মতান্ত্রিক শাশ্বত প্রতিরোধ এই জিহাদের বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা আজকের নয়। যুগে যুগে সমাজের ইতর শ্রেণী তাদের ভণ্ডামীকে জনগণের দৃষ্টির আড়াল করার জন্য এ ধরণের হীন অপচেষ্টা চালিয়ে এসেছে। আর সারা দুনিয়ার

যুলুমবাজ বাতিল শক্তি ইসলামের এই কল্যাণমূলক প্রকৃত সংস্কারধর্মী স্পিরিটকেই বেশী ভয় পায়। এ জন্য দেখা যায় দেশে দেশে ক্ষণে ক্ষণে শুধু ইসলামপন্থীদের নামেই মৌলবাদ জঙ্গীবাদের ধূঁয়া উঠে।

এদেশে প্রায় তিন কোটি আহলেহাদীছ রয়েছে, তাদের নেতাকে জেলে রেখে আগামী নির্বাচনে তাদের সমর্থন পাওয়া যাবে, কোন বোকাও এমন বিশ্বাস করবে না। কারণ ভোটাররা কুরবানীর বকরী নয় যে, যেভাবে শোয়ানো হবে সেভাবেই শুয়ে পড়বে। তাই বলছিলাম, আহলেহাদীছদেরকে অমূল্যায়ন করলে চরম অন্যায় হবে। আরববিশ্ব পুরোটাই আহলেহাদীছ। ডঃ গালিবের সাথে অন্যায় আচরণ করলে আরব বিশ্বেও আমাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হ'তে পারে। অতএব অন্যকে খুশি করার জন্য নিজেদের নাক কাটা যাবে কি-না, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানা গেল যে, একটি মুখোশধারী গোষ্ঠীর কারণেই নাকি ইসলামপন্থীদের উপর আক্রমণ শুরু হয়েছে। বিএনপির এই গোষ্ঠিটির বোগলে ইট, মুখে শেখ ফরিদ এটি ওপেন সিক্রেট। তাই যে সরকারই আসুক না কেন এদের কোন অসুবিধা হয় না। এরা গাছের উপর ও নীচের উভয়টারই ভাগ পায়। এরাই বাংলা ভাই, হিন্দি ভাই, আব্দুর রহমানের জন্ম দিয়েছে। এতেও যখন কামিয়াব হ'তে পারেনি, তখন কাল্পনিক অভিযোগ তুলে ডঃ গালিবকে একই সারিতে এনে দাঁড় করিয়েছে। আরও আশ্চর্য হ'লাম, ডঃ গালিবের মুক্তি চেয়ে মাদরাসার ৮/১০ বছরের ছেলেরা যখন পোষ্টারিং করছিল তখন তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। জয়পুরহাটে আপোষে বৈঠক ডেকে এসপি ডঃ গালিবের সংগঠনের কর্মীদের গ্রেফতার দেখিয়েছে। এ কেমন ন্যাক্কারজনক দৃশ্য। অথচ জোট সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও কাল্পনিক সংখ্যালঘু নির্যাতনের ভিডিও চিত্র ধারণ করে বিদেশে প্রভুদের কাছে কান্নাকাটি করতে যাওয়ার মুহূর্তে ঢাকা বিমানবন্দরে হাতে-নাতে ধরা পড়ার পরও সরকার কিছুই করতে পারল না। সাঁড়াশী অভিযান তো বহু দূরের কথা। তাই তারা এখন আরো বহাল তবিয়তে দেশ ও সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। বীরদর্পে তাদের প্রপাগাণ্ডা দেখে মনে হয় তারা যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে। আসলে দুর্বলের টুটি চেপে ধরতে সবাই সাহস করে। অতএব আমরা জোট সরকারকে বলব, 'যার কারণে শিরনি খেলেন কিন্তু মোল্লা চিনলেন না'।

দুর্নীতির পাহাড়ে বসে, অস্ত্রের দাগাবাজি করে যখন বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশের এক বিরাট দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী শ্রেণী বহাল তবিয়তে, ঠিক তখনই ডঃ গালিবদের মত সম্মানীত শিক্ষাবিদগণ যারা দেশ ও জাতির অনন্য সম্পদ, কল্যাণের দিকনির্দেশক, তাঁদের হাতে পড়ে শৃংখল। কি নির্লজ্জতা, কি নির্মমতা। হায়রে দেশ! হায়রে এদেশের শাসকগোষ্টি!!

ডঃ গালিব নাকি ইসলামী জিহাদ করতে চাচ্ছেন, আবার তাঁর অনুসারীরা ডাকাতিও করছে, সন্ত্রাসও করছে। তাই আমাদের প্রশ্ন- ডঃ গালিব ডাকাতি ও জেহাদকে কিভাবে এক করে ফেললেন? আমরা যা জানি ও বুঝি তা হ'ল, এ দু'টির অবস্থান দুই মেরুতে। আগুন আর পানি যেমন এক নয়, ডাকাতি আর জিহাদও একই দল করতে পারে না।

তারপরও আমাদের বিজ্ঞ (?) পুলিশরা সরকার বা অন্য কাউকে খুশি করার জন্য (?) ডঃ গালিব ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ করতে ভুল করেনি। মুজাহেদীনদের নামে ডাকাতির অভিযোগ শুনে শয়তানও হেসে উঠছে। কারণ যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করে তারা আবার ডাকাতি করতে যাবে? এরা কেমন মুজাহিদ? তাদের ইসলামী রূপরেখাই বা কেমন? উল্লেখ্য, ডঃ গালিবের বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকার লেখনী ও বহু বক্তৃতায় তাঁর সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ বিরোধী বক্তব্য খুবই স্পষ্ট। তাই বলব, কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করার আগে একটু ভেবে-চিন্তে করুন। অন্যের কথায় হৈ হৈ কাণ্ড রৈ রৈ ব্যাপার না ঘটিয়ে সঠিক ঘটনা উদঘাটনের চেষ্টা করুন। ক্ষমতার দাপটে যেন কোন সম্মানী ব্যক্তির মানহানি না ঘটে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তা না হ'লে দুনিয়াতেও ক্ষমতা হারাতে হবে আখেরাতেও এর জন্য ভয়ানক শাস্তি ভোগ করতে হবে।

এসব ঘটনা দেখে আমরা যারা গাছতলায় বসবাস করি, তারা শুধু আকাশের দিকে তাকাই আর বলি, Truth is dead এবং আগামী নির্বাচনের অপেক্ষায় থাকি। কারণ ডঃ গালিব একা নন আহলেহাদীছের সংখ্যা প্রায় তিন কোটি। তাদের নেতাকে কাল্পনিক জঙ্গীবাদী বানিয়ে জেলে রেখে কেউ বাহবা কুড়াবে আবার নির্বাচনে ইসলামের নামে তাদের ভোট পেয়ে যাবে, এটি ভাবা স্রেফ বোকামী বৈ কিছুই নয়। কারণ ভোটের সময় পাঁচ বছরের আমলনামা নিয়ে জনগণ নাড়াচাড়া করবে, যেমন করেছিল গত নির্বাচনে। পুলিশ দিয়ে ঠেকানো যাবে না, তখন সবাই হবেন পাবলিক ও নীচ তলার বাসিন্দা। মনে রাখবেন গণতন্ত্রের যে বন্দনা উঠতে বসতে করা হচ্ছে তার অর্থ কিন্তু Rule by the people,। তবে জোট সরকারের জন্য আমি আরো এক ধাপ এগিয়ে বলব Ruled by the rightist people অর্থাৎ 'ডানপন্থী জনগণ কর্তৃক শাসিত' তাই এই সত্যটি ভুলে গেলে বর্তমান সরকারের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে।

সব ঘটনার প্রেক্ষাপট বুঝে ব্যবস্থা নিলে দেশ, জাতি ও নিজেদের জন্যও মঙ্গল হবে, এটি অন্তত আর খুলে বলতে হবে না। অকার্যকর যুক্তির উপর ভিত্তি করে কাউকে গ্রেপ্তার করা সমীচীন নয়। অপদিকে কেউ কারো নাম বলে দিলেই তিনি দোষী হয়ে যান না। যদি তাই হ'ত তাহ'লে সাবেক অর্থমন্ত্রীর মৃত্যুর পর মাওলানা নিযামী ও অর্থমন্ত্রী এম. সাইফুর রহমানকে গ্রেফতার করার হাস্যকর দাবীও কিবরিয়া পরিবার করেছিলেন। বলেছিলেন, তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেই হত্যার মূল রহস্য উদঘাটন হবে। গ্রেনেড হামলা সহ সকল দুর্ঘটনার জন্য শেখ হাসিনা প্রতিনিয়ত প্রধানমন্ত্রী, তারেক জিয়াসহ জামায়াতে ইসলামীকে দায়ী করে আসছেন। কই তার দাবী অনুযায়ী কেউ তো কাউকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজনও মনে করছে না। এর অর্থ হ'ল কেউ কাউকে দোষারোপ করলেই সে দোষী হয়ে যায় না। এটি সবার জন্য হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে আমরা মনে করি। সন্ত্রাসী যে দলেরই হোক তাকে গ্রেফতার করা হোক। ডঃ গালিবের গ্রেফতারের মাধ্যমে যেন নির্দোষ নেতাকে গ্রেফতারের ট্রেডিশন চালু না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তা না হ'লে আগামী দিনে শুধু আপনাদের নয় গোটা জাতিরই অপুরণীয় ক্ষতি সাধিত হ'তে পারে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

হে চির সত্যের অজেয় কাফেলা! তোমার সেই আপোষহীন সংগ্রামী চেতনা কোথায়?

মুযাফফর বিন মুহসিন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন' চিরন্তন সত্যের আলোকবর্তিকায় উদ্ভাসিত দুর্দমনীয় ঐতিহাসিক কাফেলার নাম। এ আন্দোলন মহান আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত ও চূড়ান্ত বিধানের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এর দোর্দণ্ড প্রতাপশালী বীর সেনানীগণ যেমন সামগ্রিক পরিসরে চির শাশ্বত এলাহী বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য নিরঙ্কুশ সংগ্রাম চালান, তেমনি যাবতীয় শিরকী ও বিদ'আতী আগ্রাসন থেকে, পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত নানা অপসংস্কৃতি, জাতীয়-বিজাতীয় সকল প্রকার ভ্রান্ত মতবাদের হিংস্র ছোবল এবং অন্যান্য হায়ারো আগ্রাসী শক্তির নগ্ন আক্রমণ থেকে তার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভ্রমশীলতা অক্ষুণ্ন রাখার অসম সাহসীর ন্যায় মরণপন সংগ্রাম করেন। তাইতো কোন একটি সুন্নাতকে অক্ষত রাখার জন্য, এমনকি মাতৃভূমির এক ইঞ্চি মাটি রক্ষার্থেও তাঁদেরকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলতে দেখা যায়। দেখা যায় তীক্ষ্ণ তরবারীর নীচে হাস্যোজ্জ্বল জান্নাতী চেহারায় শহীদী রক্তে রঞ্জিত হ'তে, বুলেটের আঘাতে বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে তপ্ত লহু ফিনকী দিয়ে নিঃসরণ হ'তে, দেখা যায় হাসিমুখে কালাপানির যন্ত্রণা ও দীপান্তরের ভাগ্যবরণ করতে, যুগ যুগ ধরে কারারুদ্ধ থেকে ক্ষুৎপিপাসায় কালাতিপাত করতে, অবশেষে দেখা যায় সেখানেই শাহাদতের স্বর্গীয় সুধা পান করতে। ইসলাম এবং মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আহলেহাদীছগণের উপরোক্ত অসাধারণ অবদান চির ভাস্বর।

তবুও আহলেহাদীছগণ চিরদিনই আপোষহীন, মহা সংগ্রামী, অদম্য অগ্রগামী। এমনি কি সর্বযুগের জগদ্বিখ্যাত মনীষীগণ আহলেহাদীছ জামা'আতের ওজস্বিনী প্রশংসায় পঞ্চমুখ? সর্বশেষ বিশ্ববরেণ্য আপোষহীন মুহাদ্দিছ, রিজাল শাস্ত্রের অনন্য জ্যোতিষ্ক শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) শেষ বিচারের বিভীষিকাময় দিনে আহলেহাদীছগণের সাথে একত্রিত হওয়ার জন্য মহান আল্লাহ্র নিকট আকুল প্রার্থনা করেন এবং তাঁদের বৈশিষ্ট্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

হে রাসূলের আদর্শের অনন্য মূর্তপ্রতীক! তুমি কি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সর্বোত্তম আদর্শকে নিজের সার্বিক জীবনে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছো? তাঁর রেখে যাওয়া কুরআন-সুন্নাহ্র আসল রূপ অক্ষত রাখার জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকায় সচেষ্ট আছো? একটিবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ! তুমি আজ তোমার দায়িত্ব হ'তে কোথায় নিক্ষিপ্ত হয়েছ। আল্লাহ প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ সংবিধান আজ সর্বত্র ভূলুণ্ঠিত, শিরক-বিদ'আত সহ যাবতীয় কুসংস্কার এবং বিজাতীয় অপসংস্কৃতির কালো থাবায় আজ কলুষিত। তাই তোমার চির গৌরবের পানে তুমি আবার ফিরে এসো! শক্ত হস্তে তোমার দায়িত্বভার গ্রহণ কর! তোমার কি মনে পড়েনা তায়েফের রক্তাক্ত ইতিহাস, বদর, ওহোদ, খন্দকের উদ্দীপ্ত ঐতিহ্য?

হে ছাহাবীদের প্রকৃত উত্তরসূরী! তোমার মধ্যে কি আবুবকরের দীপ্ত চেতনা বিদ্যমান নেই? ন্যায়ের পক্ষে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অপ্রতিরোধ্য অবস্থান, অর্ধজাহান বিজয়ী বীর ওমরের মত সিংহের গর্জন কি তুমি শুনতে পাও না? বেলাল, আম্মার, মুছ'আব বিন উমায়ের, সা'দ বিন আবী ওক্কাছের ন্যায় ঈমানী চেতনা কোথায় হারিয়ে গেল? আলী, হামযাহ, খালিদের মত তেজোদীপ্ত হুংকার তুমি কোথায় লুকিয়ে রাখলে? তোমার পরবর্তী অনুপ্রেরণা ওমর বিন আব্দুল আযীয, তারিক বিন যিয়াদ, ইমাম আহমাদ, ইমাম বুখারী, ইবনু তায়মিয়ার দ্ব্যর্থহীন রেনেসাঁ আর কতদিন ভুলে থাকবে?

হে আপোষহীন অদম্য কাফেলা! বিশ্ব ইতিহাসে তুমি আপোষহীন জিহাদী প্লাটফরম হিসাবে সর্বত্রই পরিচিত। তোমার দ্ব্যর্থহীন তাওহীদী হুংকারে ইসলাম ও মাতৃভূমি বিরোধী যাবতীয় চক্রান্তের মসনদ চিরদিনই প্রকম্পিত হয়েছে। তোমার রুদ্রকঠোর বজ্রাঘাতে দেশদ্রোহী শক্তির ভিত্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তথাকথিত প্রগতির নামে নবোদ্ভাবিত মানবরচিত মতবাদকে তাঁরা যেমন প্রশ্রয় দেননি, তেমনি ইসলামের নামে সৃষ্ট ব্যক্তিভিত্তিক আধুনিক মতবাদকেও সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ১৯৫৭ সালে প্রণীত আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ)-এর 'একটি পত্রের জবাব' নামক ছোট্ট গ্রন্থটি।

আজ তোমার দেহে শিরকের দুর্গন্ধ কেন? কেন ধিকৃত বিদ'আতের কদর্যময় বিশ্রী আবরণ? তোমার সমগ্র শরীরকে কেন আজ ইহুদী-খৃষ্টান, নাস্তিকদের আবিষ্কৃত অসংখ্য মতবাদ আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে কুরে কুরে খাচ্ছে। কেন বাংলাদেশকে ইরাক-ইরানের মত কথিত ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করছ? তোমার দেহের প্রতি ফোঁটা তপ্ত লহু স্বয়ং আল্লাহ্র দেয়া পবিত্র আমানত, অথচ তুমি আজ তা কোন পথে প্রবাহিত করছ? আহলেহাদীছ আন্দোলনের নির্ভেজাল মর্মবাণী তোমার কর্ণকুহরে কেন প্রবেশ করে না, কেন তোমার কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না। প্রতারণার ফাঁদে আটকা পড়ে রাসূলের প্রকৃত আদর্শ হ'তে আজ বহুদূর নিক্ষিপ্ত হয়েছ, যেন চিরদিনের জন্য তুমি অন্ধ হয়ে গেছ। ইসলামের স্বর্ণযুগের খেলাফতী ব্যবস্থায় তুমি সন্তুষ্ট হ'তে পারনি, তোমার যাবতীয় স্মরণীয় ঐতিহ্য তুমি ভুলে গেছ। তোমার ভাইদের আজকের করুণ মুহূর্তে তারা যখন নিভৃতে-নির্জনে অশ্রুজলে বক্ষ সিক্ত করছে, তখন তুমি তাদের সামনে মুচকি হেসে উল্লাস প্রদর্শন করছ। তুমি কি উপলব্ধি করেছ, তোমার এই উল্লাসের দীর্ঘতা কতক্ষণ? তুমি ইতিহাসের

পাতায় একটিবার ভ্রূক্ষেপ করে দেখ, দশ লক্ষ হাদীছের স্বনামধন্য হাফেয, পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ হওয়া সত্ত্বেও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-কে স্বীয় নগরী বাগদাদে লক্ষ জনতার সামনে কেন বেত্রাঘাত করা হয়েছিল, কেন তাঁকে দীর্ঘ টানা এক যুগ কারাভোগ করতে হয়েছিল? ইমাম ইবনু জারীর তাবারী (রহঃ)-কে কেন তাঁর বাড়ীতে পাথর নিক্ষেপ করে দীর্ঘদিন আটকে রাখা হয়েছিল? ইতিহাস খুলে দেখ, সেখানকার আরো কত অসংখ্য হৃদয়বিদারক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

ভারত উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের নবজাগরণের বিশাল ব্যক্তিত্ব আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) আহলেহাদীছ জামা'আতকে একটি আন্দোলনে পরিণত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, কিন্তু উপরোক্ত দ্বিমুখী নীতির কারণে তিনি বাহ্যিক সফলতা পাননি। এই জামা'আতের করুণ পরিণতি অবলোকন করে ১৯৪৯ সালের ১২ মার্চ মোতাবেক ১৩৫৫ সালের ২৮ ফাল্গুন রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠে নওদাপাড়ার ঐতিহাসিক মহাসম্মেলনে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন, 'বর্তমানে আহলে হাদীস আন্দোলন আন্দোলনের পরিবর্তে একটি ফির্কায় পরিণত হইয়াছে এবং এই জামা'আতের যে কিছু করণীয় বা ইহার অস্তিত্বের যে কোন প্রয়োজন আছে, তাহা অনুমান করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে' *(ঐ, আহলে হাদীস পরিচিতি, পৃঃ ৯৯)*। উক্ত মর্মস্পর্শী বক্তব্য তিনি জাতির সামনে পেশ করলেও তাতে পুরোপুরি সাড়া দেয়নি। ১৯৬০ সালের ৪ঠা জুন এই মহান ব্যক্তিত্ব বিদায় নিলে আহলেহাদীছ আন্দোলনের গতি হঠাৎ বাধাগ্রস্ত হয়। জাতির জন্য রেখে যাওয়া তাঁর অমূল্য খোরাক গ্রন্থাবলী অপ্রকাশিতই থেকে যায়। এমনকি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' কথাটিরও অপমৃত্যু ঘটে। অথচ তিনি তাঁর অমর গ্রন্থ 'আহলে হাদীস পরিচিতি'র মধ্যেই কেবল প্রায় ৮০ বার 'আহলে হাদীস আন্দোলন' কথাটি উল্লেখ করেছেন।

১৯৪৯ সালের ১২ মার্চ তিনি যেদিন নওদাপাড়ার ঐতিহাসিক ময়দানে উপরোক্ত ভাষণ দিয়েছিলেন, সেদিন তাঁর প্রকৃত উত্তরসূরী আজকের প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের বয়স হয়েছিল এক বছর এক মাস ২৬ দিন (বাংলা ১৩৫৪ সালের ২রা মাঘ জন্মকাল হিসাবে)। আহলেহাদীছ জামা'আতের প্রাণপুরুষ আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফীর সেই হৃদয়বিদারক বাণীকে শক্ত হস্তে ধারণ করে, বলিষ্ঠ পদক্ষেপে বলিয়ান হয়ে সেদিনের ফুটফুটে শিশু বর্তমানকালের ভারত উপমহাদেশের আহলেহাদীছ আন্দোলনের মৌলিক চেতনার সফল রূপকার, জাতীয় জাগরণের বীর সেনাপতি প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ঐ নওদাপাড়ার ঐতিহ্যমণ্ডিত ঐতিহাসিক ময়দান থেকেই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সূচনা করেছেন, সেখানেই আগামী দিনের আহলেহাদীছ জামা'আতের মহান ঐতিহ্যের মানদণ্ড বিশাল প্রতিষ্ঠানের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেছেন।

তাই আজকে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে প্রকৃতপক্ষে একটি আন্দোলনী রূপ পরিগ্রহ করার জোরালো দাবী উঠেছে চরমভাবেই। তিনি জাতির মাঝে আহলেহাদীছ আন্দোলন ও অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে দূরতম পার্থক্যের দোলন সৃষ্টি করেছেন, মানবরচিত আধুনিক ও প্রাচীন যাবতীয় মতবাদ যে আহলেহাদীছ আন্দোলনের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক, তা তিনি পরিষ্কার করে দিয়েছেন। তিনি অপ্রতিরোধ্য চেতনা সৃষ্টি করেছেন যে, কেউ জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আদর্শ মেনে চলবে, আবার কোন ক্ষেত্রে মানব রচিত মতবাদেরও অনুসরণ করবে- ইসলামী হোক আর অনৈসলামী হোক, এমন সত্য-মিথ্যা এক সঙ্গে চলতে পারে না, অনুরূপ পূর্বসূরীদের দোহাই দিয়ে শিরক-বিদ'আত ও জাল-যঈফ বর্ণনার মাধ্যমে কৃত ইবাদত কখনও আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হ'তে পারে না। মোটকথা ডঃ গালিব যখন আহলেহাদীছ জামা'আত সহ অন্যান্য মাযহাবী ভাইদেরকেও পূর্বসূরীদের ন্যায় একটি স্বতন্ত্র ও অভ্রান্ত প্লাটফরমে সংঘবদ্ধ করে একটি শক্তিশালী নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনে পরিণত করায় সিদ্ধহস্ত, তখনই এই বিপ্লবী কাফেলার নব্যশত্রু, ছদ্মবেশী কালো শক্তি ডঃ গালিব ও তাঁর সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের প্রতি আজ হিংস্র আক্রমণ করেছে।

হে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী ঐতিহ্যের স্মারক! ১৯৫৭ সালের ২৩শে জুন বেহায়া ইংরেজ খৃষ্টান শক্তি যখন উপমহাদেশের স্বাধীনতা সূর্যকে ছিনিয়ে নিয়েছিল, সর্বসাধারণের রক্তপানের ক্ষিপ্রতা অব্যাহত রেখেছিল, সম্পূর্ণরূপে লুণ্ঠন করছিল এদেশে বিশাল ধনরত্ন, ঐদিন সেই হারানো স্বাধীনতাকে উদ্ধারের জন্য কেউ এগিয়ে আসেনি, বরং তাদের সঙ্গে আপোষ করেছিল, কেউ দেশ ছেড়েছিল। সেদিন ঐ সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে 'শির দেগা নেহী দেগা আমামা' এই দীপ্ত শপথ নিয়ে তোমার প্রাণপুরুষগণই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সিংহের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে জিহাদ আন্দোলনের শুভ সূচনা করেছিলেন। ভারত উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টিকারী, বৃটিশ-বেনিয়া বিরোধী আন্দোলনের অকুতোভয় সিপাহসালার সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী, আল্লামা শাহ ইসমাঈল শহীদ সহ তাঁদের অন্যান্য সাথীগণ ১৮৩১ সালের ৬ই মে জিহাদী ঐতিহ্যের জলন্ত স্বাক্ষর বালাকোট প্রান্তরে শাহাদতবরণের মাধ্যমে যে রক্তের বন্যা প্রবাহিত করেছিল, সেই রক্তের ছাপ তোমার বক্ষ থেকে এত দ্রুত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল? নারিকেল বাড়িয়ার বাঁশের কেল্লার মাধ্যমে ১৮৩১ সালের ১৯শে নভেম্বর সংঘটিত সৈয়দ নেছার আলী তিতুমীরের আপোষহীন জিহাদী ঐতিহ্য তোমার স্মৃতিপটে কি এখন নেই? শিরক-বিদ'আত ও প্রচলিত রসম-রেওয়াজ, যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর যে ব্যাঘ্রহুংকার তাও কি তুমি আজ হারিয়েছ, পেশোয়ার প্রান্তরের মহা গৌরবান্বিত রক্তাক্তমঞ্চের উত্তরসূরী তুমিই।

এভাবে তোমারই লহু ক্ষরণে চিত্রাংকিত হয়েছে হাযারো প্রান্তর। তুমি কি মনে করেছ, '৫২-এর ভাষা আন্দোলন এবং মাতৃভূমির সম্ভ্রম রক্ষায় পাকিস্তানী হায়েনাদের বিরুদ্ধে '৭১-এর স্বাধীনতা আন্দোলনে তোমার অবদান সামান্য? এতো লক্ষ শহীদের স্বর্ণস্বাক্ষর, গ্রামবাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলই তার সাক্ষ্য বহন করে। একে অস্বীকার করার কোনই সুযোগ নেই। তবুও তুমি আজ অবহেলিত!

হে ইসমাঈল, আহমাদ, তিতুমীরের উত্তরসূরী! যখন তোমার জন্মভূমির উপর কোন অপশক্তি আক্রমণ করবে, তখন দেখবে তুমিই আবার সর্বাগ্রে বুকের তাজা তপ্ত লহু বাংলার যমীনে ঢেলে দিবে, তোমার জন্য স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাস রচিত হবে ইনশাআল্লাহ। যদিও অন্যরা প্রাণের ভয়ে দেশ ছাড়বে বা ঐ সন্ত্রাসী শক্তির সাথে আপোষ করবে। তাতে তোমার কোনই যায় আসে না। পিছনের ইতিহাস তা-ই তো বলে।

হে মুসলিম বাংলার তিন কোটি আহলেহাদীছ জনতা! এখনো কি তোমার ঘুম ভাঙ্গেনি, তোমার হৃদয়তন্ত্রীতে কুঠারাঘাতের বজ্রধ্বনি বেজে উঠেনি, লুকিয়ে থাকা তোমার উদ্দীপ্ত চেতনা কখন জেগে উঠবে? তুমি কি লক্ষ্য করেছ, যখন বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সর্বোচ্চ প্রাসাদ থেকে পর্ণ কুটিরে পর্যন্ত আহলেহাদীছ আন্দোলনের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হচ্ছিল, আকাশে-বাতাসে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিজয়ী নিশান উড্ডীন করার মোক্ষম সময় হাতছানি দিয়ে ডাকছিল, তখনই এ আন্দোলনকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে উৎখাত করার জন্য, এর অবিস্মরণীয় জাজ্বল্যমান ইতিহাসকে বিকৃত করার মানসে সেই আন্দোলনের উপর আজ নিকৃষ্ট রাষ্ট্রদ্রোহী জঙ্গীবাদের ডাহা মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে। আজ তিন কোটি আহলেহাদীছ জনতার প্রাণপ্রিয় নেতা, উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের দিগ্বিজয়ী জাগরণ সৃষ্টিকারী অকুতোভয় বীরসেনানী, সুসাহিত্যিক, শীর্ষাস্থানীয় ইসলামী ব্যক্তিত্ব, দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ প্রফেসর, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, 'আন্দোলন'র নায়েবে আমীর, দেশবরেণ্য বয়োঃবৃদ্ধ আলেমে দ্বীন, আহলেহাদীছ জামা'আতের গৌরব, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার স্বনামধন্য প্রিন্সিপ্যাল, উস্তাযুল আসাতিযাহ, দীর্ঘদিন ধরে একাধিক রোগে আক্রান্ত শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, 'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক, পি-এইচ.ডি গবেষক এ. এস. এম আযীযুল্লাহ সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অন্যান্য কর্মীদেরও উক্ত মিথ্যা অভিযোগে আজ দীর্ঘ দু'মাসাধিককাল অবধি কারাবন্দী। অথচ আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ২০০০ সালের আগষ্ট মাস থেকেই কথিত জঙ্গীদের বিরুদ্ধে যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, বলিষ্ঠ বক্তব্য, ক্ষুরধার লেখনী উপহার দিয়েছেন, তা এদেশের সরকার, প্রশাসন, আলেম-ওলামা পর্যন্তও দেননি। একথা দ্ব্যর্থহীন ভাবেই বলা যায়। তাহ'লে কেন এই অন্যায়, কেন চুরি, ডাকাতি, বোমা হামলার মত ৮/১০ টি জঘন্য মামলা চাপানো হ'ল?

হে আহলেহাদীছ জনতা! তুমি কি উপলব্ধি করেছ? তোমরা যারা এদেশেই জন্মগ্রহণ করেছ, উপমহাদেশের লালিত স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনার জন্য সর্বগ্রাসী বৃটিশ-বেনিয়াদের বিরুদ্ধে যারা স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছ, যাদের রক্তের বন্যা আজও বালাকোট, নারিকেল বাড়িয়া, পেশোয়ার, আসমাস্ত প্রভৃতি প্রান্তরে প্রবাহিত হচ্ছে, যাদের হাযারো ফাঁসির কাষ্ঠের ঝুলন্ত মঞ্চ আজও সাক্ষ্য বহন করছে, তোমরা যারা মাওলানা আকরম খাঁর মত সুদীর্ঘ ৫৬ বছরের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতিক, স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিপুরুষ, উপমহাদেশের মুসলিম সাংবাদিকতার জনক, ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সূচনাকারীদের অন্যতম, অমর সাহিত্যিকের জন্ম দিয়েছ, আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শীর ন্যায় বাংলার শ্রেষ্ঠতম কলমসৈনিক, রাজনীতিক, ১৯৫৯ সালে বাংলা একাডেমীর পক্ষ থেকে সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত সুসাহিত্যিক, প্রখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করেছ, আজ তোমারই উপর কেন রাষ্ট্রদ্রোহী জঙ্গীবাদের অভিযোগ দেওয়া হ'ল, কেন তোমার কর্ণধারদের গ্রেফতার করে তোমার মেরুদণ্ডে করাঘাত করা হ'ল? কেন দীর্ঘ টানা বিশ দিন অতঃপর আরো চার দিন রিমাণ্ডে নিয়ে নানা নির্যাতন সহ মস্তিষ্ক বিকৃত করার প্রানান্ত চেষ্টা করা হ'ল? যে মাঠে ১৯৪৯ সালে আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী (রহঃ) স্মরণকালের মহাসম্মেলন করেছিলেন, সে মাঠেই সুদীর্ঘ ১৫ বছর ধরে চলে আসা আহলেহাদীছ জামা'আতের মহান ঐতিহ্য লক্ষাধিক জনতার জাতীয় ভিত্তিক তাবলীগী ইজতেমা'০৫-এর বিশাল প্যাণ্ডেল ও ঐতিহাসিক মঞ্চ কেন প্রশাসন কর্তৃক ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল? গরীব-দুঃখী খেটে খাওয়া মানুষের দীর্ঘদিন ধরে অতি কষ্টে সংগ্রহ করা ঘর্মাক্ত লক্ষ লক্ষ অর্থ কেন এক নিমেষে নস্যাৎ করে দেয়া হ'ল? তুমি যখন দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জর্জরিত হয়ে অশ্রুজলে বুক ভাসিয়ে দিয়ে সেই প্যাণ্ডেলের দিকে একবার দেখার জন্য যাচ্ছিলে, তখন কেন ঘাতক র‍্যাব, পুলিশ হায়েনার মত তোমার প্রতি আক্রমণ করছিল? সেদিন তোমার গগনবিদারী আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে গিয়েছিল, আল্লাহর আরশ পর্যন্ত হয়ত কেঁপে উঠেছিল।

হে মাতৃভূমির অতন্দ্রপ্রহরীরা! তোমার উত্তরসূরীরা সেদিন কোন্ দেশের স্বাধীনতার জন্য রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল? কেন তোমার বিরুদ্ধে, তোমার লেখনী ও সাহিত্যের বিরুদ্ধে নোংরা হাতে কলম নিয়ে সাংবাদিকরা এগিয়ে আসে? যে দেশের সরকার, প্রশাসন তোমার কর্ণধারদের মুক্তির জন্য, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের জন্য একটি পোষ্টার লাগাতে দেয় না, পোষ্টারিং করার সময় পুলিশ ৭/৮ বছরের শিশুদেরকে গ্রেফতার করে কারাগারে

নিক্ষেপ করে, একটি লিফলেট বিতরণ করতে দেয় না, মিছিল করতে দেয় না, এমনকি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে কর্মরত, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীল, শিক্ষক সমিতি, তাঁর বিভাগের শিক্ষকগণ পর্যন্ত যখন কোনই পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি, তখন শিক্ষার্থীরা তাদের প্রাণপ্রিয় শিক্ষকের জন্য দীর্ঘদিন পর মিছিল-সমাবেশ করতে গেলে বাধা দেয়া হয়।

অথচ তুমি তো কোনদিনই রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য মানুষ হত্যা করনা, মন্ত্রিত্ব অর্জনের মোহে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করনা, এমপি পদের জন্যও কোনদিন লালায়িত নও। তুমি তো কোনদিন দেশের অণুপরিমাণ ক্ষতি করনি, হরতাল, ভাংচুর, জ্বালাও-পোড়াও, বিশ্ববিদ্যালয়ের হল দখল, রাস্তায় হাঙ্গামাও করনি। ইতিহাসে এগুলির কোনরূপ নযীর আছে কি? এমনকি গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নিশ্ছিদ্র অভিযান চালানো হয়েছে, কিন্তু তোমাদের হাতে কখনো হাতকড়া পরানো হয়েছিল কি? হাযার হাযার মারণাস্ত্র উদ্ধার হ'লেও তোমার ঘরে কি একটিও পেয়েছিল? দীর্ঘদিন সেনাবাহিনী দিয়ে অপারেশন ক্লিনহার্ট চালানো হ'ল, আজকেও র‍্যাব, চিতা, কোবরার অভিযান চলছে, শত শত সন্ত্রাসী ধরা পড়ছে, ট্রাক ট্রাক অস্ত্র ভাণ্ডারও পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু তোমার সাথে কি সেগুলির কোন রকম সংশ্লিষ্টতা আছে?

হে মহা সংগ্রামী আহলেহাদীছ জামা'আত ! তুমি তোমার যাবতীয় অলসতা ঝেড়ে ফেল, শির উঁচু বলিষ্ঠ পদে দণ্ডায়মান হও! জাতীয়, বিজাতীয় এবং ধর্মের নামে সৃষ্ট সকল প্রকার প্রাচীন ও আধুনিক মতবাদকে পদপৃষ্ট করে সর্বযুগে প্রশংসিত রাসূলের দেখানো অভ্রান্ত ও চূড়ান্ত পথ 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র নিজস্ব প্লাটফরমে ঐক্যবদ্ধ হও। তুমি আর কতকাল এরূপ অবহেলিত থাকবে? পিছনের ইতিহাসের দিকে ফিরে দেখ, সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধ থাকার কারণে চিরদিনই তারা বিজয় লাভ করেছে। ঐ শুন তোমার রেনেসাঁর উত্তরণের দিকনির্দেশনা, যা উদ্গত হয়েছে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে জাগানোর অনন্য প্রতিভা আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ)-এর আন্দোলনী স্ফুলিঙ্গ হ'তে, 'অতএব আমাদিগকে যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে, আমাদের দোষক্রটির সংশোধন করিয়া আমাদিগকে সংঘবদ্ধ হইতে হইবে। সকল সন্দেহ ও দ্বিধা ঝাড়িয়া ফেলিয়া পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত দৃঢ় পদবিক্ষেপে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে' *(আহলে হাদীস পরিচিতি, পৃঃ ১৭)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন আল্লাহর সর্বশেষ অহি ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের এক বৈপ্লবিক আন্দোলন।

মনীষী চরিত

মাওলানা মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী (রহঃ)

*নূরুল ইসলাম**

ভূমিকাঃ

মাওলানা মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী (রহঃ) ছিলেন পাকিস্তানের বিশিষ্ট আহলেহাদীছ বিদ্বান, মুহাদ্দিছ ও সাংবাদিক। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, প্রখ্যাত আহলেহাদীছ বিদ্বান ডঃ আছেম বিন আব্দুল্লাহ আল-কারয়ূতী বলেন, ولقد كان الشيخ سلفيا حقا فى الاعتقاد والفروع، والدعوة والمنهج، لاتشوبه شائبة تقليد ولاتصوف- 'শায়খ আক্বীদাগত ও প্রশাখাগত বিষয়ে এবং দাওয়াত ও পন্থায় ছিলেন খাঁটি সালাফী। তাক্বলীদ (অন্ধ অনুকরণ) ও ছূফীবাদের দোষ-ত্রুটি তাঁকে দূষিত করতে পারেনি'। বইয়ের পোকা এই মহামনীষী আমৃত্যু মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর সোজা-সরল-সুদৃঢ় পথে আহ্বান করে গেছেন দরস-তাদরীস, বক্তৃতা, লেখনী ও সাংবাদিকতার মাধ্যমে। তাঁর জ্ঞান-গরিমা ছিল সর্বজনবিদিত। তাইতো মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় 'মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে' তাঁকে অধ্যাপনার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল, যাতে তাঁর জ্ঞানধারার স্বচ্ছ সলিলে জ্ঞান-পিয়াসীরা অবগাহন করে তাদের জ্ঞান পিপাসা মিটাতে পারে। কিন্তু দাওয়াতী কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকার দরুন তিনি বিনীতভাবে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। মৃত্যু অবধি ভাড়া বাড়ীতে বসবাসকারী আল্লাহভীরু এই আহলেহাদীছ মনীষী নিজেকে উৎসর্গ করে গেছেন দ্বীন ইসলামের পথে। তিনি চলে গেছেন পরপারে, কিন্তু আমাদের জন্য রেখে গেছেন তাঁর আদর্শ বর্ণিল জীবন।

নাম ও জন্মঃ

নাম আবুত তাইয়েব মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ হানীফ বিন মিয়া ছদরুদ্দীন হুসাইন। তিনি ১৩২৬ হিঃ/১৯০৯ খৃঃ অথবা ১৩২৭ হিঃ/১৯১০ খৃষ্টাব্দে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসর যেলার ভূজিয়ান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান ভূজিয়ানের দিকে সম্পর্কিত করে তাঁর নামের শেষে ভূজিয়ানী শব্দটি যুক্ত করা হয়।

শিক্ষা জীবনঃ

মাওলানা ভূজিয়ানী স্বীয় গ্রাম ভূজিয়ানের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা আব্দুল করীম ভূজিয়ানীর নিকটে কুরআন মজীদ,

* *আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

বুলূগুল মারাম ও অন্যান্য গ্রন্থাবলী, মাওলানা ফয়যুল্লাহ খানের কাছে কুরআন মজীদের অর্থ, মাওলানা আব্দুর রহমান বিন ফয়যুল্লাহ-র কাছে মিশকাতুল মাছাবীহ, নাহু, ছরফ প্রভৃতি এবং মাওলানা আমানুল্লাহ্র কাছে ফারসী অধ্যয়ন করেন।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ১৩ বা ১৪ বৎসর বয়সে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য তদানীন্তন ইসলামী জ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্র দিল্লীতে পাড়ি জমান। সেখানে তিনি 'মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া'য় মাওলানা আব্দুল জব্বার জয়পুরীর (মৃঃ ১৩৮৪ হিঃ) নিকটে কুতুবে সিত্তাহ ও তাফসীরে জালালাইন এবং মুহাদ্দিছ আবূ সাঈদ শরফুদ্দীনের কাছে মুওয়াত্ত্বা মালেক ও শরহে নুখবাতুল ফিকার অধ্যয়ন করেন। দিল্লী থেকে পাঞ্জাবে ফিরে এসে তিনি মাওলানা আতাউল্লাহ লাক্ষাবীর কাছে নাহু ও ছরফের অন্যান্য গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন। অতঃপর গুজরানওয়ালায় গিয়ে হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দলবীর (১৮৯৭-১৯৮৫ খৃঃ) কাছে উলূমুল হাদীছ, তাফসীরে বায়যাবী এবং মুহাদ্দিছ আবূ তুরাব মুহাম্মাদ আব্দুত তাওয়াব মুলতানীর (মৃঃ ১৩৬৬ হিঃ) কাছে হাদীছের বিভিন্ন গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন। আব্দুল জব্বার জয়পুরী ও হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দলবী তাঁকে কুতুবে সিত্তাহ ও মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক এবং মুহাদ্দিছ আবূ তুরাব মুহাম্মাদ আব্দুত তাওয়াব মুলতানী তাঁকে হাদীছ ও উছূলে হাদীছের সকল গ্রন্থাবলী বর্ণনা করার অনুমতি দেন। পর্যাপ্ত জ্ঞানার্জন করে পাঠদানের যোগ্যতা অর্জনের পর তিনি নিজ গ্রামে ফিরে আসেন।

কর্মজীবনঃ

গুজরানওয়ালায় 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ' কেন্দ্রীয় মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করলে তিনি প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। মাদরাসাটি অমৃতসরে স্থানান্তরিত হ'লে ফরীদকোর্ট যেলার কোর্টকাপুর মসজিদের খতীব নিয়োজিত হন। অতঃপর ফীরোযপুরের 'মারকাযুল ইসলাম' মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। ১৯৩৭ সালে ফীরোযপুরে 'দারুল হাদীছ নাযীরিয়া' মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর পাকিস্তানের মামূঁকানজনের উডানওয়ালা মাদরাসায় শায়খুল হাদীছ হিসাবে নিয়োগ পান।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর থেকে জীবনের শেষাবধি তিনি লাহোরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। পাকিস্তান স্বাধীনতার পূর্বে তিনি কতিপয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান স্বাধীন হবার পর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিহার করে জ্ঞান চর্চা, দাওয়াতী কর্মকাণ্ড এবং গ্রন্থ প্রকাশে আত্মনিয়োগ করেন।

খ্যাতনামা আলেম ও রাজনীতিক মাওলানা মুহাম্মাদ দাউদ গযনবী (১৩১২-৮৩ হিঃ/১৮৯৫-১৯৬৩ খৃঃ), ইসমাঈল সালাফী ও আব্দুল ওয়াহিদের সাথে পাকিস্তানে 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ' প্রতিষ্ঠায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এজন্য তাঁকে জমঈয়তের অন্যতম বড় নেতা হিসাবে গণ্য করা হ'ত।

এছাড়া তিনি লাহোরের 'জামে'আ সালাফিয়া'য় শিক্ষকতা এবং লাহোরের ইসলামিয়া কলেজের মসজিদে মুবারকে দীর্ঘ ১৫ বছর খত্বীবের দায়িত্ব পালন করেন।

সরকারী দায়িত্ব পালনঃ

❒ পাকিস্তান সরকার কর্তৃক সর্বোচ্চ রাষ্ট্র পরিচালনা পরিষদ 'ইসলামী নাযরিয়াতী কাউন্সিলের' (اسلامى نظرياتى کونسل) সদস্য মনোনীত হন।

❒ পাকিস্তানে 'চাঁদ দেখা কমিটি'র সদস্য নিযুক্ত হন।

❒ পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট যিয়াউল হক তাঁকে 'উচ্চ মন্ত্রণা পরিষদের' পরামর্শক মনোনীত করেন।

পত্রিকা প্রকাশঃ

মাওলানা ভূজিয়ানী 'রাহীক' নামে একটি মাসিক উর্দূ পত্রিকা প্রকাশ করেন। এটি বছর তিনেক চলেছিল। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি 'আল-ই'তেছাম' (الإعتصام) নামে সাপ্তাহিক উর্দূ পত্রিকা প্রকাশ করেন, যা অধ্যাবধি চালু আছে। আব্দুর রহমান ফিরওয়াঈ বলেন, وهى تعتبر من المجلات السلفية الشهيرة فى شبه القارة الهندية 'এটিকে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ সালাফী পত্রিকাসমূহের অন্যতম পত্রিকা রূপে গণ্য করা হয়ে থাকে'।

সালাফিয়া লাইব্রেরী ও ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠাঃ

মাওলানা ভূজিয়ানী তাফসীর, হাদীছ, আক্বীদা ও অন্যান্য বিষয়ক সালাফী ঐতিহ্য প্রচার, প্রকাশ ও মুদ্রণের জন্য 'মাকতাবা সালাফিয়া' বা সালাফিয়া লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ বলেন,

انشأها المحقق العلامة الشيخ محمد عطاء الله حنيف الفوجيانى لخدمة الكتاب العزيز والسنة المطهرة حسب المنهج السلفى، وقد كانت هذه خطوة مباركة رائدة لخدمة السنة النبوية فى شبه القارة الهندية، وقام الشيخ عطاء الله حنيف بواسطة هذه المكتبة بنشر كتب السلف تحت اشرافه وبتحقيقه-

'সালাফী পন্থা অনুযায়ী কুরআন ও সুন্নাহ্র খেদমত করার জন্য আল্লামা মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী এটি প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় উপমহাদেশে সুন্নাতে নববীর খেদমতের জন্য এটি ছিল বরকতময় অগ্রণী পদক্ষেপ। এই লাইব্রেরীর মাধ্যমে শায়খ আতাউল্লাহ হানীফ সালাফে

ছালেহীন বা পুণ্যাত্মা অগ্রবর্তীদের গ্রন্থাবলী তাঁর তাহক্বীক্ব ও তত্ত্বাধানে প্রকাশ করার দায়িত্ব পালন করেন'।

তাফসীর, হাদীছ, ফিক্বহ প্রভৃতি বিষয়ের অনন্য সংগ্রহশালা এ লাইব্রেরীটি বেশ সমৃদ্ধ। এই লাইব্রেরীতে অনেক গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণ মওজুদ রয়েছে। উক্ত লাইব্রেরীতে শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া, তদীয় ছাত্র ইবনুল ক্বাইয়িম এবং নবাব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (রহঃ) (১২৪৮-১৩০৭ হিঃ/১৮৩২-৯০খৃঃ)-এর গ্রন্থাবলীর জন্য পৃথক পৃথক সেলফ রয়েছে। অদ্যাবধি ছাত্র, গবেষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এ সমৃদ্ধ লাইব্রেরী থেকে তাঁদের জ্ঞান-পিপাসা মিটাচ্ছেন। বস্তুতঃ মাওলানা ভূজিয়ানীর অভিপ্রায় ছিল আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের টীকা-টিপ্পনী সহ ছহীহাইন, সুনান চতুষ্টয়, মুওয়াত্ত্বা মালেক প্রভৃতি গ্রন্থাবলী প্রকাশ করা। যাতে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন মাদরাসায় অধ্যয়নরত ছাত্ররা এগুলি সংগ্রহ করে উপকার লাভ করতে পারে এবং তাদের মাঝে বিশুদ্ধ আক্বীদা-বিশ্বাস সৃষ্টি হয়। এ অভিপ্রায়ে ১৯৮০ সালে তিনি 'দারুদ দা'ওয়াহ আস-সালাফিইয়া' (دار الدعوة السلفية) নামে একটি ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার সমৃদ্ধ লাইব্রেরীটি এর নামে ওয়াকফ করে দেন।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্থার সাথে তাঁর সম্পর্কঃ

বিভিন্ন ইলমী সংস্থা, সাংস্কৃতিক সেন্টার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। এসব প্রতিষ্ঠান তাঁকে যথেষ্ট সম্মান করত এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মতামত গ্রহণ করত। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু ছাত্রকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের অনুষ্ঠানে তিনি অংশগ্রহণ করেন।

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার আমন্ত্রণঃ

মাওলানা ভূজিয়ানীর বিদ্যাবত্তার খ্যাতি ছিল সর্বজন স্বীকৃত। সেকারণ তাঁকে 'মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে' অধ্যাপনার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু দাওয়াতী কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকার দরুন তিনি সে প্রস্তাবে সম্মত হননি।

বইয়ের পোকা ভূজিয়ানীঃ

মাওলানা ভূজিয়ানী একাগ্রচিত্তে জ্ঞান-গবেষণায় নিয়োজিত থাকতেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে কোন বই ঢুকানোর পূর্বে অন্তত এক নযর দেখতেন। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক ডঃ আছেম বিন আব্দুল্লাহ আল-ফারয়ূতী তাঁকে শায়খ আলবানীর 'ইরওয়াউল গালীল ফী তাখরীজে আহাদীছে মানারুস সাবীল' এবং ইবনু আবী আছেমের 'আস-সুন্নাহ' গ্রন্থটি দিলে তিনি এক নযর দেখে তারপর তার লাইব্রেরীতে নির্দিষ্ট স্থানে রাখেন। অথচ তখন তিনি প্রচণ্ড অসুস্থ ছিলেন এবং ডাক্তারের পক্ষ থেকে পড়া নিষিদ্ধ ছিল। তাঁর সালাফিয়া লাইব্রেরীতে এমন গ্রন্থ খুব কমই পাওয়া যাবে যাতে তাঁর টীকা-টিপ্পনী অথবা গ্রন্থটির উপকারিতার প্রতি ইঙ্গিত নেই।

বই ক্রয়ে আগ্রহঃ

গ্রন্থ ক্রয়ের ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবাদতুল্য। বইয়ের মূল্য যত বেশীই হোক না কেন তা তাঁর সংগ্রহে থাকা চাই। তিনি তদানীন্তন সময়ে ১০ হাযার রূপী দিয়ে 'আত-তামহীদ লিমা ফিল মুওয়াত্ত্বা মিনাল মা'আনী ওয়াল আসানীদ' (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) গ্রন্থটি ক্রয় করেন।

আল্লাহভীরুতাঃ

মাওলানা ভূজিয়ানী ছিলেন একজন প্রকৃত আল্লাহভীরু ব্যক্তিত্ব। দুনিয়ার প্রতি তাঁর সামান্যতম মোহ ছিল না। তিনি ভাড়া বাড়ীতে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। তাঁর অবস্থা এবং বাড়ীর আসবাবপত্র দেখে যে কেউ আশ্চার্যান্বিত হ'ত। এ দরিদ্রতার মাঝেও আল্লাহ তাঁকে 'দারুদ দা'ওয়াহ আস-সালাফিইয়া' (دار الدعوة السلفية) প্রতিষ্ঠা করার তাওফীক দান করেন। এর প্রথম তলাকে 'আল-ই'তিছাম' পত্রিকার অফিস ও হেফযখানা, দ্বিতীয় তলাকে মসজিদ এবং ৩য় তলাকে তার লাইব্রেরীটির জন্য নির্ধারণ করেছিলেন। এগুলি সবই তিনি ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। আমৃত্যু তিনি ভাড়া বাড়ীতে অবস্থান করেছেন।

এক নযরে তাঁর দাওয়াত ও অবদানঃ

- ❒ সালাফী আক্বীদার দিকে মানুষকে আহ্বান এবং এ আক্বীদার যা কিছু সহায়ক তার প্রচার-প্রকাশ এবং যারা এ আক্বীদার বিরোধিতা করে তাদের প্রতিউত্তর দেওয়া।
- ❒ সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার দিকে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া এবং যারা সুন্নাহকে হেয় প্রতিপন্ন করে তাদের প্রতিউত্তর প্রদান করা।
- ❒ কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ।
- ❒ যাবতীয় অন্যায়-অনাচার ও বিদ'আতী কর্মকাণ্ড থেকে মানুষকে সতর্ক করা।
- ❒ মাওলানা দাউদ গযনবী, ইসমাঈল সালাফী ও আব্দুল ওয়াহীদের সাথে পাকিস্তানে 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ' প্রতিষ্ঠা করা।
- ❒ বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দান।
- ❒ 'রাহীক' ও 'আল-ই'তিছাম' নামে দু'টি পত্রিকা প্রকাশ করা।
- ❒ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সালাফী ঐতিহ্যের গ্রন্থাবলীর তাহক্বীক্ব করা এবং অন্য আলেমগণকে তাহক্বীক্ব ও গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ করা।
- ❒ 'দারুদ দা'ওয়াহ আস-সালাফিইয়া' ও তাঁর বিশাল লাইব্রেরীকে ওয়াকফ করা।

❒ ইমাম ইবনে তায়মিয়া ও তদীয় ছাত্র ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর গ্রন্থাবলীর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান।

❒ বিভিন্ন গ্রন্থাবলীর টীকা-টিপ্পনীতে আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের জীবনীর প্রতি গুরুত্ব প্রদান।

কাদিয়ানীদের দমনে তাঁর ভূমিকাঃ

কাদিয়ানীদের দমনে পাকিস্তান ও ভারতের আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাদের ভ্রান্ত মতবাদ দমনে 'শায়খুল কুল ফিল কুল' (সর্বকালের সকলের সেরা বিদ্বান) মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (১২৪১-১৩২০ হিঃ) ও মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর (১২৮৭ হিঃ/১৮৬৮ খৃঃ-১৩৬৭ হিঃ/১৯৪৮ খৃঃ) ন্যায় মাওলানা আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানীও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের সাথে সম্পর্কঃ

ভারত ও পাকিস্তানের ওলামায়ে কেরাম বিশেষ করে আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের সাথে তাঁর সুনিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। সঊদী আরবের ওলামায়ে কেরামের সাথেও তাঁর মধুর সম্পর্ক ছিল। এক্ষেত্রে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক, প্রখ্যাত আলেম শায়খ হাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-আনছারী (১৩৪৩ হিঃ-১৪১৮ হিঃ), শায়খ ডঃ মুহাম্মাদ আমান, শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (১৩৩০-১৪২০ হিঃ), শায়খ ওমর ফালাতাহ (১৩৪৫-১৪১৯ হিঃ) প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তিনি শায়খ আলবানীর একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর গ্রন্থাবলী অত্যন্ত আগ্রহের সাথে পাঠ করতেন এবং সেগুলি থেকে উপকার লাভ করতেন। বিশেষকরে 'তানকীহুর রুওয়াত ফী তাখরীজে আহাদীছিল মিশকাত' তাহক্বীক্ব করার সময় তিনি তাঁর গ্রন্থাবলী দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হন।

শায়খ আলবানীর সুস্থতার সংবাদ অবগত হয়ে তিনি ডঃ আছেম বিন আব্দুল্লাহ আল-কারয়ূতীকে লেখা এক পত্রে বলেন, فرحت جدا بخبر صحة استاذنا المبارك المحترم صانه الله من مكروهات اهل العصر وامد فى حياته وتولاه-

'আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের সুস্থতার সংবাদে আমি প্রচণ্ড খুশী হয়েছি। আল্লাহ তাঁকে যুগের লোকদের যাবতীয় খারাপী থেকে রক্ষা করুন, তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন এবং তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করুন'।

ছাত্রবৃন্দঃ

শায়খের অগণিত ছাত্র ছিল। তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল-

১. গযনবীয়া মাদরাসার শায়খুল হাদীছ ও 'তাযকিরাতুল হুফফায' গ্রন্থের উর্দূ অনুবাদক হাফেয মুহাম্মাদ ইসহাক।

২. গুজরানওয়ালার শায়খুল হাদীছ হাফেয মুহাম্মাদ আবুল কাসেম।

৩. লাহোরের 'ইদারায়ে ছাক্বাফাতে ইসলামিয়া'র গবেষক শায়খ মুহাম্মাদ ইসহাক।

৪. লাহোরের সরকারী মাদরাসার লেকচারার মাওলানা আবূ বকর ছিদ্দীক।

৫. পাকিস্তান 'জমঈয়তে আহলেহাদীছে'র আমীর মাওলানা মুঈনুদ্দীন লাক্ষাবী।

৬. মাওলানা মহিউদ্দীন লাক্ষাবী।

৭. গুজরানওয়ালার মাওলানা মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল।

৮. ফায়ছালাবাদের মাওলানা মুহাম্মাদ ছাদেক খলীল।

৯. জেহলামের 'জামে'আ আছারিয়া'র শিক্ষক মরহূম শায়খ মুহাম্মাদ ইয়াকূব ওরফে পীর ইয়াকূব।

১০. মামূঁকানজনের মাওলানা আব্দুছ ছামাদ।

১১. মাওলানা সুলাইমান আলী।

১২. লাহোরের মসজিদে মুবারকের খত্বীব মাওলানা ফযলুর রহমান।

১৩. انجاز الحاجة شرح سنن ابن ماجه -এর রচয়িতা মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ আলী জানবাজ।

১৪. ভূজিয়ানীর পুত্র হাফেয আহমাদ শাকের প্রমুখ।

এছাড়া তিনি শায়খ আলী হাসান আব্দুল হামীদ হালবী, ডঃ মুসাইদ আর-রাশেদ ও মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ আছেম বিন আব্দুল্লাহ আল-কারয়ূতীকে 'ইজাযাহ'* প্রদান করেন।

রচনাবলীঃ

১. আত-তা'লীকাতুস সালাফিইয়াহ আলা সুনানিন নাসাঈ (التعليقات السلفية على سنن النسائى)

২. উর্দূ ভাষায় ইমাম শাওকানীর জীবনী। ভারত বিভাগের পূর্বে তিনি এ গ্রন্থটি লিখেন।

৩. আদইয়াতুর রাসূল (ছাঃ) (উর্দূ)।

৪. বুলূগুল মারামের টীকা। এটি তিনি সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। গ্রন্থটি এখনো প্রকাশিত হয়নি।

৫. রিসালাতুন ফী ইত্তিখাযিল কুবূরে মাসাজিদ (উর্দূ)।

** উছূলে হাদীছের পরিভাষায় শিক্ষক ছাত্রকে তাঁর নিকট থেকে শ্রুত বিষয় অথবা তাঁর রচিত কোন গ্রন্থ বর্ণনা করার অনুমতি প্রদান করাকে 'ইজাযাহ' বলা হয়। চাই তিনি তাঁর উক্ত বিষয় শ্রবণ করুন অথবা পাঠ করুন। = দ্রঃ ডঃ মুহাম্মাদ আছ-ছাব্বাগ, আল-হাদীছুন নববী (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০২ হিঃ/১৯৮২ খৃঃ), পৃঃ ২০৯।*

৬. রাদউল আনাম আন মুহদাছাতে আশেরিল মুহাররাম আল-হারাম (ردع الانام عن محدثات عاشر المحرم الحرام)

৭. শায়খ আবূ যুহরা প্রণীত ইমাম ইবনু তায়মিয়ার জীবনী গ্রন্থের টীকা।

৮. ঐ প্রণীত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর জীবনী গ্রন্থের টীকা।

৯. ঐ প্রণীত ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর জীবনী গ্রন্থের টীকা।

১০. আল-ইকতিফা বিতাফসীরিল ইস্তিওয়া লা বিতাবীলিল ইস্তিওয়া (الاكتفاء بتفسير الاستواء لا بتأويل الاستواء) (অপ্রকাশিত)।

১১. তারতীব ও তাহকীকুর রাসেখ ফী আন্না আহাদীছা রাফইল ইয়াদাইন লায়সা লাহু নাসিখ (উর্দূ)।

১২. ফারসী ভাষায় প্রণীত শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভীর তুহফাতুল মুওয়াহ্হেদীন ফী রাদ্দিশ শিরক (تحفة الموحدين فى رد الشرك) গ্রন্থের উর্দূ অনুবাদ।

১৩. ওয়াকে'আতু কারবালা (কারবালার ঘটনা)।

১৪. আল-উযহিইয়াহ ফী নাযরিশ শারয়ে (শরী'আতের দৃষ্টিতে কুরবানী)।

১৫. ফায়যুল ওয়াদূদ ফিত-তা'লীক আলা সুনানে আবী দাউদ (২ খণ্ড)।

১৬. ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর জুযউল ক্বিরাআহ খালফাল ইমাম (جزء القراءة خلف الامام) গ্রন্থের টীকা।

১৭. ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর তাবাকাতুল মুদাল্লিসীন (طبقات المدلسين) গ্রন্থের টীকা।

১৮. শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১১১৪-৯৩ হিঃ/১৭০৩-৭৯ খৃঃ) প্রণীত ইতহাফুন নাবীহ ফীমা ইয়াহতাজু ইলাইহিল মুহাদ্দিছ ওয়াল ফাকীহ (اتحاف النبيه فيما يحتاج إليه المحدث والفقيه) গ্রন্থের তাহক্বীক্ব। তিনি এ গ্রন্থটির একটি চমৎকার ভূমিকা লিখেন।

১৯. আবুল ওয়াযীর আহমাদ দেহলভী ও আবূ সাঈদ মুহাম্মাদ শারফুদ্দীন দেহলভী প্রণীত তানকীহুর রুওয়াত ফী তাখরীজে আহাদীছিল মিশকাত (تنقيح الرواة فى تخريج احاديث المشكاة) গ্রন্থের তাহক্বীক্ব।

২০. মাওলানা আযীযুদ্দীন মুরাদাবাদী প্রণীত আকমালুল বায়ান ফী রাদ্দে আতয়াবুল বায়ান ফী তায়ীদে তাকবিয়াতুল ঈমান (اكمال البيان فى رد اطيب البيان فى تأييد تقوية الايمان) গ্রন্থের টীকা। এ গ্রন্থের তিনি একটি চমৎকার ভূমিকা লিপিবদ্ধ করেন। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় হাযার।

২১. ইবনু আবিল ইয্য হানাফী প্রণীত আল-ইত্তিবা (الاتباع) গ্রন্থটি তাহক্বীক্ব ও তা'লীক (টীকা) সহ প্রথমবার প্রকাশ করেন।

২২. ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ)-এর উছূলুত তাফসীর গ্রন্থের আব্দুর রাযযাক মালীহাবাদী কৃত উর্দূ অনুবাদের টীকা।

২৩. শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভীর আল-ফাওযুল কাবীর ফী উছূলিত তাফসীর (الفوز الكبير فى اصول التفسير) গ্রন্থের টীকা।

২৪. ঐ প্রণীত মাকতূবাত (চিঠিপত্র)-এর টীকা।

২৫. ঐ প্রণীত আল-বালাগুল মুবীন গ্রন্থের টীকা। এছাড়া 'আল-ই'তিছাম' পত্রিকায় মুসনাদে আহমাদ সম্পর্কে দীর্ঘ প্রবন্ধ, পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি প্রকাশিত 'দায়েরায়ে মা'আরেফে ইসলামিয়া'তে (উর্দূ বিশ্বকোষ) অনেক প্রবন্ধ এবং মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফী প্রণীত জামা'আতে ইসলামী কা নাযরিয়ায়ে হাদীছ (হাদীছ সম্পর্কে জামা'আতে ইসলামীর দৃষ্টিভঙ্গি) শীর্ষক গ্রন্থের ভূমিকা লিপিবদ্ধ করেন।

প্রকাশক ভূজিয়ানীঃ

মাওলানা ভূজিয়ানী শুধু নিজে গ্রন্থ রচনা করেই ক্ষান্ত হননি; বরং ছহীহ সুন্নাহর প্রচার-প্রকাশের জন্য অন্যদের গ্রন্থাবলী প্রসারেরও ব্যবস্থা করেন। প্রকাশনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান প্রসঙ্গে আব্দুর রহমান ফিরওয়াঈ বলেন,

وله عناية كبيرة وهمة بالغة فى نشر كتب الحديث والعقيدة بعد التعليق عليها، وجهود مشكورة فى نشر مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم–

'টিকা-টিপ্পনী সংযোজনের পর হাদীছ ও আক্বীদার গ্রন্থাবলী প্রকাশে তাঁর বড় মনোযোগ ও দারুণ আগ্রহ ছিল এবং শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া ও তদীয় ছাত্র ইবনুল ক্বাইয়িমের গ্রন্থাবলী প্রকাশেও তাঁর প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা' (নিয়োজিত) ছিল'। এক্ষেত্রে তাঁর 'মাকতাবা সালাফিয়া' বা সালাফিয়া লাইব্রেরী ও 'দারুদ দা'ওয়াহ আস-সালাফিইয়া' অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তিনি মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধীর 'আল-ইকাফ ফী আসবাবিল ইখতেলাফ' (الايقاف فى

(اسباب الاختلاف) মুহাম্মাদ ফাখের এলাহাবাদীর রিসালা নাজাতিয়া (আক্বীদা বিষয়ক), নূরুল সুন্নাহ ওয়া কুররাতুল আইনাইন ফী তাফযীলিশ শায়খাইন (نور السنة وقرة العينين فى تفضيل الشيخين), হাফেয মুহাম্মাদের পাঞ্জাবী ভাষায় প্রণীত আহওয়ালুল আখেরাহ, পাঞ্জাবী ভাষায় শিরক ও বিদ'আত প্রতিরোধ বিষয়ক কবিতার গ্রন্থ যীনাতুল ইসলাম, মাওলানা ওয়াহীদুযযামানের তাবভীবুল কুরআন (تبويب القرآن), হায়াত সিন্ধীর তুহফাতুল আনাম ফিল আমাল বিহাদীছিন নাবী আলাইহিস সালাম (تحفة الانام فى العمل بحديث النبى عليه السلام), আহমাদ হাসান দেহলভীর ৭ খণ্ডে সমাপ্ত আহসানুত তাফাসীর (উর্দূ), 'মিশকাতুল মাছাবীহ'-এর বিশ্ববিখ্যাত আরবী ভাষ্য মির'আতুল মাফাতীহ গ্রন্থের ১ম ও ২য় খণ্ড (প্রথম প্রকাশ) প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এজন্য তাঁকে 'ভারত ও পাকিস্তানে সালাফী ঐতিহ্যের প্রকাশক' (ناشر التراث السلفى بالهند وباكستان) অভিধায় আখ্যায়িত করা হয়।

মৃত্যুঃ

এই মহান মনীষী ১৪০৮হিঃ/১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে পাকিস্তানের লাহোরে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

উপসংহারঃ

মাওলানা মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী (রহঃ) আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিকাশে অনন্য ভূমিকা পালন করেন। দরস-তাদরীসের পাশাপাশি তিনি কলমী জিহাদে অংশগ্রহণ করে প্রায় ২৫টি গ্রন্থ রচনা করেন। পাকিস্তান 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ' প্রতিষ্ঠায় পালন করেন অগ্রণী ভূমিকা। নিজে গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি অন্যদেরকেও গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ করেন। ভারতের প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ)-কে মিশকাতের প্রসিদ্ধ ভাষ্য 'মির'আতুল মাফাতীহ' প্রণয়নের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাকতাবা সালাফিয়া, দারুদ দা'ওয়াহ আস-সালাফিইয়াহ ও 'আল-ই'তিছাম' পত্রিকা পাকিস্তানে আহলেহাদীছ আন্দোলন প্রচার-প্রসারে বিরাট ভূমিকা পালন করে আসছে।

[আলোচ্য মনীষী চরিতটি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক, বিশিষ্ট আহলেহাদীছ বিদ্বান ডঃ আছেম বিন আব্দুল্লাহ আল-কারয়ূতী প্রণীত 'কাওকাবাতুম মিন আইম্মাতিল হুদা ওয়া মাছাবীহিদ দুজা' (মদীনা মুনাওওয়ারাহঃ ১৪২০ হিঃ/২০০০ খৃঃ) ও আব্দুর রহমান ফিরওয়াঈ প্রণীত 'জুহূদ মুখলিছাহ ফী খিদমাতিস সুন্নাতিল মুত্বাহ্‌হারাহ' (বেনারসঃ জামে'আ সালাফিইয়া ১৪০৬ হিঃ/১৯৮৬) গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত।-লেখক]।

হাদীছের গল্প

তাওবার অপূর্ব নিদর্শন

*মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম**

মানুষকে বিপথগামী করার জন্য শয়তান সর্বদা তার পিছনে লেগে আছে। সে মানুষের দুর্বলতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তাকে নানা পাপাচারে লিপ্ত করে। সে জড়িয়ে পড়ে নানা রকম অন্যায় অনাচারে। মানবীয় সব গুণাবলী সে ভুলে যায়। কিন্তু যখন তার বোধোদয় হয়, তখন সে কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়, অনুতপ্ত হয়। ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে কৃত অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, ব্যাকুল হয়ে পড়ে আল্লাহ্‌র ক্ষমা পাবার জন্য। আল্লাহ এ সকল অনুতপ্ত মানুষের জন্য তাওবার দরজা অবারিত রেখেছেন। এমন কিছু অপরাধ আছে তাওবা ছাড়া যা থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। আবার ঐ সকল অপরাধ বা গোনাহ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তাওবা খালেছ হ'তে হবে। আমরা এখানে খালেছ তাওবা বা 'তাওবাতুন নাছূহ' এর নিদর্শন তুলে ধরব।

বুরাইদাহ (রাঃ) বলেন, একদা মায়িয বিন মালিক (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। তিনি বললেন, ধিক তোমাকে, তুমি চলে যাও। আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাও এবং তাওবা কর। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি চলে গেলেন এবং সামান্য একটু দূরে গিয়ে পুনরায় ফিরে আসলেন এবং আবারও বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবারও তাকে পূর্বের ন্যায় বললেন। এভাবে তিনি যখন চতুর্থ বার এসে বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, আমি তোমাকে কোন জিনিস হ'তে পবিত্র করব? তিনি বললেন, যিনা হ'তে। তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (ছাহাবীগণকে) জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটি কি পাগল? লোকেরা বলল, না, সে পাগল নয়। তিনি আবার বললেন, লোকটি কি মদ পান করেছে? তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তার মুখ শুঁকে দেখলেন, কিন্তু মদের কোন গন্ধ তার মুখ হ'তে পাওয়া গেল না।

অতঃপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি সত্যই যিনা করেছ? সে বলল, হ্যাঁ। এরপর তিনি রজমের নির্দেশ দিলেন, তখন তাকে রজম করা হ'ল। এ ঘটনার দু'তিন দিন পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (ছাহাবীগণের নিকট) এসে বললেন, তোমরা মায়িয বিন মালিকের জন্য ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) কর। কেননা সে এমন তাওবা করেছে, যদি তা সমস্ত উম্মতের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হয়, তবে তা সকলের জন্য যথেষ্ট হবে।

** এম, ফিল, গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

Contents

এরপর আযাদ বংশের গামেদী গোত্রীয় এক মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে পবিত্র করুন। তিনি বললেন, ধিক তোমাকে তুমি চলে যাও, আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাও এবং তাওবা কর। তখন মহিলাটি বলল, আপনি মায়িয বিন মালিককে যেভাবে ফিরিয়ে দিয়েছেন, আমাকেও কি সেভাবে ফিরিয়ে দিতে চান? দেলবণ, আমার এই গর্ভের সন্তান যিনার। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি (সত্যই অন্তঃসত্তা?) মহিলাটি বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, যাও, তোমার পেটের বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বর্ণনাকারী বলেন, আনছারী এক লোক মহিলাটির সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত তাকে নিজের তত্ত্বধানে নিয়ে গেলেন। সন্তান প্রসব হওয়ার পর ঐ লোকটি মহানবী (ছাঃ)-এর খেদমতে এসে বলল, গামেদী মহিলাটির সন্তান প্রসব হয়েছে। এবার তিনি (ছাঃ) বললেন, এ শিশু বাচ্চাটিকে রেখে আমরা মহিলাটিকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করতে পারব না। কেননা এখন তাকে দুধ পান করাবার মত কেউ নেই। এ সময় জনৈক আনছারী দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তার দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করব। রাবী বলেন, তখন তাকে রজম করলেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মহিলাটিকে বললেন, তুমি চলে যাও এবং সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। অতঃপর সন্তান প্রসবের পর যখন আসল, তখন বললেন, আবার চলে যাও এবং তাকে দুধ পান করাও এবং দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত অপেক্ষা কর। পরে যখন বাচ্চাটির দুধ খাওয়া বন্ধ হয়, তখন মহিলাটি বাচ্চার হাতে এক খণ্ড রুটির টুকরা দিয়ে তাকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খেদমতে হাযির হ'ল। এবার মহিলাটি বলল! হে আল্লাহ্‌র নবী! এই দেলবন (বাচ্চাটির) দুধ ছাড়ানো হয়েছে, এমনকি সে নিজের হাতে খানাও খেতে পারে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাচ্চাটিকে একজন মুসলমানের হাতে তুলে দিলেন। পরে মহিলাটির জন্য গর্ত খোঁড়ার নির্দেশ দিলেন। তার জন্য বক্ষ পর্যন্ত গর্ত খনন করা হ'ল। এরপর লোকদেরকে নির্দেশ দিলেন, তারা মহিলাটিকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করল।

খালিদ বিন ওয়ালীদ সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তার মাথায় এক খণ্ড পাথর নিক্ষেপ করলে রক্ত ছিটে এসে তার মুখমণ্ডলের উপর পড়ল। তখন তিনি মহিলাটিকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করে গাল-মন্দ করলেন। (এটা শুনে) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে খালিদ, থাম! সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ। মহিলাটি এমন (খালেছ) তাওবা করেছে, যদি কোন বড় যালিমও এ ধরনের তাওবা করে, তাকেও ক্ষমা করে দেওয়া হবে। অতঃপর তিনি ঐ মহিলার জানাযা ছালাত পড়ার আদেশ দিলেন, তিনি তার জানাযা পড়ালেন এবং তাকে দাফন করা হ'ল *(মুসলিম, মিশকাত, 'দণ্ডবিধি' অধ্যায়)।*

আল্লাহ আমাদেরকে যাবতীয় গোনাহ থেকে এ রকম খালেছ তাওবা করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

চিকিৎসা জগৎ

মানব জীবনে আয়োডিনের প্রভাব

*মুহাম্মাদ বাবলুর রহমান**

আয়োডিন একটি খাদ্য উপাদান। ইহা মানব শরীরের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অথচ দেশের অধিকাংশ মানুষ আয়োডিন কি? এর গুণাগুণ কতটুকু তা জানে না। আবার অনেক মানুষ আছে যারা কোনদিন আয়োডিনের নামও শুনেনি। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে নদী এবং সামুদ্রিক এলাকায় কিছু মাছ, প্রাণী এবং উদ্ভিদে আয়োডিন পাওয়া যায়। তবে উত্তরাঞ্চলের কোথাও আয়োডিন নেই বা পাওয়া যায় না।

আয়োডিনের অভাবজনিত অনেক রোগ আছে। তার মধ্যে গলগণ্ড, হাবাগোবা, চোখট্যারা, বামনত্ব, অকাল গর্ভপাত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ রোগগুলির উপস্থিতি দেশের উত্তরাঞ্চলে বিশেষকরে রংপুর, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমণিরহাটে অনেক বেশী। এছাড়াও বগুড়া, রাজশাহী এর আওতার মধ্যে পড়ে। আয়োডিনের সাথে অনেকের পরিচিতি না থাকলেও এর অভাবে বা ঘাটতিজনিত কারণে যে রোগগুলি হয় তার সাথে অনেকের পরিচিতি আছে। আয়োডিনের অভাবে যে রোগগুলি হয় সেগুলির কোন প্রতিকার বা চিকিৎসা নেই। অর্থাৎ এ রোগগুলি প্রতিরোধ করা সম্ভব কিন্তু প্রতিকার করা সম্ভব নয়।

দেশে আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ মানুষ আয়োডিনের অভাবে বিভিন্ন জটিলতায় ভুগছে। আয়োডিন পানিতে দ্রবণীয়, বাতাসে উড়ে যায় এবং বৃষ্টির পানির কারণে এটা গড়িয়ে অপেক্ষাকৃত নিম্নাঞ্চলে চলে যায়। সেকারণে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে আয়োডিন পাওয়া যায়। অপরদিকে দেশের উত্তরাঞ্চল অপেক্ষাকৃত উঁচু এবং নদীনালা কম থাকার কারণে আয়োডিন পাওয়া যায় না।

দৈনিক কি পরিমাণ প্রতিদিন একজন মানুষের জন্য আয়োডিন প্রয়োজন? একটি সোনামুখী সুচের অগ্রভাগ আয়োডিনযুক্ত লবণে ঢুকিয়ে বের করলে ঐ সুচের অগ্রভাগে যে পরিমাণ আয়োডিন লেগে থাকবে ঐ পরিমাণ আয়োডিন প্রতিদিন একজন মানুষের শরীরের জন্য প্রয়োজন। এর অতিরিক্ত আয়োডিন খেলে তা শরীর থেকে প্রস্রাব এবং ঘামের সাথে বের হয়ে আসে। অর্থাৎ মানব শরীরে আয়োডিন প্রয়োজনের অতিরিক্ত রিজার্ভ রাখা সম্ভব নয়।

আয়োডিন যুক্ত লবণঃ মানুষকে এই জটিল সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য লবণকে বেছে নেওয়া হয়েছে। কারণ দেশের প্রতিটি মানুষ প্রতিদিন খাবারের সাথে লবণ ব্যবহার করে। ফলে লবণের সাথে আয়োডিন মিশ্রণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যাতে করে ধনী-দরিদ্র সকল শ্রেণীর

** প্রভাষক, আত্রাই অগ্রণী ডিগ্রী কলেজ, মোহনপুর, রাজশাহী।*

মানুষ এই সুবিধা ভোগ করতে পারে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইউনিসেফ ১৯৯৩-১৯৯৪ সালের দিকে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ইউনিসেফ সেই সময় ১৮টি লবণ প্রস্তুতকারক কোম্পানীকে বিনামূল্যে ৫ বৎসরের জন্য আয়োডিন সরবরাহ করে এবং লবণে আয়োডিন মেশানোর মেশিন দেয় (এককালীন)। এই মেশিনগুলির একেকটির দাম দুই লক্ষ টাকা। সেই সাথে দেশে আইন করা হয় যে, আয়োডিন মিশ্রিত লবণ ছাড়া অন্য লবণ সরবরাহ এবং বিপনন আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

আয়োডিন বাতাসের সাথে উড়ে যায় বলে এই লবণ প্যাকেট বন্দী করা হয়। আয়োডিন মিশ্রিত লবণের প্যাকেটে মানুষের হাতের চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। প্যাকেটের গায়ে মানুষের হাতের এই চিহ্নই আয়োডিনের প্রতীক। মানুষের হাতের ছবি না থাকলে বুঝতে হবে সেই প্যাকেটের লবণে আয়োডিন নেই। এটিই ছিল বিধি। কিন্তু একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল/অসাধু ব্যবসায়ী আয়োডিন ছাড়াই লবণ প্যাকেটজাত করে বাজারে বিক্রি করে আসছে। ফলে যে মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল তা বর্তমানে বিঘ্নিত হচ্ছে। কিন্তু এখন কিছু কিছু লবণ কোম্পানী সরকারী নীতিমালা উপক্ষো করে প্যাকেটের গায়ে মানুষের হাতের চিহ্ন ব্যবহার না করে বিভিন্ন রকমের খাবারের ছবি ব্যবহার করছে, যা রীতিমত নিয়ম বর্হিভূত এবং আইন বিরোধী।

আয়োডিন শনাক্তকরণের সহজ উপায়ঃ গরম মাড় বা ভাতে সামান্য লবণ রেখে তার উপর দু-এক ফোটা লেবুর রস দিলে সাথে সাথে লবণের রং কালো অথবা জাম রংয়ের আকার ধারণ করবে। যদি লবণের রং কোনরকম পরিবর্তন না হয়, তাহ'লে বুঝতে হবে ঐ লবণে আয়োডিন নেই। বাজারে প্যাকেটজাত লবণের অধিকাংশগুলিতেই আয়োডিন থাকে না। এতে করে আমাদের বর্তমান এবং আগামী প্রজন্ম ধ্বংস ও পঙ্গুত্বের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আয়োডিন বিহীন এরকম বহু কোম্পানী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নাকের ডগায় লবণের জমজমাট ব্যবসা করে যাচ্ছে। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী এতে লাভবান হ'লেও সমগ্র জাতি ক্রমান্বয়ে ক্ষীণ মেধা ও বিভিন্ন স্বাস্থ্য জটিলতার দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

আয়োডিনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষের সামান্যতম ধারণা নেই। যাদের ধারণা আছে তারাও এ বিষয়ে তেমন গুরুত্ব দেয় না। ফলে সমস্যাটির তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। তাছাড়া স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ও এ ব্যাপারে নীরব। এ শ্রেণীর মানুষদের স্বাস্থ্য সচেতনতা নেই। এরা আয়োডিনহীন লবণ ব্যবহার করে আক্রান্ত হচ্ছে নানা জটিল রোগে। আর শান-শওকতে বাস করছে কিছু অসাধু লবন ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আয়েসী কর্মকর্তাবৃন্দ।

অনেক প্যাকেটজাত লবণের মধ্যে আয়োডিন তো থাকেই না বরং এর পরিবর্তে পাওয়া যায় নানা প্রকারের ময়লা। যারা প্যাকেট ক্রয় করেন তারা এ পরিস্থিতির সাথে অবশ্যই পরিচিত আছেন। এর প্রতিকারে নেই কোন কার্যকরী ব্যবস্থা। অনেক ময়লা লবণে হাউড্রোজ ব্যবহার করে লবণকে সাদা ধবধবে করা হয়। ফলে বোঝার কোন উপায় থাকে না যে এটি ময়লা লবণ। বাংলাদেশের কিছু অসাধু ব্যবসায়ী নকল দ্রব্য উৎপাদন ও বিপনন করতে বেশ পারদর্শী। কিন্তু এক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বেশ উদাসীন। দেশে বর্তমানে প্রায় ২৫০টিরও বেশী ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড রয়েছে। এগুলি সরকার অনুমোদিত। কিন্তু প্রত্যেক ফার্মাসিউটিক্যালসের উৎপাদিত ঔষধের গুণগত মান এক নয়। ফলে দেশে জনস্বাস্থ্য ক্রমান্বয়ে জটিল ও হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। এগুলি সব আমরা বিভিন্নভাবে জানি এবং জানে কর্তৃপক্ষও। কিন্তু এ থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় নেই।

খোলা বাজারে যে সব লবণ বিক্রি হয় এগুলির বেশীর ভাগই আসে চোরাই পথে ভারত থেকে। দেশের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে চোরাই পথে ঢুকছে হাযার হাযার বস্তা অখাদ্য লবণ। এই লবণ বহন করে এদেশের কিছু দরিদ্র ব্যবসায়ী। লবণ নিয়ে আসার সময় এরা আবার বিভিন্ন চেকপয়েন্টে এবং থানায় উৎকোচ প্রদান করতে বাধ্য হয়। তাছাড়া এ লবণ হয়ে যায় অস্বাস্থ্যকর ও অবৈধ। আর উৎকোচ পেলে সব খালাছ। এভাবে দেশের সর্বত্র অবাধে প্রবেশ করছে ভারতীয় অখাদ্য লবণ। অনেক সময় এই চেকপয়েন্টগুলি হয়ে উঠে চরম দায়িত্বশীল এবং কর্তব্যপরায়ন (যা হওয়া উচিত ছিল সব সময়)। তখন লবণ ব্যবসায়ীরা পড়ে বিপাকে। অনেকে চেকপয়েন্টে কড়াকড়ির কারণে সব হারিয়ে সর্বশান্ত হয়ে পড়ে। অবশ্য অজ্ঞাত কারণে চেকপয়েন্টে খুব একটা কড়াকড়ি থাকে না। ভারতীয় এই লবণগুলির বেশীর ভাগ আসে বাস এবং ট্রেনের মাধ্যমে। অনেক ক্ষেত্রে বিডিআর, পুলিশ বাসে ট্রেনে তল্লাসি চালায়, এ সময় লবণ ব্যবসায়ীরা বস্তা থেকে লবণ ট্রেনের মেঝেতে ঢেলে রাখে এবং নিজেরা আত্মগোপন করে। ফলে ঐ লবণ তখন তল্লাসী বাহিনীর পক্ষে নামিয়ে নেওয়া সম্ভব হয় না। তারা চলে গেলে লবণ ব্যবসায়ীরা আবার ঐ ঢালা লবণ বস্তায় তুলে নেয়। এখন একটু ভাবুন এ ধরনের লবণ কতটুকু স্বাস্থ্যসম্মত। আমরা অনেকে এগুলি জেনেও বাজারের খোলা ভারতীয় লবণ ক্রয় করছি এবং খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করছি।

এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় উদ্ভাবন করা খুব যরূরী। আরো লক্ষ্যণীয় যে, দেশের অনেক জায়গায় ফেরী করে লবণ বিক্রি করা হয়। এরা লোহা, পুরাতন ব্যাটারী, প্লাস্টিক সামগ্রী, ছেঁড়া জুতা-সেন্ডেল ইত্যাদির বিনিময়ে লবণ বিক্রি করে। এ ধরনের লবণ ক্রেতার সংখ্যাও গ্রাম এলাকায় প্রচুর। এখানেও এভাবে এক শ্রেণীর মিল কল-কারখানার মালিক অত্যন্ত সস্তায় এবং অল্প পরিশ্রমে লোক খাটিয়ে তাদের কারখানার উৎপাদনের কাঁচা উপকরণ সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে সংগ্রহ করছে। এতে অনেকের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হ'লেও দেশের মানুষের জীবনীশক্তি ক্ষয় হচ্ছে, পঙ্গু হচ্ছে জাতি, বিপন্ন হচ্ছে মানবতা। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় হচ্ছে গণ-সচেতনতা এবং সঠিক ও কার্যকরী সরকারী পদক্ষেপ।

Contents

জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার বিরুদ্ধে ডঃ গালিবের আপোষহীন বক্তব্য

প্রিয় দেশবাসী! আমরা গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সাথে লক্ষ্য করছি যে, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সহ কেন্দ্রীয় ৪ নেতাকে গত ২২শে ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাতে কথিত জঙ্গীবাদের সাথে সম্পৃক্ত সন্দেহে গ্রেফতার করে দেশের একাধিক যেলায় হত্যা, ডাকাতি, বোমা হামলা সহ প্রায় ডজন খানেক মিথ্যা মামলা দায়ের করে হয়রানি করা হচ্ছে। অথচ জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ সহ যাবতীয় নাশকতার বিরুদ্ধে তিনি সবসময়ই ছিলেন আপোষহীন। তাঁর বক্তব্য, বিবৃতি, লেখনী, সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত সবই দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পক্ষে এবং জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার। নিম্নে সচেতন দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে তাঁর কয়েকটি বক্তব্য উপস্থাপন করা হ'লঃ

ডঃ গালিব প্রণীত 'ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি' বইয়ের কতিপয় বক্তব্যঃ

১. 'জিহাদ-এর অপব্যাখ্যা করে শান্ত একটি দেশে বুলেটের মাধ্যমে রক্তগঙ্গা বইয়ে রাতারাতি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রঙিন স্বপ্ন দেখানো জিহাদের নামে স্রেফ প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। অনুরূপভাবে দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদের প্রস্তুতির ধোকা দিয়ে রাতের অন্ধকারে কোন নিরাপদ পরিবেশে অস্ত্র চালনা ও বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ সরলমনা তরুণদেরকে ইসলামের শত্রুদের পাতানো ফাঁদে আটকিয়ে ধ্বংস করার চক্রান্ত মাত্র' *(ইক্বামতে দ্বীন, পৃঃ ২৭)*।

২. 'রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নিরাপত্তার স্বার্থে সশস্ত্র প্রস্তুতি হিসাবে দেশে সুশিক্ষিত সশস্ত্র বাহিনী সার্বক্ষণিকভাবে প্রস্তুত রাখা হয়। এরপরেও করো জন্য বেআইনীভাবে সশস্ত্র প্রস্তুতি গ্রহণের অনুমতি ইসলামে নেই' *(ঐ, পৃঃ ২৮)*।

৩. 'তারা এদেশীয় কিছু লোককে দিয়ে 'দ্বীন কায়েমের' অপব্যাখ্যা সম্বলিত লেখনী যেমন জনগণের নিকটে সরবরাহ করছে, তেমনি অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত তরুণদেরকে 'জিহাদের' অপব্যাখ্যা দিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহে উস্কানি দিচ্ছে। পত্রিকান্তরে একই উদ্দেশ্যে তৎপর অন্যূন ১০টি ইসলামী জঙ্গী সংগঠনের নাম এসেছে। এমনকি কোন কোন স্থানে এদের দেওয়াল লিখনও নযরে পড়ছে। বলা যায়, এদের সকলেরই উদ্দেশ্য সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দ্রুত দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা ও ইসলামী হুকুমত কায়েম করা' *(ঐ, পৃঃ ৩১)*।

৪. 'এইসব চরমপন্থীরা কুরআন-হাদীছের বিকৃত ব্যাখ্যা করে পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ মানুষ অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহকে ও তাদের সম্মানিত আলেম-ওলামাকে কাফির-মুশরিক বলে অভিহিত করছে ও তাদেরকে হত্যা করার পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য ক্রমেই পরিবেশ ঘোলাটে করছে। ... মূলতঃ তারা ইসলাম ও মুসলমানের শত্রুদের পাতানো ফাঁদে পা দিয়েছে এবং নেতৃবৃন্দকে হত্যা করার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে নেতৃত্বশূন্য করার বিদেশী নীল-নকশা বাস্তবায়নে মাঠে নেমেছে' *(ঐ, পৃঃ ৩৩)*।

৫. 'জিহাদের নামে এদের চরমপন্থী আক্বীদাকে উস্কে দিয়ে বর্তমানে দেশদ্রোহী কায়েমী স্বার্থবাদীরা তাদের হীন স্বার্থ উদ্ধারের নেশায় অন্ধ হয়ে গেছে। এদের থেকে সাবধান থাকা যরূরী' *(ঐ, পৃঃ ৩৫)*।

৬. 'দেশের ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হৌক বা নিরস্ত্র হৌক যেকোন ধরনের অপতৎপরতা, ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ ইসলামে নিষিদ্ধ। বরং সরকারের জনকল্যাণমূলক যেকোন ন্যায়সঙ্গত নির্দেশ মেনে চলতে যেকোন মুসলিম নাগরিক বাধ্য' *(ঐ, পৃঃ ৩৯)*।

৭. 'বর্তমানে জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে কিছু তরুণকে সশস্ত্র বিদ্রোহে উস্কে দেওয়া হচ্ছে। বাপ-মা, ঘরবাড়ি এমনকি লেখাপড়া ছেড়ে তারা বনে-জঙ্গলে ঘুরছে। তাদের বুঝানো হচ্ছে ছাহাবীগণ লেখাপড়া না করেও যদি জিহাদের মাধ্যমে জান্নাত পেতে পারেন, তবে আমরাও লেখাপড়া না করে জিহাদের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করব। কি চমৎকার ধোকাবাজি। ইহুদী-খৃষ্টান-ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এগিয়ে যাক, আর অশিক্ষিত মুসলিম তরুণরা তাদের বোমার অসহায় খোরাক হৌক- এটাই কি শত্রুদের উদ্দেশ্য নয়' *(ঐ, পৃঃ ৩৯)*।

৮. 'সাম্প্রতিককালে জিহাদের ধোকা দিয়ে বহু তরুণকে বোমাবাজিতে নামানো হচ্ছে। অতএব হে জাতি! সাবধান হও!' *(ঐ, পৃঃ ৪০)*।

সাংগঠনিক সিদ্ধান্তঃ

১. ১৩/০৮/২০০০ তারিখে **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'**র তৎকালীন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন স্বাক্ষরিত ৬৬/১-৩৮/২০০০ নং পত্রে যেলা সভাপতিদের উদ্দেশ্যে জানানো হয় যে, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জিহাদের নামে কখনো সন্ত্রাসী কার্যক্রমে বিশ্বাসী নয়। ... কোন সন্ত্রাসী গ্রুপের সাথে আমাদের কোন রকম সম্পর্ক বা সমর্থন নেই'।

২. ৯/১১/২০০১ তারিখে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হয় যে, 'এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রের পক্ষ হইতে পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দেওয়া যাইতেছে যে, কোন জঙ্গীবাদী, চরমপন্থী ব্যক্তি বা দলের প্রতি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বা 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কোনরূপ সমর্থন বা সম্পর্ক নেই। এসব দলের সাথে কোনরূপ সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত হইলে সংগঠনের যেকোন স্তরের, যেকোন ব্যক্তি, যেকোন সময়ে সংগঠন হইতে বহিষ্কৃত বলিয়া গণ্য হইবেন'।

মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর ভূমিকাঃ

❑ মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এর নিয়মিত বিভাগ 'প্রশ্নোত্তরে' আগষ্ট ২০০০ সংখ্যায় (প্রশ্নোত্তর নং ২৪/৩২৪) এ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে বিস্তারিত আলোচনা শেষে বলা হয়েছে যে, 'বাংলাদেশে মৌখিক ও আন্তরিক কালেমা পাঠকারী জনগণ ও নেতাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয হবে না।... কোনরূপ জঙ্গী দলের সাথে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কোন স্তরের নেতা বা কর্মীর যোগদান করা বৈধ হবে না'।

সচেতন দেশবাসী! দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পক্ষে এরকম অসংখ্য বলিষ্ঠ বক্তব্য ও লেখনী উপহার দিয়েও ডঃ গালিব ও তাঁর সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ আজ জঙ্গীবাদের সাথে জড়িত থাকার মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার হওয়ায় আমরা যার পর নেই মর্মাহত। জাতির বিবেকের নিকটে আমাদের প্রশ্ন এভাবে মিথ্যার জয়জয়কার আর কতদিন চলবে? পরিশেষে দেশবিরোধী চক্রের বিরুদ্ধে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের উপরোক্ত দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য ও 'আন্দোলন'-এর সিদ্ধান্ত সমূহ সুবিবেচনা পূর্বক মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগে গ্রেফতারকৃত নেতৃবৃন্দকে অনতিবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দানের জন্য আমরা জোট সরকারের প্রতি আবেদন জানাই।

প্রচারেঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'

Contents

কবিতা

نَظْمٌ মানে কবিতা

আব্দুল হাকীম
সহকারী শিক্ষক, হাড়াভাঙ্গা মাদরাসা
গাংণী, মেহেরপুর।

كُلْ খাও اِذْهَبْ যাও
اِقْرَأْ মানে পড়।
اِجْلِسْ বসো تَعَالْ এসো
خُذْ মানে ধর॥
اُمٌّ মাতা اَبٌ পিতা
اَخٌ মানে ভাই।
شَجَرٌ গাছ سَمَكٌ মাছ
لَيْسَ মানে নাই।
مَجْنُوْنٌ পাগল غَنَمٌ ছাগল
ثَمَرٌ মানে ফল।
خَطَأٌ ভুল زَهْرٌ ফুল
حِزْبٌ মানে দল॥
خَيْرٌ ভাল نُوْرٌ আলো
اَلْيَوْمُ মানে আজ।
رُزٌّ ভাত يَدٌ হাত
عَمَلٌ মানে কাজ॥
بِ দ্বারা نَجْمٌ তারা
رِيْحٌ মানে বাতাস।
حِنْطَةٌ গম قَلِيْلٌ কম
سَمَاءٌ মানে আকাশ॥
طَعَامٌ খানা عِلْمٌ জানা
خَلْفُ মানে পিছে।
اِسْمٌ নাম اَنْبَجٌ আম
كِذْبٌ মানে মিছে॥
حَيَاءٌ শরম حَارٌّ গরম
وَرَقٌ মানে পাতা।
سَمِيْنٌ মোটা اِبْنٌ বেটা
نَظْمٌ মানে কবিতা॥

***

তোমার রহমত

আতাউর রহমান মণ্ডল
পুঠিয়া, রাজশাহী।

তোমার রহমতের আমি আশাধারী
কত পাই না চেয়েও কইতে কি পারি?
জমাট কালো মেঘ আকাশে
উঠবে কি ঝড়! মরি ত্রাসে
ঝড় ওঠে না- ঝরে রহমতের বারি।
মরা মাটি প্রাণ ফিরে পায়
হেসে ওঠে রুযীর দানায়
তোমার রহমতের ধারা রাখে জারী।
নানা স্বাদের ফসল কত
জোগায় যমীন অবিরত
তোমার দেয়া রিযিক সব রকমারী।
পানির তলের নযরানা
মাছ-মুকতা-প্রবাল নানা
দাও সত্য অবিরত যা উপকারী।
রোদের দিনে জোছনা রাতে
পাই তোমাকে সাথে সাথে
আঁধার রাতে চলে যাওনা ছাড়ি।
ছবরকারা সাথে থাকো
তাদের দিকে নযর রাখো
আমি করি রহমতের ইনতেযারী।
তোমার রহমতের আমি আশাধারী॥

***

যিকির করো

- মুহাম্মাদ শাহ্জাহান আলী
মহেশ্বরপাশা বাজার
বি,আই,টি, দৌলতপুর, খুলনা।

অতি বিস্ময় এই দুনিয়া
কেন এমন মিষ্টি,
সোহাগ ভরে তোমায় আমায়
কে করেছেন সৃষ্টি?
কার দয়াতে আমরা পেলাম
এমন মধুর ভাষা,
হৃদয় ভরা কে দিয়েছেন
আদর সোহাগ আশা।
কার রহমে গ্রহ তারা
সবার নযর কাড়ে,
কার করুণায় বহে বাতাস
শীতল বৃষ্টি পড়ে।
কে হবেন আর ইলাহ ছাড়া
এমন সুমহান,
যিকির করো রিযিক দাতার
করো তাঁর বয়ান।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান ও মেধা পরীক্ষার সঠিক উত্তর দাতাদের নাম

নওদাপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ মুহাম্মাদ তাকী, যাকী, তারেক, তিনা ও শাহাদাতুল ইসলাম।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধার আসর)-এর সঠিক উত্তর

১। ভাত ২। আকাশ ৩। উকুন ৪। জীবন ৫। পুকুর।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্থান পরিচিতি)-এর সঠিক উত্তর

১। বোম্বে ২। করাচী ৩। লক্ষ্ণৌ ৪। জিব্রাল্টার ৫। সিডনী।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (অংক)

১। ৭টি বিড়াল ৭টি ইঁদুর ধরে ৭দিনে। অতএব ১০০টি বিড়াল ১০০টি ইঁদুর ধরবে কত দিনে?

২। একটি নৌকায় ৩ ফুট লম্বা একটি রশি ঝুলছে। রশিটি পানি ছুঁয়ে আছে। ঘন্টায় ১ ফুট করে নদীর পানি বৃদ্ধি পেলে কতক্ষণ পর রশিটির উপর প্রান্ত পর্যন্ত পানি পৌঁছবে?

৩। সোনামণি সংগঠনের ৪ জন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মাসে ১৬টি সফর করবেন। ৮জন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মাসে কয়টি সফর করতে পারবেন?

৪। একটি বাসে চড়ে ২০ জন যাত্রীর রাজশাহী হ'তে বগুড়া যেতে ৩ ঘন্টা সময় লাগে। ৪০ জন যাত্রীর ঐ স্থানে যেতে কত সময় লাগবে?

৫। ৩ রাক'আত বিতর ছালাত পড়তে ৫ মিনিট সময় লাগে। ৬ রাক'আত বিতর ছালাত পড়তে কত সময় লাগবে?

❒ আব্দুর রশীদ
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (দেশ পরিচিতি)

১। কোন্ দেশকে 'বজ্রপাতের দেশ' বলে?
২। কোন্ দেশকে 'নিশীথ সূর্যের দেশ' বলে?
৩। কোন্ দেশকে 'লিলি ফুলের দেশ' বলে?
৪। কোন্ দেশকে 'মুক্তার দেশ' বলে?
৫। কোন্ দেশকে 'প্রাচ্যের মুক্তা' বলে?

❒ ইমামুদ্দীন
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৩ মার্চ বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) রাজশাহী জামে মসজিদে সোনামণি কেন্দ্রীর কমিটির উদ্যোগে নওদাপাড়া মাদরাসার সোনামণিদের নিয়ে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ। মারকায শাখার সোনামণি পরিচালক হুমায়ূন কবীরের পরিচালনায় প্রশিক্ষণটি সফলভাবে সমাপ্ত হয়।

জেল-হাজত

আবু রায়হান (৬ষ্ঠ শ্রেণী)
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

আমার রক্তের প্রতিটি কণায় কণায়
প্রতিটি শিরায় উপশিরায়
একটিই গান শুধু গায়
মোর অধম দেহ যেন জেল-হাজতে যায়।
যেই জেলে বন্দী ছিল
বহু আলেম-ওলামা।
সেই জেলেতে আমিও যাব
এই মোর বাসনা।
জেলখানাতে বন্দী আজি
আসাদুল্লাহ আল-গালিব
সেই খানেতে যেন আমি
হ'তে পারি শরীক।
যুগে যুগে আহলেহাদীছগণ
গিয়েছিলেন জেলে।
আমিও যেতে চাই সেথায়
দ্বীন কায়েমের তরে।
জেলখানার সেই দুর্গম ঘরকে
করে নিব সুখের ঠিকানা।
দুঃখ-কষ্টে থাকব সেথায়
এই আশা মনে দেয় দোলা।
কত ভাই কারাগারে শহীদ হয়ে
বিনা হিসাবে পেয়েছে জান্নাত।
সেই জান্নাতের মোহে আমিও ভাই
থাকব সেথায় দিন রাত।
জেলে থেকে জীবন দিল
দিগ্বিজয়ী কত শহীদান।
আমি অধম হ'তে চাই,
তাঁদেরই মত সৌভাগ্যবান।
মোর এ আশা পূর্ণ কর হে রহমান।
***

আযান

-মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন (৬ষ্ঠ শ্রেণী)
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

হে মুওয়াযযিন! তোমার সুধা স্বর,
জগৎ জুড়ে মিনার চূড়ায়
জাগিয়ে তোলে ঝড়।
মাখিয়ে রাখো কেমন সুধা তোমার আযানে,
ভোর-বিহানে উড়িয়ে কানে
মোর বুকেতে হানে।
নাড়িয়ে তোলে অবুঝ মনের ফাঁকে,
ডাকার সাথে আঁধার রাতে
সাড়া দিতে ঐ ডাকে।
তাই ছুটে যাই মুগ্ধমনে নিতি,
সকল কাজে হৃদয় মাঝে
দূর করিতে ভীতি।
এমনিভাবে তোমার সুধা ডাক
সকাল-সাঁঝে সবার মাঝে
বিশ্বে বেজে যাক।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

দেশ বিরোধী প্রচারণা কি রাষ্ট্রদ্রোহিতা নয়?

ঘরের শত্রু বিভীষণ থাকলে বাইরের শত্রুর আর প্রয়োজন হয় না। বাংলাদেশে এই 'বিভীষণ'রা বরাবরই তৎপর। যাদের দেশবিরোধী কর্মকাণ্ড সাম্প্রতিক সময়ে সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে। উল্লিখিত বিভীষণ গোষ্ঠীর অন্যতম 'হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ'-এর বেশকিছু তৎপরতা ইতিমধ্যেই দেশের জনগণের মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার জন্ম দিয়েছে। সম্প্রতি তারা বৃটিশ কমন্সসভায় মানবাধিকার বিষয়ক কমিটির কাছে বাংলাদেশ সম্পর্কে এমন একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছে, যাকে এককথায় দেশদ্রোহিতা ছাড়া অন্য কিছু বলার উপায় নেই। বৃটিশ এই কমিটি, যারা প্রতিবছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে রিপোর্ট প্রদান করে তাদের প্রভাবিত করার জন্যই ঐক্য পরিষদ ঐ কথিত অভিযোগনামা প্রেরণ করেছে। একই সাথে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও দাতা সংস্থাগুলির কাছেও বাংলাদেশ বিরোধী এই রিপোর্টটি পাঠিয়েছে।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে যুক্তরাষ্ট্রে উন্নয়ন সহযোগীদের বৈঠকের পূর্বে হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের আন্তর্জাতিক দফতর থেকে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠানো হয়। একই সাথে তারা গত বছরের শেষ দিকেও বৃটিশ কমন্সসভাতে একটি রিপোর্ট পাঠায়। হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের যুক্তরাষ্ট্র চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট রূপ কুমার ভৌমিক ও সাধারণ সম্পাদক সমীর দাস ঐ কথিত প্রতিবেদনে কমন্সসভার মানবাধিকার বিষয়ক কমিটিকে জানান যে, 'আমরা আপনাদের নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি আজকের বাংলাদেশ হচ্ছে নব্বই দশকের আফগানিস্তান'। সবচেয়ে আশংকার কথা হচ্ছে রিপোর্টে ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'শুধুমাত্র বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের রক্ষার জন্যই নয়, নিজ স্বার্থেও যুক্তরাষ্ট্রের উচিত বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ করা'।

সংখ্যালঘুদের সমস্যা সমাধানের 'সম্ভাব্য উপায়' হিসাবে ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ বিদেশীদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে শুধুমাত্র সংখ্যালঘুদের জন্য কয়েকটি স্বায়ত্তশাসিত 'এনক্লেভ' সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানান। এসব এনক্লেভে প্রশাসন, বাণিজ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াবলী সংখ্যালঘুদের হাতে হস্তান্তরেরও দাবী জানানো হয়। এছাড়া ঢাকা মহানগরীর লক্ষ্মীবাজার, শাঁখারীবাজার ও সূত্রাপুর নিয়ে একটি আলাদা সংখ্যালঘু এলাকা গঠনের কথা বলা হয়, যেখানে সংখ্যালঘু এনক্লেভগুলির মতই প্রশাসন ও নিরাপত্তা থাকবে সংখ্যালঘুদের হাতে এবং সেই এলাকায় কোন মুসলিম জমি কিনতে বা বাড়ী বানাতে পারবে না।

দাতা সংস্থাগুলির কাছে প্রেরিত আরেকটি রিপোর্টে বলা হয় যে, শুধু সংখ্যালঘুদের নির্যাতনই নয় বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়ে ইসলামিক কলোনাইজেশন প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশে দাতাদের সকল প্রকার সাহায্য বন্ধ করে দেয়ারও আহ্বান জানায়।

[দেশবিরোধী প্রচারণা এদেশের জন্য আজকে নতুন নয়। একটি চিহ্নিত চক্র স্বাধীনতার পর থেকেই এই ন্যাক্কারজনক খেদমত করে চলেছে। দুর্ভাগ্য এদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। ফলে এদের ঔদ্ধত্যও সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে এবং দেশের জন্য তা অমঙ্গল বয়ে আনছে। আমাদের প্রশ্ন- রাষ্ট্রদ্রোহিতা কাকে বলে? দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দেয়ার জন্য যাদের প্রাণান্ত প্রচেষ্টা তারা কি রাষ্ট্রদ্রোহী নয়? এ বিষয়ে সরকারের নীরব ভূমিকা কি প্রশ্নবিদ্ধ নয়? এদেশের জনগণ প্রকৃত রাষ্ট্রদ্রোহীদের বিধিমোতাবেক শাস্তি চায়। অন্তত দেশের স্বাধীনতা-স্বার্বভৌমত্য রক্ষার স্বার্থে এটি যরূরীও বটে। -সম্পাদক]

জোট সরকারের সাড়ে ৩ বছরে মাদরাসা শিক্ষার কোন অগ্রগতি নেই

জোট সরকারের সাড়ে ৩ বছর অতিক্রান্ত হ'লেও মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে দেয়া নির্বাচনী কোন প্রতিশ্রুতি আজও বাস্তবায়িত হয়নি। নির্বাচনে চারদলীয় জোট বিপুলভাবে বিজয়ী হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী বিভিন্ন সময় ফাযিল ও কামিলকে ব্যাচেলর ও মাষ্টার্স ডিগ্রী করা, স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদরাসার শিক্ষকদের রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ন্যায় সমান বেতন ও সুযোগ-সুবিধা দেয়া এবং ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যুগযুগের প্রস্তাবনা বিবেচনায় আনার ঘোষণা দিলেও এর কোনটিরই অগ্রগতি হয়নি। শুধু সরকারের প্রতিশ্রুতিই নয়, মাদরাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটি ও সর্বশেষ 'মনীরুয্যামান মিয়া শিক্ষা কমিশনে'র প্রতিবেদনেও মাদরাসা শিক্ষার বেহাল দশার কথা উল্লেখ করে তার উন্নয়নে দ্রুত সুদৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সরকারের ভিতরে লুকিয়ে থাকা ইসলামবিরোধী শক্তির কৌশলী তৎপরতায় ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নে চারদলীয় জোটের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি, ক্ষমতা গ্রহণের পর দফায় দফায় সরকারের দেয়া ঘোষণা এবং সরকার কর্তৃক গঠিত একাধিক উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটির রিপোর্টের সুফল তো মিলছেই না; বরং দেশের ৯০ শতাংশ মুসলমানের ধর্মীয় অনুভূতির বিরুদ্ধে নানামুখী অপতৎপরতা চলছে।

৯ম-১০ম শ্রেণীতে ২০০৬ সাল থেকে ইসলাম ধর্ম বিষয় বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। মাদরাসার সকল স্তরে ৩০ শতাংশ মহিলা শিক্ষক নিয়োগে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। এমনকি ৩০ শতাংশ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের শর্ত বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতি ঐসব পদে নিয়োগকৃত পুরুষ শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূত্র মতে মাদরাসা শিক্ষার জন্য উপযুক্ত মহিলা শিক্ষক না থাকায় অনুমোদিত শিক্ষক সংখ্যার অনুকূলে নিয়োগকৃত প্রায় ৫ হাযার শিক্ষকের এমপিও যখন চূড়ান্ত, তখন শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ শিক্ষকদের এমপিও না দেয়ার নির্দেশ এসেছে। আর এ নির্দেশ প্রত্যাহার না করা হ'লে দেশের হাযার হাযার মাদরাসায় নিয়োগকৃত এসব শিক্ষক যেমন চাকরি হারাবেন, তেমনি উপযুক্ত শিক্ষক না থাকার কারণে মাদরাসায় পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে।

Contents

[মাদরাসা শিক্ষাই একমাত্র আদর্শ শিক্ষা। এদেশের অস্তিত্বের স্বার্থেই এ শিক্ষাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আদর্শ নাগরিক গঠনের এই কারখানার প্রতি জোট সরকারের বৈরি আচরণ নিঃসন্দেহে অনভিপ্রেত। আমরা বাধ্যতামূলক ৩০ শতাংশ মহিলা শিক্ষিকা কোটা প্রত্যাহার করে বরং পৃথক মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা পূর্বক ১০০ ভাগ মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগ সহ মাদরাসা শিক্ষার যাবতীয় বৈষম্য দূরীকরণের জোর দাবী জানাই। -সম্পাদক]

বাংলাদেশে চীনা প্রধানমন্ত্রীর সফর

চীনের প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়াবাও দু'দিনের সরকারী সফরে গত ৭ এপ্রিল ঢাকায় আসেন। চীনা প্রধানমন্ত্রীর এ সফর বাংলাদেশ ও গণচীনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরো জোরদার করার ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ অবদান রেখেছে। এ সফরে চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে ৯টি চুক্তি ও স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বাক্ষরিত চুক্তি ও স্মারকগুলি হচ্ছে- অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতা চুক্তি, ঋণ রেয়াত কাঠামো চুক্তি, পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার বিষয়ক সহযোগিতা চুক্তি, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক দুই দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সহযোগিতা চুক্তি। এ চুক্তি অনুযায়ী চীন পুলিশসহ বিভিন্ন অসামরিক বাহিনীর অপরাধ তদন্ত ও ফরেনসিক বিষয়ে সহযোগিতা দেবে। চীন সেই সাথে অসামরিক প্রশাসন উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশকে সহজ শর্তে ৬০ লাখ ডলার ঋণ সহায়তা দেবে। এছাড়া বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি, কৃষি, ডিজিটাল টেলিফোন, পানি ব্যবস্থাপনা এবং বেইজিং-কুনমিং-ঢাকা সরাসরি বিমান চলাচল বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আগামী ১৮ মে থেকে এ বিমান চলাচল শুরু হবে। চীনা প্রধানমন্ত্রী জিয়াবাও ২০০৫ সালকে 'বাংলাদেশ ও চীনের বন্ধুত্বের বছর' হিসাবে ঘোষণা করেছেন।

মানুষ পার্সেল!

সিলেটে এস.এ পরিবহনের জিন্দাবাজার কাউন্টারের একটি পার্সেল ট্রাংক থেকে উদ্ধার হয়েছে একজন জীবন্ত মানুষ। ৬ এপ্রিল সন্ধ্যায় আমজাদ হোসেন নামের এক ব্যক্তি গৃহস্থালি সরঞ্জামাদির উল্লেখ করে মৌলভীবাজারে জনৈক আব্দুল হাইয়ের নামে পার্সেলটি বুকিং দেয়। রাত ১০-টার দিকে ট্রাংকটি নড়াচড়া করতে দেখে কাউন্টারেই ট্রাংকটি খোলা হয়। ট্রাংকের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে এক যুবক। ঐ যুবক এস.এ পরিবহনের শ্রীমঙ্গল শাখার চাকরিচ্যুত পিয়ন হান্নান আলী। ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ট্রাংকে ঢুকিয়ে যুবককে পাচারের আগে তাকে নেশাজাতীয় কিছু খাওয়ায়ে অজ্ঞান করা হয়েছিল বলে পরিবহণ কর্তৃপক্ষের ধারণা।

এস.এ পরিবহণ ম্যানেজার আব্দুল হাই অভিযোগ করেন, একটি মহল তাদের পরিবহনের সুনাম ক্ষুণ্ন করার জন্যই এমন ঘটনা ঘটায় বলে তাদের বিশ্বাস।

[মানুষ যখন পশুত্বের সীমা ছাড়িয়ে যায় কেবল তখনই কারো পক্ষে এমন লোমহর্ষক ঘটনার জন্ম দেওয়া সম্ভব। কালক্ষেপন না করে এই নিষ্ঠুর ঘটনার নায়কদের যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা না করলে তরতাজা যুবক হান্নান আলীর ন্যায় আরো অনেকে যে এদের নিষ্ঠুরতার শিকার হবে না এ নিশ্চয়তা কে দিবে? -সম্পাদক]

বছরে ৫ লাখ মা ও দেড় কোটি শিশু মারা যায়

প্রতি বছর দেশে সচেতনতার অভাবে নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে ৫ লাখ মা এবং ১ কোটি ৬০ লাখ শিশু মারা যাচ্ছে। বছরে ১ লাখ শিশুর গর্ভাবস্থায় মৃত্যু হচ্ছে। ৯০ ভাগ শিশুর প্রসব হয় ঘরে। এছাড়া বিভিন্ন উপায়ে পরিবেশ দূষণের ফলে শিশুর মানসিক ও শারীরিক বিকাশ আজ ক্ষতির সম্মুখীন। গত ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা একথা বলেন। মা ও শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে সুস্বাস্থ্য রক্ষায় দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'সবার আগে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য'। স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী খুরশিদ জাহান হক বলেন, মেধাবী জাতি গঠনে সুস্বাস্থ্যের বিকল্প নেই। সুস্থ মা ও শিশু মানেই সুস্থ জাতি। সুস্থ ও শিক্ষিত মা-ই শিশুর সুস্বাস্থ্য সহ পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারেন। তিনি নারীর প্রতি সহিংসতা, অত্যাচার, নির্যাতন বন্ধে সরকারের পাশাপাশি জনগণকে আরও অধিক সচেতন হবার আহ্বান জানান।

[উক্ত সংখ্যা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত ভয়ানক। সরকারের উচিত আরো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সেই সাথে জনগণকেও হ'তে হবে আরো স্বাস্থ সচেতন। -সম্পাদক]

আহসানুল্লাহ মাষ্টার হত্যা মামলায় ২২ জনের ফাঁসি, ৬ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

বহুল আলোচিত আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য আহসানুল্লাহ মাষ্টার ও ওমর ফারূক রতন হত্যা মামলায় যুবদলের কেন্দ্রীয় নেতা নূরুল ইসলাম সরকারসহ ২২ জন আসামীকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে। গত ১৬ এপ্রিল দুপুর ১২-টা ১৫ মিনিটে জনাকীর্ণ আদালতে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল ১নং আদালতের বিচারক শাহেদ নূরুদ্দীন এ রায় ঘোষণা করেন। রায়ে আহসানুল্লাহ মাষ্টার ও রতনকে হত্যা ও হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে ৬ জন আসামীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং প্রত্যেককে ৫০ হাযার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এই মামলায় আসামী কবীর হোসেন ও আবু হায়দার ওরফে মিরপুইরা বাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় এই দু'জনকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে।

বিচারক রায়ে আহসানুল্লাহ মাষ্টারকে হত্যা করার পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আসামী নূরুল ইসলাম সরকার, নূরুল ইসলাম দিপু, মুহাম্মাদ আলী, মাহবুবুর রহমান, আমীর সৈয়দ আহমাদ মজনু, বড় জাহাঙ্গীরকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন। মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আসামীদের গলায় ফাঁসি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অপরদিকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করার অপরাধে ১৫ জন আসামীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এরা হচ্ছে- শহীদুল ইসলাম শিপু, কানা হাফিয, আনোয়ার হোসেন ওরফে আনু, ফয়ছাল, সোহান, লোকমান হোসেন, আল-আমীন, রতন মিয়া ওরফে বড় মিয়া, ছোট রতন, আবু সালাম ওরফে সালাম, মশিউর রহমান ওরফে মঞ্জু ও দুলাল মিয়া। উক্ত ১৫ জন আসামীকে রতন হত্যার অপরাধেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। যাবজ্জীবন

কারাদণ্ডপ্রাপ্তরা হচ্ছে- রাকীবুদ্দীন সরকার ওরফে পাপ্পু সরকার, আইয়ুব আলী, জাহাঙ্গীর, নূরুল আমীন, মনীর ও ওয়াহীদুল ইসলাম টিপু। মামলার ১৭ জন আসামী পলাতক রয়েছে। জানা যায়, এক মামলায় ২২ জন আসামীর ফাঁসির আদেশ বাংলাদেশে এটাই প্রথম।

উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগের জাতীয় সংসদ সদস্য আহসানুল্লাহ মাষ্টার ২০০৪ সালের ৭ মে দুপুর সোয়া ১২-টার সময় গাযীপুরের এম,এ মজীদ উচ্চ বিদ্যালয়ে স্বেচ্ছাসেবক লীগের প্রধান অতিথি ছিলেন। সম্মেলন শেষে সম্মেলন স্থান ত্যাগ করার সময় মঞ্চের পিছনে বোমা বিস্ফোরিত হয়, উপর্যুপরি গুলী চালানো হয়। আসামীদের পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে তাদের গুলীতে আহসানুল্লাহ মাষ্টার মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ঘটনাস্থলে রতন নামে একটি ছেলে গুলীতে নিহত হয়। হাসপাতালে আহসানুল্লাহ মাষ্টারতে নেয়ার পর মারা যান।

ধসে পড়েছে সাভারে ৯ তলা ভবন

সাভার নবীনগরের আশুলিয়া-বাইপাইল সড়কের মাথায় পলাশবাড়ী এলাকায় শাহরিয়ার ফেব্রিক্স লিমিটেডের ৯ তলা ভবনটি গত ১০ এপ্রিল দিবাগত রাত পৌনে ১-টায় আকস্মিকভাবে ধসে পড়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এ ধরনের ভয়াবহ দুর্ঘটনা বাংলাদেশের ইতিহাসে এটিই প্রথম। এ দুর্ঘটনায় প্রায় ৩০ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য মতে, ১০ এপ্রিল দিবাগত রাত পৌনে একটার দিকে শাহরিয়ার ফেব্রিক্সের ৯ তলা ভবনটি হঠাৎ করে নীচের দিকে দেবে যেতে থাকে। এ সময় ঐ ফ্যাক্টরির রাতের পালার শ্রমিকরা কাজে নিয়োজিত ছিল। তাদেরই একজন আহত শ্রমিক রুহুল আমীন পানু বলেন, ভবনের সাত তলায় আমরা কাজ করছিলাম। হঠাৎ খেয়াল করলাম পুরো ভবনটি নীচের দিকে দেবে যাচ্ছে। এ সময় অনেকে ভয়ে চিৎকার শুরু করে। আমি কোন কিছু বুঝে ওঠার আগে পড়ে যাচ্ছি বলে একটি মেশিনের টেবিল চেপে ধরি। তখন ভবন ভাঙ্গার শব্দ শুনতে পাই। ভয়ে আমি সেই মেশিনের নীচে ঢুকে পড়ি। এরপর চিৎকার ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাইনি। সাথে সাথে নেমে আসে অন্ধকার। আমি জানালার কাছে ছিলাম বলে একদিক দিয়ে আলোর ঝলকানি দেখতে পাই। কোন মতে সেই টেবিলের নীচ থেকে বের হয়ে রডের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসি।

সরকারের বিভিন্ন বাহিনীর যৌথ উদ্ধার টিমের আনুষ্ঠানিক উদ্ধার অভিযান শেষে প্রাপ্ত খবরে উক্ত দুর্ঘটনায় ৮৪ জনকে জীবিত এবং ৭৪ জনকে মৃত উদ্ধার করা হয়েছে। ৯৬ জন নিখোঁজ রয়েছে। তবে বেসরকারী হিসাবে নিখোঁজের পরিমাণ আরো অনেক বেশী। দুর্বল ভিত্তি ও নির্মাণ ক্রুটিই উক্ত ভবন ধ্বংসের কারণ বলে বুয়েটের বিশেষজ্ঞ দলের ধারণা।

ধ্বংসস্তূপ থেকে মোবাইল ফোনঃ দেবে যাওয়া ভবনের ধ্বংসস্তূপ থেকে সহকর্মীর মোবাইলে ফোন করেছিলেন লাইন ইনচার্জ সিরাজ। গত ১১ এপ্রিল বেলা দেড়টার দিকে হঠাৎ করে কাওছারের মোবাইল বেজে ওঠে। ওপার থেকে কাওছারের সহকর্মী সিরাজ বলে, কাওছার আমাকে বাঁচাও। আমরা মোট ১১ জন ভবনের দক্ষিণ দিকে চার তলায় আছি। একটা ফাঁকা জায়গায় আমরা অন্ধকারে ১১ জন আশ্রয় নিয়েছি। এর মধ্যে কয়েকজন অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। আমার মোবাইলটা হারিয়ে গিয়েছিল। এই মাত্র অন্ধকারে খুঁজে পেয়েছি। ওনাদেরকে বল আমাদের সামনে একটা ফাঁকা সুড়ঙ্গ দেখা যাচ্ছে। ঐ দিক দিয়ে দেয়াল ভেঙ্গে ঢুকলেই আমাদের উদ্ধার করতে পারবে। এরপর বন্ধ। পরে অনেক চেষ্টা করেও সিরাজের সেই মোবাইল আর সচল পাওয়া যায়নি।

'আব্বা, ১লা বৈশাখের ছুটিতে বাড়ি আসব'ঃ ১লা বৈশাখের ছুটিতে বাড়ি আসা হ'ল না রতনের। বাবাকে দেওয়া কথা রাখতে পারেননি। জীবন থেকে ছুটি পেয়ে চলে গেছেন রতন পরপারে। গত কুরবানীর ঈদে রতনের সঙ্গে তার পরিবারের সদস্যদের শেষ দেখা হয়। ১০ এপ্রিলের দুর্ঘটনায় ময়মনসিংহ যেলার নান্দাইল উপযেলার ফরীদাকান্দা গ্রামের ছমির উদ্দীনের তৃতীয় ছেলে রতন (২০) সাভারের উক্ত ফ্যাক্টরিতে নিটিং সেকশনে অপারেটর হিসাবে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। দুর্ঘটনার পাঁচ দিন পর পরনের গেঞ্জি ও জিন্সের প্যান্ট দেখে রতনের বিকৃত লাশ শনাক্ত করেন বড় ভাই রোকন। সংসারের স্বচ্ছলতা বাড়াতে ছোট ভাইকে এক বছর আগে ফ্যাক্টরিতে কাজে লাগিয়ে দেন। ঘটনার দিন সন্ধ্যা ৭-টায় দু'জনই বেতন তোলেন। বেতনের টাকা নিয়ে ১লা বৈশাখের ছুটিতে রতনের বাড়ি আসার কথা ছিল।

[বাংলাদেশের ইতিহাসে এত বড় কোন ভবন মুহূর্তে মাটির সাথে মিশে যাওয়ার ঘটনা এটিই প্রথম। অবকাঠামোগত ক্রটিকে যতই হাইলাইট করা হোক না কেন এটি যে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে গযব তা বলাই বাহুল্য। অবকাঠামোগত ক্রটি নিরসনের পাশাপাশি চাই নৈতিক ও চারিত্রিক ক্রটি নিরসন। -সম্পাদক]

কাতারের আমীরের বাংলাদেশ সফর

কাতারের আমীর শেখ হামাদ বিন খলীফা আছ-ছানী গত ১৫ এপ্রিল দু'দিনের সরকারী সফরে ঢাকায় আসেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কাতারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ হামাদ বিন জসিম জাবর আছ-ছানী ও একটি ব্যবসায়ী দলসহ ৬৫ সদস্যের একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধি দল। কাতারের আমীরের এই সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং শেখ হামাদের নেতৃত্বে দু'দেশের মধ্যে যে আনুষ্ঠানিক বৈঠক হয়েছে, তাতে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে বলে জানা গেছে। কোথায় কোথায় বা কোন কোন খাতে সহযোগিতার বিনিময় হ'তে পারে তা আলোচিত হয়েছে। কাতার বাংলাদেশ থেকে অধিক সংখ্যায় জনশক্তি নিয়োগ এবং সিমেন্ট আমদানীর ব্যাপারে আগ্রহ ব্যক্ত করেছে। এছাড়া দু'পক্ষ দু'দেশের মধ্যে বিমান চলাচল শুরু এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে একমত হয়েছে। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ ও কাতারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক এবং একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। দু'দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যায়ে বার্ষিক যোগাযোগ বিষয়ে স্বাক্ষরিত হয়েছে সমঝোতা স্মারক। আর বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা ও কাতার নিউজ এজেন্সির মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশে বিনিয়োগ পরিস্থিতি যাচাইয়ের জন্য শিগগিরই কাতার থেকে একটি বাণিজ্য প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফর করবে বলেও ঐক্যমত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কাতারের আমীরের এটাই প্রথম বাংলাদেশ সফর।

বিদেশ

ভেটো ক্ষমতা ছাড়া স্থায়ী সদস্য হ'তে নারাজ ভারত

ভারত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো ক্ষমতা ছাড়া স্থায়ী সদস্য পদ গ্রহণের প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে বলেছে, ভেটো ক্ষমতাবিহীন কোন নতুন স্থায়ী সদস্য দেশ সাধারণ পরিষদের ম্যাণ্ডেট পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করতে পারবে না। গত ৩১ মার্চ জাতিসংঘে দেড় শতাধিক দেশের কূটনীতিকদের এক সভায় ভারতের রাষ্ট্রদূত নিরূপম সেন বলেন, আমরা স্থায়ী সদস্য দেশগুলির মধ্যে কোন বৈষম্য মেনে নিতে পারি না। ভারত, জাপান, জার্মানী ও ব্রাজিলকে নিয়ে গঠিত জি-৪ গ্রুপ এ সভার আয়োজন করে। উল্লেখ্য, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ১৯১টি সদস্য দেশের মধ্যে কমপক্ষে ১২৮টি দেশ সমর্থন করলে নিরাপত্তা পরিষদকে বর্ধিত করার প্রস্তাবটি অনুমোদিত হ'তে পারে। এদিকে চীন বলেছে, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হ'লে এই বিশ্ব সংস্থার সব সদস্য দেশ অর্থাৎ ১৯১ সদস্য রাষ্ট্রের সম্মতি নিতে হবে।

উলফোবিজ বিশ্বব্যাংকের নয়া প্রেসিডেন্ট

বিতর্কিত মার্কিন নাগরিক পল উলফোবিজ শেষ পর্যন্ত বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট হিসাবে মনোনীত হয়েছেন। যুদ্ধবাজ হিসাবে বিশ্বব্যাপী নিন্দিত ও ব্যাপকভাবে সমালোচিত সাবেক মার্কিন উপ-প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও ইরাক যুদ্ধের অন্যতম প্রবক্তা উলফোবিজকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট হিসাবে মনোনীত করার পর বিভিন্ন দেশে সমালোচনা ও ক্ষোভ দেখা দেয়। বিশেষ করে সাহায্যদাতা গ্রুপ এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করে এবং এর প্রতিবাদে ওয়াশিংটনে বিশ্ব ব্যাংকের সদর দপ্তরের বাইরে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। উন্মুক্ত বাছাইয়ের প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে পেছনের দরজা দিয়ে দরকষাকষির মাধ্যমে একজন বিতর্কিত ব্যক্তিকে এই গুরুত্বপূর্ণ মনোনয়ন দেয়ায় তারা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। এসব প্রতিবাদ উপেক্ষা করে মার্কিন প্রধান বিশ্ব ব্যাংকের পরিচালকমণ্ডলী শেষ পর্যন্ত পল উলফোবিজকেই ব্যাংকের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসাবে মনোনীত করে। ২৪ সদস্যের বিশ্ব ব্যাংক পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে অধিকাংশই মার্কিনী। ইউরোপীয় ও জাপানেরও রয়েছে প্রাধান্য। গত ৩১ মার্চ তারা সর্বসম্মতভাবে উলফোবিজকে বিশ্বব্যাংকের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসাবে মনোনীত করেন।

যুক্তরাষ্ট্রে প্যাট্রিয়ট অ্যাক্টের আওতায় হয়রানির শিকার ৯৫ শতাংশ মুসলমান ইমিগ্র্যান্ট

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের প্রেক্ষিতে প্রণীত প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট যাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছে তাদের ৯৫ শতাংশই মুসলমান ইমিগ্র্যান্ট। ডেমোক্র্যাটিক পার্টির চেয়ারম্যান ও সাবেক প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ডঃ হাওয়ার্ড ডীনের কণ্ঠেও এই প্রসঙ্গটি স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছে নিউইয়র্কে এশিয়ান-আমেরিকানদের এক সমাবেশে। ডঃ ডীন বলেন, এই আইনের মাধ্যমে মুসলিম কম্যুনিটিতে ভীতির সঞ্চার ঘটানো হয়েছে। আইনটি যুক্তরাষ্ট্রের ইমেজকেও মুসলিম বিশ্বে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে। এদিকে নিরাপত্তার অজুহাতে সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই গ্রেফতার ও নাগরিকের অজ্ঞাতে তার গোপন তথ্য তল্লাশির ঘটনা ২০০০ সালের তুলনায় গত বছর ৭৫ শতাংশ বেড়েছে। মার্কিন কংগ্রেসে প্রদত্ত বার্ষিক প্রতিবেদনে এ তথ্য উল্লেখ করেছেন সহকারী এটর্নী জেনারেল উইলিয়াম ই মারসেলা। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের সদস্য হিসাবে সন্দেহভাজনদের অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক রাখার ১ হাযার ৭৫৪টি নির্দেশ জারি করা হয় গত বছর। ২০০৩ সালে এই সংখ্যা ছিল ১ হাযার ৭২৪ এবং ২০০০ সালে ছিল ১ হাযার ৪৪৩।

পোপ জন পল আর নেই

বিশ্বের ১শ' ১০ কোটি রোমান ক্যাথলিকের ধর্মগুরু পোপ দ্বিতীয় জন পল (৮৪) আর নেই। তিনি গত ১লা এপ্রিল ভ্যাটিকান সময় রাত ৯-টা ৩৭ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় রাত ১-টা ৩৭ মিনিটে) ভ্যাটিকান সিটির সেন্ট পিটার্স স্কোয়ার সংলগ্ন তাঁর বাসভবনে পরলোক গমন করেন। গত ৮ এপ্রিল তাঁকে ভ্যাটিকানের ঐতিহাসিক সেন্ট পিটার্স বাসিলিকার ভূগর্ভে সমাহিত করা হয়। ১৯৭৮ সালে এখানেই ক্যারল উইস্তিলা দ্বিতীয় জন পল নামে পোপ হিসাবে শপথগ্রহণ করেছিলেন। পোপের শেষকৃত্যে ৭০টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান সহ প্রায় ২০ লাখ লোক যোগদান করেন।

পোপ ১৯২০ সালে পোল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। পোপ হিসাবে তিনি ২৬ বছর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন তৃতীয় দীর্ঘস্থায়ী পোপ। রোমান ক্যাথলিক গীর্জায় ৪৫৫ বছরের ইতিহাসে পোপ পলই ছিলেন ইতালীর বাইরের লোক।

উল্লেখ্য, পোপ জন পলের মৃত্যুর পর জার্মানীর বংশোদ্ভূত কার্ডিনাল জোসেফ রাটজিঙ্গার নতুন পোপ নির্বাচিত হয়েছেন। পোপ নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি নতুন নাম গ্রহণ করেছেন পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট।

নেপালে মাওবাদী লড়াইয়ে নিহত ১১,২০০

নেপালের সরকার উৎখাত ও একটা কম্যুনিষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মাওবাদী গেরিলা যে লড়াই শুরু করেছে তাতে এ পর্যন্ত গত ৯ বছরে ১১,২০০ লোক নিহত হয়েছে। গত ১১ এপ্রিল 'ইনসেক' নামে এক প্রখ্যাত মানবাধিকার গ্রুপ বলেছে, ২০০৪ সালে বিদ্রোহীরা ১১০৩ লোককে হত্যা করেছে। সরকারী নিরাপত্তা বাহিনী অন্তত ১৬০৪ জনকে হত্যা করেছে। ঐ গ্রুপের মতে বিদ্রোহীদের অন্তত ১৫ হাযার সৈন্য রয়েছে। তবে এদের মধ্যে ৩০ শতাংশের বয়সই ১৮ বছরের নীচে। গেরিলাদের পেছনে নেপালের অন্তত দেড় লাখ লোকের সমর্থন রয়েছে।

২০০৪ সালে নিহতদের মধ্যে ১১২ জন ভূমি মাইনে নিহত হয়েছে। বোমা বিস্ফোরণে নিহত হয়েছে ১৩৭ জন। বিদ্রোহীরা প্রায় ২৬ হাযার লোককে আটক করে। এদের মধ্যে অধিকাংশকেই কম্যুনিষ্ট প্রচারণা কর্মসূচীতে যোগদানে বাধ্য করার পর ছেড়ে দেয়া হয়। গেরিলারা তাদের জনসমাবেশে যোগ দেয়ার জন্য বন্দুকের নলের মুখে গ্রামবাসীকে অপহরণ করে নেয় এবং হাযার হাযার স্কুল ছাত্রকে তাদের লেকচার শোনার জন্য ধরে নিয়ে যায়। উল্লেখ্য, চীনা নেতা মাওসেতুংয়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ মাওবাদীরা রাজতন্ত্র উচ্ছেদের জন্য ১৯৯৬ সাল থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে।

মুসলিম জাহান

ইরাকে শিশু অপুষ্টির হার দ্বিগুণ বেড়েছে

ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের পর থেকে ৫ বছরের নীচে শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির পরিমাণ দ্বিগুণ বেড়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য বিষয়ক একজন বিশেষজ্ঞ ইরাকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন বহুজাতিক বাহিনীর হামলার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতা থেকে সরানোর পর অপুষ্টিতে আক্রান্ত ইরাকী শিশুদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। এই বিশেষজ্ঞ জিংজিকলার জেনেভায় জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের বার্ষিক সভায় বলেন, ইরাক যুদ্ধের আগে ইরাকী শিশুদের অপুষ্টির হার ছিল শতকরা ৪ ভাগ আর এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮ ভাগে। তিনি আরো বলেন, ইরাকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন আগ্রাসনের পর থেকে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার ২০০৩ সালের মার্চ মাসের পর প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে খাদ্যের অভাব এবং অসুস্থতা। দ্বিতীয় প্রধান সমস্যা হচ্ছে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব।

[ইরাকের পরবর্তী প্রজন্মকে এভাবে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়ে যারা ক্রুর হাসি হাসছে সেই কুখ্যাত বুশ-ব্লেয়ারের শাস্তি একদিন হবেই ইনশাআল্লাহ। -সম্পাদক]

মিসরে প্রাচীন আমলের নৌকার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার

মিসরে প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের কর্মীরা প্রাচীন আমলের কয়েকটি নৌকার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, প্রাচীন মিসরে বাণিজ্যিক পরিবহনের কাজে এই নৌকা ব্যবহার করা হ'ত। মিসরের সংস্কৃতিমন্ত্রী ফারূক হোসনী মিসরের সরকারী বার্তা সংস্থা 'মেনা'কে একথা বলেন। তিনি বলেন, এই নৌকাগুলি ফেরাউনের আমলের একটি পোতাশ্রয়ের কাছে মিসরের লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী এলাকায় পাওয়া যায়। এলাকাটি মিসরের রাজধানী কায়রো থেকে ৪৭৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। তিনি জানান, এসব নৌযান পুন্ট এলাকা থেকে মালপত্র আনা নেয়ার কাজে ব্যবহার করা হ'ত। মিসরের প্রাচীন ইতিহাসে এই পুন্ট এলাকার উল্লেখ দেখা যায়। এটাকে এখন অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ 'হর্ণ অব আফ্রিকা' বলে মনে করেন। মিসরের পুরাকীর্তী বিভাগের চেয়ারম্যান জাহি হাওয়াস 'মেনা'কে বলেন, খনন কাজের মাধ্যমে কাঠের তৈরী নৌকার কাঠামো ছাড়াও পাল ও তার দড়ির চিহ্ন পাওয়া গেছে। এতে সিডার নামের পাইন জাতীয় গাছের কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে এবং এগুলি আমদানী করা হয়েছে সিরিয়া থেকে। তিনি আরো জানান, যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি টীম সেখানে একটি ইটালীয় টীমের সঙ্গে একযোগে কাজ করছে এবং তারাই এই নৌকার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছে।

ইবরাহীম জাফরী ইরাকের প্রধানমন্ত্রী

ইরাকে দখলদার জোটের সমর্থক শী'আ জোটের প্রার্থী ইবরাহীম আল-জাফরীকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ইসলামী দা'ওয়াহ পার্টির প্রধান ও ইরানের প্রতি অনুগত ইবরাহীম জাফরী প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ পাওয়ায় দখলদারদের মধ্যে ইসলাম ভীতি জোরদার হয়ে উঠেছে। অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী ইয়াদ আলাবী পদত্যাগ করেছেন। এদিকে ইরাকী পার্লামেন্ট কুর্দী নেতা জালাল তালাবানীকে সে দেশের অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট মনোনীত করেছে। আর এটাই প্রথম একজন কুর্দী ইরাকে প্রেসিডেন্ট হ'লেন। অপরদিকে তিনিই প্রথম একজন অনারব, যিনি কোন আরব দেশের প্রেসিডেন্ট হ'লেন।

৫৭ বছর পর উভয় কাশ্মীরের মধ্যে সরাসরি বাস সার্ভিস চালু

৫৭ বছর পর ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগর ও আযাদ কাশ্মীরের রাজধানী মুযাফফরাবাদের মধ্যে বাস চলাচল শুরু হয়েছে। গত ৭ এপ্রিল শ্রীনগর থেকে মুযাফফরাবাদের উদ্দেশ্যে দু'টি ভারতীয় বাস যাত্রা করে। একই ভাবে মুযাফফরাবাদ থেকে আরেকটি পাকিস্তানী বাস শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। উভয় দিক থেকে প্রথম দিন ৫০ জন যাত্রী যাতায়াত করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং শ্রীনগরে মুযাফফরাবাদ অভিমুখী যাত্রীদের বিদায় জানান। গত ৭ এপ্রিল মুযাফফরাবাদ থেকে শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে পাকিস্তানী বাস যাত্রার প্রাক্কালে রাস্তার দু'পাশে লোকজন দাঁড়িয়ে উষ্ণ বিদায় জানান। তারা অধিকৃত কাশ্মীর থেকে আগত আপনজনদেরও প্রাণঢালা অভ্যর্থনা জানায়। মুযাফফরাবাদ থেকে একজন কাশ্মীরী শ্রীনগরে পৌঁছে মাটিতে সিজদা করেন। এ উপলক্ষ্যে শ্রীনগর ও মুযাফফরাবাদ উভয় জায়গায় ছিল উৎসবের আমেজ। উল্লেখ্য, ১৯৪৮ সাল থেকে নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর কামান সেতু বন্ধ ছিল। ৭ এপ্রিল ২শ' ফুট দীর্ঘ এ সেতু খুলে দেওয়া হয়। কামান সেতুর পাকিস্তানী অংশে লেখা ছিল, 'ঘর থেকে ঘরে। আমরা আমাদের কাশ্মীরী ভাইদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাই'।

পাকিস্তানকে পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে

পাকিস্তান সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে, তাকে পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। তা না হ'লে সে পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি 'এনপিটি'তে স্বাক্ষর করবে না। সেদেশের পরমাণু বিজ্ঞানী এ.কিউ. খানের বিরুদ্ধে পরমাণু বিক্রির অভিযোগ নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। তা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক পারমাণবিক অস্ত্র প্রসার রোধ বিশেষজ্ঞরা প্রথমবারের মত পাকিস্তানী কর্মকর্তাদের সাথে গত ১১ এপ্রিল আলোচনায় মিলিত হন।

ইরাকের তেল বিক্রির দুর্নীতিতে যুক্তরাষ্ট্র জড়িত

সাদ্দাম প্রশাসনের আমলে ইরাকের তেলের বিনিময়ে খাদ্য ক্রয় কর্মসূচী সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে গঠিত কমিটি বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র এবং ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কয়েকটি দেশের অসহযোগিতার কারণে দুর্নীতির ব্যাপারে প্রকৃত তথ্য উদঘাটন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। সাবেক মার্কিন কর্মকর্তা পল ভাক্কারের নেতৃত্বে গঠিত নিরপেক্ষ এই তদন্ত কমিটির সদস্যরা বলেছেন, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশের কাছ থেকে এ ব্যাপারে কোন সহযোগিতা না পাওয়ায় তারা খুবই বিস্মিত হয়েছেন। সাদ্দাম আমলের প্রায় সাড়ে ৬ হাযার ডলার মূল্যের এই তেলের বিনিময়ে খাদ্য ক্রয় কর্মসূচী নিয়ে সৃষ্ট দুর্নীতির সাথে খোদ যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক এজেন্সি ও আরো কয়েকটি দেশের সরকার জড়িত রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তদন্তের বর্তমান পর্যায়ে কমপক্ষে ৪ হাযার কোম্পানি এর সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

Contents

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

সৌরজগতের বাইরে ১৩২টি গ্রহ

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গত ১০ বছরে সৌরজগতের বাইরে ১৩০টির বেশী গ্রহ আবিষ্কার করেছেন। সম্প্রতি তারা আরও দু'টি নতুন গ্রহ আবিষ্কার নিয়ে দারুণ উৎসাহী হয়ে উঠেছেন?

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন, সৌরজগতের বাইরে থেকে আসা আলোতে সরাসরি তারা উক্ত গ্রহ দু'টি দেখতে পেয়েছেন। পৃথিবীর চতুর্দিক প্রদক্ষিণরত নাসা মহাশূন্যযান স্পীডমাস টেলিস্কোপ ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা দু'টি গ্রহ থেকে আসা ইনফারিয়েট রেডিয়েশন শনাক্ত করতে পেরেছেন। সাধারণ আলোয় এসব গ্রহ দেখা অসম্ভব। কারণ যে নক্ষত্রের পটভূমিতে এই গ্রহ দেখা যাবে সেই নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা গ্রহের উজ্জ্বলতার চেয়ে প্রায় দশ হাযার গুণ বেশী।

ওয়াশিংটনের কার্নেগি ইনষ্টিটিউটের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডঃ এলেন বস এই আবিষ্কারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বলেন, ১৯৯৫ সাল থেকে সৌরজগতের বাইরে গ্রহব্যবস্থা আবিষ্কারের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। তবে সূর্যের মত নক্ষত্রের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণরত একটি গ্রহ থেকে আলো শনাক্ত করার জোরালো প্রমাণ খুঁজে পাবার জন্য ২০০৫ সাল ইতিহাসের পাতায় স্থান পাবে। গত ১০ বছরে এক্ষেত্রে কতটা এগুনো গেছে তা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু গত ১০ বছরে বিজ্ঞানীরা সৌরজগতের বাইরে ১৩০টির বেশী গ্রহের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন। সেখানে তারা নতুন সাফল্য অর্জন করেছেন। সে ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিয়েছেন জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠানের দি হারবার স্মিথসোনিয়ান সেন্টার ফর এস্ট্রোফিজিক্সের গবেষক ডঃ ডেভিড শর্মনিও। তিনি বলেন, এখানে উত্তেজনার বিষয় হচ্ছে সৌরজগতের বাইরে একটি নক্ষত্রের চতুর্দিক প্রদক্ষিণরত একটি গ্রহ থেকে আসা আলো এই প্রথম সরাসরি শনাক্ত করা গেছে। সারা পৃথিবীতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ১০ বছর ধরে পরোক্ষ উপায়ে ১৩০টির বেশী গ্রহ খুঁজে পেয়েছেন। এসব গ্রহের অস্তিত্ব শনাক্ত করা হয়েছে নক্ষত্রের উপর সেগুলির মধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে।

বিজ্ঞানীরা বলেন, অন্যান্য নক্ষত্রকে ঘিরে যেসব গ্রহ প্রদক্ষিণ করে সেগুলি সম্পর্কে আমরা জানতে চাই, কারণ আমরা একটি মৌলিক প্রশ্নের জবাব খুঁজতে চাই। সেই প্রশ্নটি হচ্ছে- আমাদের সৌরজগতের মত কোন গ্রহ ব্যবস্থা এই মহাবিশ্বে আর আছে কি-না। আমাদের এই আবিষ্কারের মাধ্যমে আমরা সৌরজগতের গ্রহ ও গ্রহ ব্যবস্থার সাথে অন্যান্য গ্রহের সরাসরি তুলনা করতে পারব।

মানুষ হোমিও চিকিৎসার দিকে ক্রমেই ঝুঁকছে

বিশ্বের সর্বত্র মানুষ হোমিও চিকিৎসার দিকে ক্রমেই বেশী করে ঝুঁকছে। শুধু পশ্চিমা বিশ্বে নয় সমগ্র বিশ্বেই হোমিও চিকিৎসার প্রসার ঘটছে দ্রুত। বৃটেনের রাণী এলিজাবেথ, ভারতের নেতা মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী, মাদার তেরেসা, মার্কিন কথা শিল্পী মার্কটুইন এবং রক সঙ্গিত শিল্পী টিনা টার্নার এদের সবার মধ্যে একটা বিষয়ে মিল আছে, আর সেটা হচ্ছে এরা সবাই হোমিও চিকিৎসা ব্যবহার করেছেন।

বৃটেনের 'দি সোসাইটি অব হোমিওপ্যাথ' সংগঠনের রিচার্ড বোকাভ সেদেশে হোমিওপ্যাথির প্রসার সম্পর্কে বলেন, বৃটেনে ক্রমেই আরো বেশী মানুষ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার দিকে ঝুঁকছে। তবে এই চিকিৎসা মূল ধারার চিকিৎসা নয়। এখানকার মূল ধারার চিকিৎসা এলোপ্যাথিক। তবে তার পাশাপাশি অনেক লোক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সুযোগ নিচ্ছেন। গত বছর এক জরিপে দেখা গেছে, প্রায় ৭ লাখ লোক মূল ধারার এলোপ্যাথিক চিকিৎসার বাইরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার শরণাপন্ন হয়েছেন। বৃটেনের সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগ বর্তমানে ৫টি হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল পরিচালনা করে।

[হোমিও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন চিকিৎসা পদ্ধতি। অনেক জটিল রোগ হোমিও প্যাথিতে সেড়ে যাওয়ার কথা জানা যায়। কিন্তু অভাব হচ্ছে ভাল ডাক্তারের। এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার ন্যায় হোমিওপ্যাথিকেরও প্রয়োজন ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের। বাংলাদেশ সরকারের নিকটে আমরা প্রতি যেলা সদরে একটি করে হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল স্থাপনের দাবী জানাই। সেই সাথে চাই ব্যাপক গণসচেতনতা। -সম্পাদক]

জন্মের প্রথম সপ্তাহের খাদ্যের উপর শিশুর মোটা হওয়া নির্ভর করে

কোন শিশুকে তার জন্মের পরপরই প্রথম সপ্তাহে যে খাদ্য খাওয়ানো হয় তা তার উপর পরবর্তী জীবনে মোটা পাতলা হওয়া নির্ভর করে। মার্কিন গবেষকরা এক গবেষণা রিপোর্টে এ কথা জানান। তারা গবেষণায় দেখতে পেয়েছেন যে, জন্মের প্রথম সপ্তাহে যে সব শিশু ফর্মুলা ভিত্তিক খাদ্য গ্রহণ করে তাদের ওযন দ্রুত বেড়ে যায় এবং এক দশক পর তাদের মধ্যে অতিরিক্ত মোটা হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই সমীক্ষায় আরো দেখা গেছে যে, মায়ের দুধ গ্রহণের ফলে অতিরিক্ত মোটা হওয়ার ঝুঁকি খুবই কম থাকে। সমীক্ষায় শিশুদের জন্মের পর পর তো বটেই, আরো ৬ মাস মায়ের দুধ খাওয়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া শিশু হাসপাতালের শিশু পুষ্টি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ডাঃ নিকোলাস স্টেটলার বলেন, এই গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, শিশু জন্মের পর প্রথম সপ্তাহটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে সম্ভবত শিশুর দেহের মনস্তত্ব তার বাকী জীবনের ক্রনিক বা জটিল রোগ হবে কিনা তা নির্ণয় করে।

তিনি আরো বলেন, আমাদের গবেষণায় ওবেসিটি বা অতিরিক্ত মোটা হয়ে যাওয়ার প্রবণতা রোধে করণীয় সম্পর্কেও নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। তিনি বলেন, অন্যান্য সমীক্ষায় এই রিপোর্ট সমর্থিত হ'লে তা সদ্যজাত শিশুর ওবেসিটি রোধে দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা সম্পর্কেও সাফল্য বয়ে আনতে পারে। স্টেটলারের নেতৃত্বে একটি দল ৬৫৩ জন ক্রেতাদের মধ্যে এই সমীক্ষা চালায়। তাদের বয়স ২০ থেকে ৩২ বছর। তারা দেখিয়েছেন যে, জন্মের পর প্রথম ৮দিনে শিশুদের প্রতি ১০০ গ্রাম অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণের জন্য পরিণত বয়সে তাদের ওযন ১০ শতাংশ করে বৃদ্ধির ঝুঁকি থেকে যায়।

[শুধুমাত্র ছয় মাস নয়, বরং কুরআনের বিধান অনুযায়ী শিশু পূর্ণ দু'বছর তার মায়ের দুধ পান করবে। এতে রয়েছে বরকত এবং শিশুর বেড়ে উঠার জন্য যাবতীয় পুষ্টি। দুর্ভাগ্য, আধুনিক যুগের মায়েরা সন্তান জন্মের পরপরই স্বেচ্ছাপ্রাণাদিত হয়ে সন্তানকে ফীডার খাওয়াতে থাকে আর মেডিসিনের মাধ্যমে নিজের দুধ উঠিয়ে ফেলে। ফলে ঐ সন্তান মায়ের দুধ পান থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়। বড় হয়েও আক্রান্ত হয় নানা ধরনের অসুখ-বিসুখে, অবাধ্য হয় পিতা-মাতার। অতএব আল্লাহ প্রদত্ত এই নে'মত থেকে সন্তানদের বঞ্চিত করা মোটেও সমীচীন নয়। অন্তত সন্তানদের সুস্থভাবে বেড়ে উঠার স্বার্থেই এই অন্যায় প্রবণতা থেকে মায়েদের ফিরে আসা উচিত। -সম্পাদক]

সংগঠন সংবাদ

মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার মুক্তির দাবীতে দেশব্যাপী বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

রাজশাহী ২২ এপ্রিল শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার মুক্তি ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে দেশব্যাপী কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যৌথ উদ্যোগে যেলা কার্যালয় সপুরা মিয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ থেকে একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিল নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক কর্মী ও সুধীর এ বিশাল মিছিলটি সপুরা থেকে রেলগেইট, ঢাকা বাসষ্ট্যান্ড, শিরোইল ও আলুপট্টি হয়ে সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে গিয়ে পথসভায় মিলিত হয়।

পথসভায় বক্তাগণ আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে গত ২২ ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাতে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগে অন্যায়ভাবে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এবং অবিলম্বে তাঁদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করেন।

বক্তাগণ বলেন, দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে সরকার শান্তিপ্রিয় সংগঠন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নির্দোষ নেতা-কর্মীগণকে কথিত জঙ্গীবাদের সাথে জড়িয়ে গ্রেফতার করে নতুন শতাব্দীর সর্বাধিক ন্যাক্কারজনক অধ্যায়টি রচনা করেছে। অথচ আহলেহাদীছ আন্দোলন শুরু থেকেই জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও যেকোন ধরনের রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকাণ্ডের ঘোর বিরোধিতা করে আসছে। পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে, সভা-সমিতি ও সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করে, ফৎওয়ার মাধ্যমে এবং সর্বোপরি বই লিখে পরিষ্কার ভাষায় এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে তীব্র ধিক্কার জানানো হয়েছে এবং এ বিষয়ে সরকারকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে। অথচ সরকার এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করে উল্টো আহলেহাদীছ আন্দোলনের উপরে দোষ চাপিয়ে প্রকৃত দোষীদের আড়াল করার চেষ্টা করেছে।

তারা বলেন, আলেম-ওলামাদের উপরে নির্যাতন করে কোন সরকারই ক্ষমতায় আসতে পারবে না এবং টিকেও থাকতে পারবে না। এদেশের তাওহীদী জনতা ইতিপূর্বেও এ ধরনের ষড়যন্ত্র বরদাশত করেনি, আজও করবে না। এ অন্যায় নির্যাতন দ্রুত বন্ধ করা না হ'লে এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে এদেশের অন্যূন তিন কোটি আহলেহাদীছ সহ ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী সকল নাগরিক প্রস্তুত।

বক্তাগণ বলেন, আহলেহাদীছরা এদেশে ভেসে আসেনি। তারা এদেশেরই সন্তান। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পক্ষে তাদের রয়েছে সোনালী ইতিহাস। বালাকোটে এই আহলেহাদীছরাই রক্ত দিয়েছে। আল্লামা ইসমাঈল শহীদ, সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী, মাওলানা এনায়েত আলী, বেলায়েত আলী, নিছার আলী তিতুমীরের মত আহলেহাদীছ নেতাদের বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের রক্তস্নাত ইতিহাস এদেশের মানুষ জানে। আজও কোন বহিঃশত্রু কর্তৃক এদেশ আক্রান্ত হ'লে সর্বাগ্রে আহলেহাদীছরাই রক্ত দিবে ইনশাআল্লাহ। বক্তাগণ অবিলম্বে **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ কেন্দ্রীয় চার নেতাকে নিঃশর্ত মুক্তি দান এবং প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দানের জন্য জোট সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। পথসভা শেষে পুনরায় মিছিল শুরু হয়ে সিএমবি মোড়ে গিয়ে মাগরিবের ছালাতের প্রাক্কালে সংক্ষিপ্ত পথসভার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। মিছিলে রাজশাহী যেলার বিভিন্ন শাখা ও এলাকা থেকে বাস-ট্রাক রিজার্ভ করে কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

পথসভায় বক্তব্য রাখেন, মাসিক **'আত-তাহরীক'** সম্পাদক মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুযাফ্ফর বিন মুহসিন, অর্থ সম্পাদক শিহাবুদ্দীন আহমাদ, নওদাপাড়া মাদরাসার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা সাঈদুর রহমান, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি ও নওদাপাড়া মাদরাসার শিক্ষক জনাব শামসুল আলম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ঢাকা, ২২ এপ্রিল শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা, গাযীপুর ও নরসিংদী যেলার যৌথ উদ্যোগে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার মুক্তির দাবীতে এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বংশাল নতুন চৌরাস্তা থেকে মিছিল শুরু হয়ে মুক্তাঙ্গনে গিয়ে প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়। সভা শেষে মিছিলটি পুনরায় বংশালস্থ ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ' কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলের সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয মুহাম্মাদ মাসুম প্রমুখ।

ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি হাফেয মাওলানা শামসুল হক শিবলীর সভাপতিত্বে মুক্তাঙ্গনে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইন, গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কফীলুদ্দীন, নরসিংদী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমীনুদ্দীন, নরসিংদী যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন প্রমুখ।

বক্তাগণ বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদকে সমর্থন করে না। কোন জঙ্গী ও সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা দলের সাথে আমাদের কোনরূপ সম্পর্ক নেই। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে সাংগঠনিক কাজ করে যাচ্ছি। অথচ সরকার হঠাৎ করে জঙ্গীবাদের ধুয়া তুলে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র আমীর সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করেছে। তারা বলেন, দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের একজন সম্মানিত শিক্ষককে খুন, ডাকাতি ও বিস্ফোরক দ্রব্য রাখার মিথ্যা মামলায় জড়ানোর ফলে জনগণের কাছে সরকারের গ্রহণযোগ্যতা এবং বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি কতটুকু ক্ষুণ্ন হয়েছে, সরকারের তা ভেবে দেখা উচিত। তারা বলেন, এই ভুল সিদ্ধান্তের জন্য সরকারকে একদিন চড়া মূল্য দিতে হবে।

সাতক্ষীরা, ২২ এপ্রিল শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ

আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলার যৌথ উদ্যোগে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল নগরীর আব্দুর রাযযাক পার্ক থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে নিউমার্কেট চত্বরে এক পথসভায় মিলিত হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা ও যশোর এম, এম, কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অধ্যাপক নযরুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, সীমান্ত ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ আযীযুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আলতাফ হোসাইন প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তাগণ অবিলম্বে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করেন। তারা বলেন, মহল বিশেষের ষড়যন্ত্রে সরকার যে অন্যায় পদক্ষেপ নিয়েছে তার হিসাব একদিন এই সরকারকেই দিতে হবে। সাতক্ষীরাতে আহলেহাদীছদের ভোটেই এমপি নির্বাচিত হয়। অথচ এই আহলেহাদীছদের হৃদয়ে জোট সরকার চরম আঘাত দিয়েছে, যা বিগত সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। তারা বলেন, এখনো সময় আছে। দ্রুত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করুন, আহলেহাদীছ আন্দোলনের নির্দোষ নেতৃবৃন্দকে ছেড়ে দিন এবং প্রকৃত জঙ্গীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিন। আহলেহাদীছ আন্দোলন বরাবরই জঙ্গীবাদের ঘোর বিরোধী। মিছিলে বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় ১০ সহস্রাধিক কর্মী ও সুধী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ২২ এপ্রিল শুক্রবারঃ অদ্য বিকাল ৪ ঘটিকায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি যেলা কার্যালয় পিটিআই মাষ্টার পাড়া থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ শেষে পৌরপার্কে এসে সমাবেশে মিলিত হয়। যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র সহস্রাধিক নেতা-কর্মী মিছিলে যোগদান করেন।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য ও খুলনা যেলার সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা তাছাদ্দুক হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর তাবলীগ সম্পাদক ইয়াসীন আলী প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' কোন জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে না। সন্ত্রাসী ও জঙ্গী কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের সাথে এ সংগঠনের কোনরূপ সম্পর্ক বা সংশ্লিষ্টতা নেই। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ সংগঠনটি দেশ, জাতি ও স্বাধীনতার পক্ষে সমাজ সংস্কারমূলক কাজ করে যাচ্ছে। অথচ কোন তৃতীয় পক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সরকার 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ কেন্দ্রীয় চার নেতাকে গ্রেফতার করেছে। সরকারের এ সিদ্ধান্ত যে ভুল ছিল তার প্রমাণ গত ৯ এপ্রিল রাজশাহীর শাহ্‌মখদুম থানায় দায়েরকৃত ৫৪ ধারার মামলাটি খারিজ হয়ে যাওয়া। যে থানা তাদেরকে সন্দেহজনক ভাবে গ্রেফতার করেছে এবং যেখানে তাদের কেন্দ্র, সেই থানাই তাঁদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ দায়ের করতে পারেনি। বক্তাগণ অচিরেই নেতৃবৃন্দকে নিঃশর্ত মুক্তি দিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মিথ্যা মামলা তুলে নেওয়ার আহ্বান জানান। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম মিছিল ও সমাবেশ পরিচালনা করেন।

পাবনা, ২২ এপ্রিল শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার মুক্তির দাবীতে পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল নগরীর খলীফাপাট্টি জামে মসজিদ থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় উক্ত মসজিদে এসে শেষ হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুল কাদের, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা আব্দুস সোবহান, চাঁদমারী জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা বেলালুদ্দীন প্রমুখ।

বুড়িচং, কুমিল্লা, ২২ এপ্রিল শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যৌথ উদ্যোগে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার মুক্তি ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে বুড়িচং আহলেহাদীছ জামে মসজিদ থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে থানা সদরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মিছিলউত্তর সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক মুছলেহুদ্দীন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জালালুদ্দীন, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আবূ তাঁহের, দফতর সম্পাদক জাফর ইকরাম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। বক্তাগণ এই অন্যায় গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা জানান এবং অবিলম্বে তাঁদের মুক্তি দানের জন্য জোট সরকারের নিকট জোর দাবী জানান।

সিলেট, ২৬ এপ্রিল মঙ্গলবারঃ মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার মুক্তি ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে অদ্য বিকাল ৩-টায় যেলার সিটি পয়েন্ট থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে আম্বরখানা পয়েন্টে গিয়ে পথসভায় মিলিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুছ ছবূর চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মাওলানা এস,এম, আব্দুল লতীফ, রিয়াদ ইসলামিক সেন্টারের শিক্ষক মাওলানা আজমল হোসাইন ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ প্রমুখ।

উল্লেখ্য, যেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও সিটি কর্পোরেশনের পূর্ব অনুমতি সংক্রান্ত যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরও সকাল ১০-টায় হঠাৎ করে পুলিশ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে প্যাণ্ডেল ভেঙ্গে ফেলে। এতে কর্মীগণ দারুণভাবে ক্ষুব্ধ হন এবং সিটি পয়েন্ট থেকে মিছিলের সিদ্ধান্ত নেন। বিকাল ৩-টায় শত শত কর্মী শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল নিয়ে সিটি পয়েন্ট থেকে আম্বরখানা হয়ে আবার সিটি পয়েন্টে আসার পথে পুলিশী বাধার সম্মুখীন হন। ফলে সেখানেই সংক্ষিপ্ত পথসভা শেষে মিছিল সমাপ্ত হয়।

সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, এদেশের একজন দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবি, আহলেহাদীছ আন্দোলনের সিপাহ্‌সালার, রাজশাহী

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ চার শীর্ষ নেতাকে বিভিন্ন মিথ্যা মামলায় ২ মাস আটকে রাখায় আমরা যার পর নেই হতবাক হয়েছি। ইসলামী মূল্যবোধের সরকারের এই ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের নেই। তারা অবিলম্বে নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তির দাবী জানান।

উল্লেখ্য, ২৫শে এপ্রিল সোমবার বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মীর উপস্থিতিতে একই দাবীতে যেলার গাছবাড়ীর দক্ষিণ বাজারে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সঊদী আরবের রিয়াদ ইসলামিক সেন্টারের শিক্ষক শায়খ আজমল হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব আব্দুল ওয়াদূদ। মাষ্টার আব্দুল মতীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুছ ছবূর চৌধুরী, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা আব্দুল কবীর, সহ-সভাপতি তাজুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক তাজুদ্দীন। সমাবেশে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয আব্দুছ শুকুর।

সিরাজগঞ্জ, ৬ই এপ্রিল রবিবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে সিরাজগঞ্জ কোর্ট মসজিদে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় চার নেতাকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতারের নিন্দা জানিয়ে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুর্তযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন প্রমুখ।

কুলাঘাট, লালমনিরহাট, ৫ এপ্রিল মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ যোহর যেলা সদর থানার কুলাঘাট দক্ষিণ শিবেরকুটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যৌথ উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুন্তাযির রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল করীম, যেলা 'আন্দোলন'-এর পাঠাগার সম্পাদক আব্দুল জলীল, মুখতার হোসাইন, দেলোয়ার হোসাইন প্রমুখ। সমাবেশে বক্তাগণ আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় চার নেতাকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এবং অবিলম্বে তাঁদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করেন। সমাবেশ পরিচালনা করেন যেলা 'যুবসংঘে'র প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল কাইয়ূম।

আদিতমারী, লালমনিরহাট, ২৭ এপ্রিল বুধবারঃ অদ্য সন্ধ্যায় আদিতমারী উপযেলার চৌরাহা মাদরাসা মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' লালমনিরহাট যেলা শাখার উদ্যোগে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার নিঃশর্ত মুক্তির দাবীতে 'আন্দোলন' যেলা শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুন্তাযির রহমান, প্রচার সম্পাদক মাওলানা আব্দুল করীম, মাওলানা মাহবূবুবুর রহমান, মাওলানা আবূ সাঈদ, আব্দুল কাইয়ূম, খলীলুর রহমান প্রমুখ।

পিরোজপুর, ১৫ এপ্রিল শুক্রবারঃ অদ্য বিকাল ৫-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার মুক্তির দাবীতে পিরোজপুরের স্বরূপকাঠিস্থ যেলা 'আন্দোলন'-এর কার্যালয়ে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ আযীযুল হক, যেলা কর্মপরিষদ সদস্য রহমতুল্লাহ মনীর, যহুরুল হক, মকবূল হোসাইন প্রমুখ।

পিরোজপুর, ২৯ এপ্রিল শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার মুক্তির দাবীতে যেলার স্বরূপকাঠিতে এক বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন এর নেতৃত্বে পরিচালিত উক্ত মিছিল ও প্রতিবাদ সভায় যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলগণ বক্তব্য রাখেন। তারা অবিলম্বে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মুক্তি ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানান।

আঞ্চলিক মহাসম্মেলন

গত ৭ এপ্রিল দারুল ইমারত নওদাপাড়ায় অনুষ্ঠিত মজলিসে আমেলার বৈঠকে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার গ্রেফতারের প্রতিবাদে দেশের সবকটি যেলাকে কয়েকটি জোনে ভাগ করে আঞ্চলিক মহা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সাতক্ষীরা, ১৪ এপ্রিল বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর থেকে সাতক্ষীরা সিটি কলেজ মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে খুলনা বিভাগীয় এক আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক গোলাম মোক্তাদির 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস.এম. আব্দুল লতীফ।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যশোর এম,এম, কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, নওদাপাড়া মাদরাসার শিক্ষক ও 'দারুল ইফতা'র সম্মানিত সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা

জাহাঙ্গীর আলম, ঢাকা মুহাম্মাদপুর আল-আমীন জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা মুহাম্মাদ মুনীরুদ্দীন, সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান প্রমুখ। সম্মেলনে বক্তারা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**, নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম, আযীযুল্লাহকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করার তীব্র নিন্দা জানান এবং অনতিবিলম্বে তাদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করেন।

যেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে বাস ও নসিমন রিজার্ভ করে কর্মীগণ সম্মেলনে যোগদান করেন। পার্শ্ববর্তী যেলা সমূহ থেকেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মী ও সুধী অংশগ্রহণ করেন। সিটি কলেজ মাঠে উপচেপড়া শ্রোতার মুহুর্মুহু তাকবীর ধ্বনি ও প্রতিবাদী শ্লোগানে মুখরিত হয়েছিল চতুর্দিক। দীর্ঘদিন থেকে সিটি কলেজ ময়দানে এত লোকের সমাগম হয়নি। হাযার হাযার তাওহীদী জনতার ঢল নেমেছিল সেদিন। কলেজের দোতলায় মহিলাদের বসার জন্যও পৃথক ব্যবস্থা ছিল। সব মিলিয়ে এই মহাসম্মেলন ছিল স্মরণীয়।

পাবনা, ২১ এপ্রিল বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর যেলার খয়েরসূতী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাবনা ও নাটোর সাংগঠনি যেলার উদ্যোগে এক আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা গোলাম আযম, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বাবর আলী, নাটোর যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা আব্দুল বারী, পাবনা যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুস সোবহান প্রমুখ।

মেহেরপুর, ২২ এপ্রিল শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর যেলার শহীদ শামসুয্যোহা পৌর পার্কে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে এক আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি তারীকুযযামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ লোকমান হোসাইন, দফতর সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'দারুল ইফতা'র সম্মানিত সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। সম্মেলনে বক্তারা মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার মুক্তি ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানান। সম্মেলন পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন কুষ্টিয়া পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি গোলাম যিল কিবরিয়া, রাজবাড়ী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আবুল কালাম আযাদ ও মেহেরপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার প্রমুখ।

বগুড়া, ২৯ এপ্রিল শুক্রবারঃ অদ্য বিকেলে ৩-টায় যেলার ঐতিহ্যবাহী আলতাফুন্নেসা খেলার মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বগুড়া সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর রঊফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ কেন্দ্রীয় চার নেতাকে গ্রেফতার করে সরকার দেশের তিন কোটি আহলেহাদীছের মনে চরমভাবে আঘাত করেছে। তিনি বলেন, আমরা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করি না, সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি না, ভারতের প্রচণ্ড তোষামদকারীদেরও আমরা পসন্দ করি না। অথচ আমাদের নৈতিক সমর্থন নিয়ে যে সরকার ক্ষমতায় এসেছে সেই সরকার ডঃ গালিব সহ চারজন কেন্দ্রীয় নেতাকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে খুন, ডাকাতি, বোমাবাজি ইত্যাদি মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে নাস্তানাবুদ করছে। তিনি বলেন, তারা মনে করে এসব নেতাদের গ্রেফতার করে রাখতে পারলেই কবরপূজা, মাযারপূজা, মূর্তিপূজা সহ অন্যান্য শিরকী কাজের মহোৎসব চালানো যাবে। আবার কোন ইসলামী দল মনে করে নেতাদের ধরলে দেশের ৩ কোটি আহলেহাদীছকে বেদখল করা যাবে। তিনি বলেন, কোন কোন দল ময়দান দখলের জন্যই বিএনপিকে দিয়ে এই কাজটি করিয়েছে। তিনি এইসব আত্মঘাতি পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে সরকারের প্রতি হুঁশিয়ার উচ্চারণ করেন এবং অবিলম্বে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তির জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানান। সেই সাথে তিনি সকল আহলেহাদীছদের জেগে উঠার আহ্বান জানান।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমান, দফতর সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, গাইবান্ধা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ আওনুল মা'বূদ, বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাষ্টার আনছার আলী, নশিপুর মাদরাসার শিক্ষক হাফেয আখতার, আতাউর রহমান প্রমুখ। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ লোকমান হোসাইন। সম্মেলন শেষে নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে শহরের এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। শহরের বিভিন্ন সড়ক পদক্ষিণের পর মিছিলটি পুনরায় আলতাফুন্নেসা খেলার মাঠে এসে শেষ হয়। উক্ত

Contents

সম্মেলন ও মিছিলে প্রায় ১২ হাযার কর্মী ও সুধী উপস্থিত ছিলেন।

চিরির বন্দর, দিনাজপুর ২৮ এপ্রিল শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর চিরির বন্দর বাজারে যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুর রাযযাকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আইয়ূব আলীর পরিচালনায় এক আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী নশিপুরের শিক্ষক হাফেয আখতার, যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা যহুর বিন ওছমান প্রমুখ।

উল্লেখ্য, বিকাল ৩-টায় গুখরাকোল মোড় থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে উপযেলা মোড়, স্টেশন হয়ে পুনরায় গুখরাকোল এসে শেষ হয়। মিছিলউত্তর সমাবেশে বক্তাগন আমীরে জামা'আত সহ নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করেন।

কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক

ঢাকা, ১৫ এপ্রিল শুক্রবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ ও গাযীপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ২২০ বংশালস্থ ঢাকা যেলা মিলনায়তনে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ডঃ মুছলেহুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ, মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এর সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হাফেয আব্দুছ ছামাদ, গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কফিলুদ্দীন, নরসিংদী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমীনুদ্দীন, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি হাফেয শামসুল হক, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ নূরুল আমীন প্রমুখ। সভাপতি ডঃ মুছলেহুদ্দীন তাঁর বক্তব্যে সবাইকে সুশৃংখলভাবে গঠনতান্ত্রিক নিয়মে কাজ করার আহ্বান জানান এবং মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার নিঃশর্ত মুক্তি ও তাঁদের নামে দায়ের করা সকল ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানান।

তাবলীগী সভা

রশিদপুর, সিরাজগঞ্জ, ৬ এপ্রিল রবিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রশীদপুর পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বাদ মাগরিব এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অত্র মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মুয্যাম্মিল হক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অত্র শাখার সদস্য মুহাম্মাদ আব্দুল জলীল ভূঁইয়া, হাবীবুর রহমান শেখ প্রমুখ।

কদমশহর, রাজশাহী, ১০ এপ্রিল রবিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কদম শহর এলাকার উদ্যোগে কদমশহর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অত্র এলাকার দায়িত্বশীল মাওলানা ইসহাক্ব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুহাম্মাদ নাদের আলী, মাহফূযুর রহমান প্রমুখ।

কেশরহাট, রাজশাহী, ২৮ এপ্রিল বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর কেশরহাট বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কেশরহাট এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘের' এলাকা সভাপতি আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, ধুরইল কামিল মাদরাসার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা দুররুল হুদা প্রমুখ। উক্ত বৈঠকের সার্বিক আয়োজনে ছিলেন মোহনপুর থানা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীল জনাব আবুল হাসান। বৈঠক পরিচালনা করে নওদাপাড়া মাদরাসার ছাত্র আবু তাহের।

দৈনিক ইনকিলাব সম্পাদকের 'দারুল ইমারত' পরিদর্শন

রাজশাহী, ২০ এপ্রিল বুধবারঃ অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় দৈনিক ইনকিলাবের সম্পাদক জনাব এ,এম,এম বাহাউদ্দীন উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন যেলায় জমিয়াতুল মুদাররেসীনের শিক্ষক সম্মেলনের অংশ হিসাবে নওগাঁ যাওয়ার পথে মাসিক **'আত-তাহরীক'** সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইনের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে 'দারুল ইমরাত আহলেহাদীছ' পরিদর্শনে আসনে। এ সময় তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময়কালে তিনি মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার গ্রেফতারে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং এটি একটি মহল বিশেষের ষড়যন্ত্র বলে উল্লেখ করেন। তিনি মুসলমানদের পারস্পরিক মতভেদ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। প্রায় পৌনে এক ঘন্টার সংক্ষিপ্ত বৈঠক শেষে **মাসিক 'আত-তাহরীক'**-এর সম্পাদক তাঁকে 'আত-তাহরীক'-এর বাইণ্ডিং কপিসহ 'আন্দোলন'-এর এক সেট বই উপহার দেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কাবীরুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, নওদাপাড়া মাদারাসার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা সাঈদুর রহমান, শিক্ষক জনাব শামসুল আলম, দৈনিক ইনকিলাবের রাজশাহী ব্যুরো চীফ জনাব রেযাউল করীম রাজু প্রমুখ।

জনমত কলাম

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

প্রকৃত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করুন!

দেরীতে হ'লেও বর্তমান সরকার দেশে চলমান বিপর্যয়কর পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছেন। একের পর এক বোমা হামলা, জঙ্গীবাদী ও চরমপন্থী অপতৎপরতা দমন করার জন্য এধরনের পদক্ষেপ আরো আগেই গ্রহণ করা উচিত ছিল। কিন্তু সরকারের এ পদক্ষেপে সচেতন ও শিক্ষিত মহলে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এতদিন পরও বাংলা ভাই, আব্দুর রহমান বা তার কোন সক্রিয় ক্যাডার ধরা পড়ল না কেন? তবে কি তারা ভোজবাজির মত উড়ে গেল, নাকি আদৌ তাদের অস্তিত্ব নেই? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য এক্ষেত্রে এত অস্পষ্ট কেন? তাঁর মধ্যে যেন 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা'র একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। প্রকৃত সন্ত্রাসী, অপরাধীদের গ্রেফতার না করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত একজন প্রফেসরকে নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে কেন? এভাবে একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদের সম্মানহানি করে, তাঁর মূল্যবান সময়গুলি নষ্ট করে সরকার কি ফায়দা হাছিল করতে চায়? কেন তাঁকে সারা দেশে অজস্র মিথ্যা মামলায় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হচ্ছে? কেন তাঁকে আজ তাঁর গবেষণাগার ছেড়ে এভাবে থানায় থানায় ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে?

পত্র-পত্রিকা মারফত জানা যাচ্ছে, তাঁরই সংগঠনের এককালের পদস্থ কতিপয় নেতা বিভিন্ন অভিযোগে বহিষ্কৃত হওয়ার কারণে ব্যক্তিগত আক্রোশকে পুঁজি করে তারা বেশ কয়েক বছর ধরে তাঁর সংগঠনকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তাদেরই জিঘাংসামূলক কারসাজিতে ফেঁসে গেছেন অত্যন্ত সরল ও সুন্দর হৃদয়ের অধিকারী এই মানুষটি। সাথে সাথে সেই নবউত্থিত জঙ্গী গ্রুপগুলি যাদের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিককালে ডঃ গালিব বই লিখেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে তারাও প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন সময় তারা তাঁকে এজন্য হুমকিও দিয়েছে। পরিশেষে বিভিন্ন মুখী চক্রান্তের নির্মম শিকার হয়েছেন তিনি। একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে তিনি অগ্রসর হচ্ছিলেন। এর জন্য প্রাথমিক কাজও সম্পন্ন হয়েছিল ইতিমধ্যে। ঈর্ষান্বিত মহলের পক্ষে এটা সহ্য করা সম্ভব ছিল না। আসলে পৃথিবীতে কতিপয় মানুষ যারা অপরের কল্যাণে জীবন বিলিয়ে দেন, তাঁরা তাঁদের জীবদ্দশায় এভাবে নিগৃহীতই হন।

দেশের সরকারকে অবশ্যই মূল বিষয়গুলি জানতে হবে এবং জঙ্গী অপতৎপরতা দমনে তাদের আন্তরিক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। সাথে সাথে প্রকৃত দোষী চরমপন্থী অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে এবং নির্দোষ ব্যক্তিরা যেন অহেতুক হয়রানির শিকার না হন সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। নইলে সরকারেরই ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে।

❑ হাসনাইন তালুকদার
এম.ফিল গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

অবিলম্বে ডঃ গালিবকে মুক্তি দেওয়া হোক

আমি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের একজন নিরপেক্ষ অনুসারী। বাংলাদেশের কুরআন-সুন্নাহ্‌র অনুসারী সকল ভাইবোনদের প্রাণের দাবী **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে** অবিলম্বে সসম্মানে মুক্তি দেয়া হোক। কারণ তিনি এদেশের একজন শ্রেষ্ঠ আলেম। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ ভিত্তিহীন। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে তাঁর জড়িত থাকা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। বরং তিনি সন্ত্রাসের ঘোর বিরোধী। এর প্রমাণ তাঁর বিগত দিনের সারগর্ভ লেখনী, বক্তব্য ও বিবৃতি। তাই বিচার বিভাগ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রতি আমার আকুল আবেদন ডঃ গালিব রচিত গ্রন্থগুলি পাঠ করে দেখুন। এর মধ্যে সন্ত্রাসের গন্ধও খুঁজে পাবেন না। বরং তাঁর লেখনীতে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড মূলোৎপাটনের ক্ষুরধার বক্তব্য বিধৃত আছে।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন' একটি নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম। জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের সাথে এ সংগঠনের কোন সম্পর্ক নেই। অথচ কথিত জঙ্গীবাদের সাথে জড়িয়ে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অগ্রগতিকে নস্যাৎ করার সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র চলছে। ইসলামী ব্যানার টাংগিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সম্পাদনকারী স্বার্থান্বেষী একটি কুচক্রী মহলের এটি অপচেষ্টা বলে পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা।

জোট সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলব, নির্ভেজাল ইসলামের একজন নিবেদিতপ্রাণ সেবক, এদেশের একজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, অন্যতম সাহিত্যিক প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে** এভাবে বারবার আদালতে টানা-হ্যাচড়া করা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক ও নেহায়েত অন্যায়। এ ষড়যন্ত্র অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত। দেশ-বিদেশের সকল তাওহীদি জনতার এটি আন্তরিক দাবী।

পরিশেষে বলব, সরকার গঠিত হয় নাগরিকের অধিকার রক্ষার জন্য, নির্দোষ নাগরিককে হয়রানী করার জন্য নয়। তাই নির্দোষ ডঃ গালিবকে দ্রুত মুক্তি দিয়ে বাংলাদেশের সকল আহলেহাদীছের দাবী পূরণ করা হোক।

❑ আব্দুল কুদ্দূছ
খামিছ মোশাইত, ০৭-২৩৫৯৩৪৪
সঊদী আরব।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/২৮১)ঃ ছালাতে দাঁড়িয়ে মুক্তাদীগণ পিছনে কি করছে আল্লাহ্‌র রাসূল কি তা দেখতে পেতেন? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-এরফান আলী
সালামতপুর, মধুপুর, যশোর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত অবস্থায় সম্মুখ ও পশ্চাতে সমভাবে দেখতেন। এটা ছিল তাঁর মু'জিযা বা অলৌকিক নিদর্শন। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যোহরের ছালাত আদায় করালেন। এক লোক পিছনের কাতারগুলিতে খারাপ কিছু ঘটিয়ে ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সালাম ফিরিয়ে তাকে ডেকে বললেন, তুমি আল্লাহকে ভয় কর না? তুমি বুঝনা কিভাবে ছালাত আদায় করছ? তোমরা মনে কর যে, তোমাদের কর্ম আমার নিকট গোপন থাকে। আল্লাহ্‌র কসম, নিশ্চয়ই আমি সামনে যেমন দেখি, পিছনেও তেমনি দেখি' *(আহমাদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৮১১; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৬৮)*।

প্রশ্নঃ (২/২৮২)ঃ শয়তান জিন কি মানুষকে কষ্ট দিতে পারে? জিনের সাথে মানুষের কি মিলন সম্ভব? শরী'আতে এ ধরনের কোন নযীর আছে কি?

-আব্দুছ ছামাদ
তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ শয়তান জিন মানুষকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, '(হে নবী! আপনি বলুন! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি) তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে। জিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে' *(নাস ৪-৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সন্ধ্যার সময় তোমরা তোমাদের বাচ্চাদেরকে ধরে রাখ, কেননা ঐ সময় জিন ছড়িয়ে পড়ে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৯৫; ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃঃ ৯৬, মাসআলা নং ৪৩)*। উল্লিখিত দলীল থেকে প্রমাণিত হয় যে, জিন মানুষের ক্ষতি করতে পারে। তবে জিনের সাথে মানুষের মিলন হয় এমন কোন নযীর শরী'আতে পাওয়া যায় না। তাছাড়া জিন আগুনের তৈরী আর মানুষ মাটির তৈরী *(আ'রাফ ১২)*। সেকারণ এটি অসম্ভবও বটে।

প্রশ্নঃ (৩/২৮৩)ঃ অনেকে প্রেমকে পবিত্র মনে করে। এ বিষয়ে শরী'আতের ফায়ছালা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
ভারত।

উত্তরঃ প্রেম করা শরী'আতের দৃষ্টিতে হারাম। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'মুমিনেরা যেন অবাধ যৌন লালসা পরিতৃপ্ত করতে উদ্যোগী না হয় এবং লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম না করে বেড়ায়' *(নিসা ২৫)*।

প্রশ্নঃ (৪/২৮৪)ঃ জান্নাতীরা জান্নাতে কি কি ভোগ করবে?

-মুসাম্মাৎ আসিয়া খাতুন
ধর্মদহ, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ জান্নাতীরা জান্নাতে যা চাইবে তাই পাবে *(হা-মীম সাজদাহ ৩১)*। জান্নাতের সুখ-শান্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'মুত্তাক্বীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তাতে রয়েছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর, যার স্বাদ অবর্ণনীয়। আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর, আছে পরিশোধিত মধুর নহর এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে বিবিধ ফলমূল ও তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা' *(মুহাম্মাদ ১৫)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'সেখানে থাকবে আনতনয়না রমনীগণ, যাদেরকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি, তারা যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ' *(আর-রহমান ৪৬, ৪৮, ৫০, ৫২, ৫৪, ৫৬ ও ৫৮ নং আয়াত দ্রঃ)*। এছাড়া অসংখ্য আয়াতে জান্নাতের নে'মত সমূহ বর্ণিত হয়েছে *(ওয়াক্বিআহ ২৮-৩২; দাহর ১৯; বিস্তারিত দ্রঃ দরসে কুরআন 'জান্নাতের বিবরণ' সেপ্টেম্বর ২০০০ সংখ্যা)*।

প্রশ্নঃ (৫/২৮৫)ঃ খোলা তালাক দেয়ার পর কোন মহিলা পুনরায় ঐ স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে কি?

-শফীকুর রহমান
বাসা ৫৫, রোড ৭, ব্লক- ই
. মিরপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ স্ত্রী পুনরায় ঐ স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারে। ইবনু ওমর (রাঃ) খোলা করার পর পুনরায় স্বামী-স্ত্রীর নতুন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফৎওয়া দিতেন *(মুহাল্লা ৯/৫১৫ পৃঃ; ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩৩/১০ পৃঃ; আত-তাহরীক নভেম্বর '৯৮ ২/২২; ডিসেম্বর ২০০০ ১৪/৮৪)*।

প্রশ্নঃ (৬/২৮৬)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মিম্বর নাকি খেজুরের ডালের ছিল। এর সত্যতা জানতে চাই।

-আমজাদ
বালীজুড়ি, মাদারগঞ্জ, জামালপুর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মিম্বর কাঠের ছিল, খেজুরের ডালের নয়। একদা তিনি জনৈকা মহিলাকে ডেকে বললেন, 'তুমি তোমার গোলামকে আমার জন্য একটি কাঠের মিম্বর তৈরী করতে বল, আমি তার উপর বসব' *(বুখারী ১/৬৪ পৃঃ)*। এ হাদীছ দ্বারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মিম্বর কাঠের ছিল এটিই প্রমাণিত হয়।

প্রশ্নঃ (৭/২৮৭)ঃ ডাক্তারগণ বলেন, ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কিন্তু এ রোগ সম্পূর্ণ রূপে ভাল হয় না। এ বক্তব্যের যথার্থতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুনীরুয্যামান
সুলতানগঞ্জ করিডোর
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আল্লাহ তা'আলা যে রোগ সৃষ্টি করেছেন তার প্রতিষেধকও সৃষ্টি করেছেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৫১৪ 'চিকিৎসা ও ঝাড়ফুঁক' অনুচ্ছেদ)*। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'প্রতিটি অসুখের জন্য ঔষধ রয়েছে...' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫১৫ ঐ)*। অতএব সকল রোগ-ব্যারামেরই সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য ঔষধ রয়েছে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান এখনো অনেক ঔষধ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত এমন অনেক নতুন নতুন ঔষধ আবিষ্কার হবে। যার মাধ্যমে শুধু ডায়অবেটিস কেন এর চেয়েও মারাত্মক অসুখও সম্পূর্ণ নিরাময় হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্নঃ (৮/২৮৮)ঃ 'খবরে ওয়াহেদ' এবং 'হাদীছে গরীব' এর মধ্যে প্রার্থক্য কি? হুকুম সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আতাউর রহমান
কালাইবাড়ী, পোরশা, নওগাঁ।

উত্তরঃ যে হাদীছের মধ্যে মুতাওয়াতির-এর সংজ্ঞা অথবা মুতাওয়াতির এর শর্ত সমূহ পাওয়া যায় না তাকে 'খবরে ওয়াহেদ' বলে। অর্থাৎ প্রত্যেক যুগে এক, দুই বা তিনজন বর্ণনাকারীর হাদীছকে 'খবরে ওয়াহেদ' বলা হয়। এ প্রকারের হাদীছ তিন ভাগে বিভক্ত (১) মাশহূর (২) আযীয (৩) গরীব। একজন বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হাদীছকে 'গরীব হাদীছ' বলে।

হুকুমঃ ইবনু হাযম (রহঃ) বলেন, আহকাম সমূহের মধ্যে 'খবরে ওয়াহেদ' দ্বারা ইলম এবং আমল উভয়টিই আবশ্যক *(বিস্তারিত দ্রঃ আত-তাহরীক অক্টোবর'০৪, পৃঃ ২৮-২৯ 'দিশারী' কলাম)*।

পার্থক্যঃ 'খবরে ওয়াহেদ' এবং হাদীছে গারীব-এর মধ্যকার সম্পর্ক হ'ল আম-খাছ-মুতলাক্ব, অর্থাৎ প্রত্যেক 'খবরে গরীব' 'খবরে ওয়াহেদ' কিন্তু প্রত্যেক 'খবরে ওয়াহেদ' 'খবরে গরীব' নয় *(মুক্বাদ্দামাহ মির'আতুল মাফাতীহ, পৃঃ ১৮)*।

প্রশ্নঃ (৯/২৮৯)ঃ জনৈক আলেম ফৎওয়া দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি যৌতুক নিয়ে বিবাহ করলে স্ত্রীর সাথে তার মেলামেশা করা হারাম হয়ে যাবে। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুয্যাম্মিল হক
মোবারকপুর, শিবগঞ্জ
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ যৌতুক নিয়ে বিবাহ করলে স্বামী-স্ত্রীর মেলামেশা হারাম হয়ে যাবে এ বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ যৌতুক একটি হারাম ও জাহেলী প্রথা হ'লেও তা বৈধ বিবাহের কোন ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা যেখানে মোহরানার বিনিময়ে বিবাহ করতে বলেছেন *(নিসা ২৩)*, সেখানে স্ত্রীর নিকট থেকে অর্থ গ্রহণ করা আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। প্রকৃত মুসলমান ছেলেদের এ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিৎ।

প্রশ্নঃ (১০/২৯০)ঃ তাসবীহ দানার মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ করা কি শরী'আত সম্মত?

-মুহাম্মাদ এমাজুদ্দীন মোল্লা
মির্জাপুর, বিনোদপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ তাসবীহ দানার মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ করার কোন ছহীহ হাদীছ নেই। এ সম্পর্কে দু'একটি হাদীছ পাওয়া গেলেও এর কোনটি জাল ও কোনটি যঈফ *(দেখুনঃ আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/২৩১১; সিলসিলা যঈফাহ হা/১০০২)*। অপরদিকে আঙ্গুলের মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ করা সম্পর্কে একাধিক ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যেমন ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আঙ্গুলের মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ করতে দেখেছি *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী ২/১৮৬ পৃঃ)*। অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা আঙ্গুল দ্বারা তাসবীহ গণনা কর। কারণ ক্বিয়ামতের দিন আঙ্গুলগুলিকে জিজ্ঞেস করা হবে ও বলার শক্তি দান করা হবে' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩১৬)*। অতএব আঙ্গুলের মাধ্যমে তাসবীব গণনা করাই শরী'আত সম্মত। অনেকে মনে করেন বৃদ্ধ হওয়ার কারণে আঙ্গুলে গণনা করলে ভুল হবে, তাই তাসবীহ দানার মাধ্যমে করলে ভুল হবে না। শরী'আতে যুক্তি চলে না। এরূপ ভুল হ'লেও তিনি নেকীর হকদার হবেন' *(বাক্বারাহ ২৮৬)*। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগেও তো বৃদ্ধ লোক ছিল, তাদের ক্ষেত্রে তো তাসবীহ দানার মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (১১/২৯১)ঃ বিধর্মীদের মেলায় ব্যবসার উদ্দেশ্যে দোকান দেওয়া যাবে কি?

-আলমগীর হোসাইন
বসুপাড়া, বাঁশতলা, খুলনা।

উত্তরঃ বিধর্মীদের মেলায় ব্যবসা-বাণিজ্য করা জায়েয নয়। কারণ এতে বিধর্মীদের সহযোগিতা করা হয়। আর আল্লাহ তা'আলা অন্যায় ও পাপ কাজের সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন *(মায়েদাহ ২)*।

প্রশ্নঃ (১২/২৯২)ঃ যুবতী মেয়েরা পাতলা ওড়না ব্যবহার করতে পারবে কি?

-নাজমা খাতুন
বর্ষাপাড়া, হিরণ, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের পাতলা ওড়না পরিধান করা জায়েয নয়। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন আসমা বিনতে আবুবকর (আয়েশা (রাঃ)-এর বড় বোন) পাতলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে আসলে তাকে দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুখ ফিরিয়ে নেন...' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৭২)*।

প্রশ্নঃ (১৩/২৯৩)ঃ জেহরী ছালাতে ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ নিষিদ্ধ বলে জনৈক আলেম ফৎওয়া দিয়েছেন। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল বারী আনছারী
ধর্মগুর, রোহিতপুর বাজার
কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

উত্তরঃ ইমামের পিছনে জেহরী ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা যাবে না মর্মে যারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন তারা মূলতঃ নিম্নোক্ত দলীল পেশ করে থাকেন, আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা এক জেহরী ছালাতে সালাম ফিরিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুছল্লীদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি এই মাত্র আমার সাথে কুরআন পাঠ করেছ? একজন বলল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাই ভাবছিলাম مَا لِى أُنَازِعُ الْقُرْآنَ 'আমার ক্বিরাআতে কেন বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে'? এরপর থেকে লোকেরা জেহরী ছালাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ক্বিরাআত করা থেকে বিরত হ'ল *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৭৩৬, তিরমিযী, মিশকাত হা/৮৫৫)*।

উক্ত হাদীছের জবাবঃ হাদীছের বক্তব্যে বুঝা যায় যে, মুক্তাদীদের মধ্যে কেউ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সাথে সরবে ক্বিরাআত করেছিল। যার জন্য ইমাম হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ক্বিরাআতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে তিনি উক্ত কথা বলেছিলেন। মূলতঃ জেহরী ছালাতে মুক্তাদীদেরকে সরবে না পড়ে নীরবে কিরাআত পাঠ করতে হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৩)*। এতদ্ব্যতীত অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) সুস্পষ্টভাবে বলেছেন,

لَاتَفْعَلُوا اِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَاِنَّهُ لَاصَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا-

'তোমরা এরূপ করোনা কেবল সূরা ফাতিহা ব্যতীত। কেননা যে ব্যক্তি তা পাঠ করে না তার ছালাত সিদ্ধ হয় না' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৭৩৫-৩৭; মিশকাত হা/৮৫৪ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং জেহরী ক্বিরাআত হৌক বা সের্রি ক্বিরাআত হৌক ইমাম-মুক্তাদী উভয়কে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে। ইমাম বুখারী (রহঃ) এ মর্মে অধ্যায় রচনা করেছেন যে, بَاب وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِى الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَتُ 'সফর ও মুক্বীম অবস্থায় জেহরী ও সের্রি সকল ছালাতেই ইমাম-মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ করা আবশ্যক' *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৫০-৫৬)*।

প্রশ্নঃ (১৪/২৯৪)ঃ জনৈক ব্যক্তি তার ছোট ছেলেকে কিছু জমি বেশী দিতে চান, কিন্তু অন্য ছেলেরা এতে রাযী নয়। এমতাবস্থায় পিতার পক্ষে বেশী দেওয়া ঠিক হবে কি?

-মুহাম্মাদ সুরুজ মিয়া
শনির দিয়াড়, পাবনা।

উত্তরঃ সম্পত্তির অন্যান্য অংশীদার থাকা অবস্থায় একজনের নামে এভাবে বেশী সম্পত্তি দেওয়া জায়েয নয়। হাদীছে এ বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে। নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) বলেন, আমার পিতা আমাকে একটি গোলাম দান করেন। তখন আমার মা বলেন, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সাক্ষী না রাখা পর্যন্ত আমি রাযী এতে নই। অতঃপর তার পিতা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে গিয়ে বললেন, আমার এই ছেলেকে আমি একটি গোলাম দান করেছি। কিন্তু তার মা আপনাকে এতে সাক্ষী থাকার জন্য বলেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি কি তোমার সকল ছেলেকে এরূপ দিয়েছ? সে উত্তরে বলল, না। তখন তিনি বললেন, আল্লাহকে ভয় কর, তোমার ছেলেদের মাঝে ইনছাফ কর। আমি অন্যায় কাজের সাক্ষী থাকি না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০১৯)*।

প্রশ্নঃ (১৫/২৯৫)ঃ মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি সকল নবী-রাসূলের ইমামতি করেছিলেন?

-ছিদ্দীকুর রহমান
নাজিরা বাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ হ্যাঁ, মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকল নবী-রাসূলের ইমামতি করেছিলেন' *(মুসলিম ১/৯৬ পৃঃ হা/১৭২ 'ঈমান' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৬/২৯৬)ঃ ছালাতে রুকূ থেকে উঠে হাত বুকে বাঁধবে না ছেড়ে দিবে? দলীল ভিত্তিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

- ইমদাদ
চিতলমারী, বাগেরহাট।

উত্তরঃ ছালাতে রুকূ থেকে উঠে দণ্ডায়মান অবস্থায় হাত ছেড়ে দেওয়াটাই হাদীছ সম্মত। এ মর্মে বিখ্যাত ছাহাবী আবূ হুমায়েদ সা'এদী (রাঃ) যিনি ১০ জন ছাহাবীর সম্মুখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাতের নমুনা প্রদর্শন করে সত্যায়ন প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে গেলেন এমনভাবে যেন মেরুদণ্ডের জোড়া সমূহ স্ব স্ব স্থানে ফিরে আসে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৯২)*। ছালাতে ভুলকারী জনৈক ব্যক্তিকে রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক হাতে-কলমে ছালাত শিখানোর প্রসিদ্ধ হাদীছে এসেছে, যতক্ষণ না অস্থি সমূহ স্ব স্ব জোড়ে ফিরে আসে *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৮০৪)*।

ওয়ায়েল বিন হুজর ও সাহল বিন সা'দ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে ছালাতে বাম হাতের উপরে ডান হাত রাখার 'আম' হাদীছের উপরে ভিত্তি করে কেউ কেউ রুকূর আগে ও পরে ক্বিয়াম অবস্থায় বুকে হাত বাঁধার কথা বলেছেন। কিন্তু উক্ত হাদীছ রুকূ পরবর্তী দণ্ডায়মান অবস্থা সম্পর্কে 'খাছ' ভাবে বর্ণিত হয়নি। তাছাড়া পুনরায় বুকে হাত বাঁধার বিষয়টি হাতের স্বাভাবিক অবস্থার পরিপন্থী। এক্ষেত্রে শিরদাঁড়া সহ দেহের অন্যান্য অস্থি সমূহকে স্ব স্ব জোড়ে ফিরে আসতে গেলে ক্বওমার সময় হাতকে তার স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দেওয়াটাই ছহীহ হাদীছ সমূহের যথাযথ অনুসরণ বলে অনুমিত হয় *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৬৪-৬৫)*।

প্রশ্নঃ (১৭/২৯৭)ঃ অর্ধ ছা' পরিমাণ ফিৎরা দেওয়ার কোন ছহীহ হাদীছ আছে কি? যদি না থাকে তাহ'লে অর্ধ ছা' পরিমাণ গম ফিৎরা দেওয়া কখন থেকে প্রচলন হয়। এক ছা' বর্তমানে কত কেজির সমান?

-আবু তালেব মোড়ল
গোবরচাকা প্রধান সড়ক, খুলনা।

উত্তরঃ ছহীহ মারফূ হাদীছ দ্বারা যেকোন খাদ্য বস্তুর এক ছা' ফিৎরা দেওয়া প্রমাণিত হয়। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস, স্বাধীন, পুরুষ-নারী, ছোট-বড় সকলের উপর মাথাপিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার হিসাবে ফরয করেছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫, ১৮১৬)*। ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) বলেন, 'গমের এক ছা' আর্ধ ছা' সম্পর্কে যতগুলি মারফূ হাদীছ রয়েছে সবগুলিই দুর্বল *(মির'আতুল মাফাতীহ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৯৬ 'ছাদাকাতুল ফিৎর' অনুচ্ছেদ)*।

আবু সাঈদ ও আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর খিলাফত কালে গমের অর্ধ ছা' ফিৎরা চালু হয়। এর কারণ হচ্ছে, তাঁর যুগে সিরিয়ার গম মদীনায় আমদানী হ'লে উচ্চমূল্যের বিবেচনায় তিনি গমের অর্ধ ছা' দিতে বলেন। কিন্তু ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী সহ অন্যান্য ছাহাবীগণ মু'আবিয়া (রাঃ)-এর এই ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ ও প্রথম যুগের আমলের উপরেই কায়েম থাকেন। অর্থাৎ এক ছা' ফিৎরার উপরেই তাঁরা অটল থাকেন। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'যারা অর্ধ ছা' গমের ফিৎরা দেন, তারা মু'আবিয়া (রাঃ)-এর 'রায়' এর অনুসরণ করেন মাত্র' *(দ্রঃ ফাৎহুল বারী (কায়রোঃ ১৪০৭ হিঃ) ৩/৪৩৮ পৃঃ)*।

হিজাযী বা মক্কা-মদীনার ছা' এর পরিমাণ পাঁচ রিতল ও ১ রিতলের এক তৃতীয়াংশ। এর পরিমাণ চার মুদ। আধুনিক হিসাব অনুযায়ী ছা'-এর পরিমাণ প্রায় আড়াই কেজি। পাত্রের পরিমাণ হিসাবে এর সঠিক পরিমাণ করা সম্ভব নয়। কেননা কোন খাদ্যবস্তু হালকা হ'লে আড়াই কেজির কমেই ছা' পূর্ণ হয়ে যাবে যেমন যব ইত্যাদি। আর যদি বস্তু ওযনে ভারী হয় (যেমন চাউল) তাহ'লে আড়াই কেজির বেশী না হ'লে ছা' পূর্ণ হবে না। তবে উক্ত হাদীছটি অন্য দ্রব্যের ন্যায় গমও আড়াই কেজি ফিৎরা হিসাবে বের করাকে প্রমাণ করে। অর্ধ ছা' গম ফিৎরা আদায়ের জন্য যথেষ্ট নয় *(ইত্তেহাফুল কেরাম শারহু বুলূগুল মারাম হা/৬১৪-এ ভাষ্য, পৃঃ ১৬৮ 'যাকাত' অধ্যায়, 'ছাদাক্বাতুল ফিৎর' অনুচ্ছেদ)*।

প্রকাশ থাকে যে, হানাফী মাযহাবের মধ্যে যে ছা'-এর প্রচলন রয়েছে তা ইরাকী ছা'। যার পরিমাণ ৮ রিতল। এটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বা মদীনার ছা'-এর বিপরীত।

প্রশ্নঃ (১৮/২৯৮)ঃ মাদরাসার ছাত্রীরা পরীক্ষার সময় হায়েয অবস্থায় তাফসীর, কুরআন-হাদীছ ইত্যাদি বিষয়গুলি পড়তে পারবে কি?

-মুসাম্মাৎ শামীমা নাসরীন
বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ প্রয়োজনে ঋতুবতী মহিলারা মূল কুরআন ব্যতিরেকে তাফসীর ও হাদীছের কিতাবগুলি স্পর্শ করে পড়তে পারে। কেননা অপবিত্র অবস্থায় যে কুরআন স্পর্শ করার কথা নিষেধ করা হয়েছে তা হ'ল মূল কুরআন *(মুগনী শারহুল কাবীর সহ, ২/৭৫ পৃঃ)*। আবুবকর ইবনু মুহাম্মাদ, আমর ইবনে হাযম থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইয়ামনবাসীদের কাছে যে চিঠি লিখে ছিলেন তাতে লিখা ছিল যে, 'অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করবে না'। শায়খ আলবানী (রহঃ) উক্ত হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন *(ইরওয়াউল গালীল ১/১৫৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৯/২৯৯)ঃ গুপ্তস্থানের লোম চেছে ফেলতে হবে? না ছোট করে রাখলে চলবে?

-শাহিন
ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ গুপ্তস্থানের লোম চেছে ফেলাই শরী'আত সম্মত। আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ দ্বারা চেছে ফেলা প্রমাণিত হয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৯ 'মিসওয়াক' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, যেকোন ধরনের আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করেও লোম পরিষ্কার করা যায়।

প্রশ্নঃ (২০/৩০০)ঃ মোযার উপরে মাসাহ করার নিয়ম কি? আমাদের দেশে নাকি মোযার উপর মাসাহ চলবে না। এ বিষয়ে দলীল ভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-বকুল
উত্তর যাত্রাবাড়ী, ডেমরা, ঢাকা।

উত্তরঃ যেকোন ধরনের পবিত্র মোযার উপরে মাসাহ করা যায় *(আহমাদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৫২৩; মির'আত ১/৩৪২ পৃঃ)*। মোযার উপরে মাসাহ করার নিয়ম হচ্ছে- প্রথমে ওযূ করে মোযা পরতে হবে। অতঃপর পরবর্তীতে নতুন ওযূর সময় মোযার উপরিভাগে দুই হাতের ভিজা আঙ্গুলগুলি পায়ের অগ্রভাগ থেকে পাতার উপর দিয়ে টাখনু পর্যন্ত টেনে এনে একবার মাসাহ করবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৮)*। মুক্বীম অবস্থায় ১ দিন ১ রাত এবং মুসাফির অবস্থায় ৩ দিন ৩ রাত একটানা মোযার উপরে মাসাহ করা চলবে *(মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৭, ৫২০ 'মোযার উপর মাসাহ করা অনুচ্ছেদ'; দ্রঃ মার্চ ২০০২ প্রশ্নোত্তর নং ২৯/২০৪)*। উল্লেখ্য যে, চামড়ার মোযা ব্যতীত অন্য কোন মোযার উপরে মাসাহ চলবে না মর্মে প্রচলিত ধারণাটি সঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (২১/৩০১)ঃ এক ব্যক্তির দু'জন স্ত্রী আছে। সে তাদের মধ্যে ইনসাফ করে না। তবে সে ছালাত আদায় করে ও মানুষকে ভাল কাজের প্রতি আদেশ এবং মন্দ কাজ হ'তে বাধা প্রদান করে। এ ধরনের ত্রুটিপূর্ণ লোক

কি মানুষকে ভাল কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজ হ'তে বাধা প্রদান করতে পারে?

-মকবূল
বালিতিতা, লালপুর, নাটোর।

উত্তরঃ উক্ত ব্যক্তির ত্রুটি জঘন্য। এসব ত্রুটি পরিহার করা আবশ্যক। তবে উক্ত ত্রুটির কারণে সৎ কাজের আদেশ দেওয়া যাবে না এমনটি নয়। এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম বলেন, সৎ কাজের আদেশ দান এবং অন্যায় কাজ হ'তে নিষেধ করার জন্য এমন কোন শর্ত নেই যে, আদেশকারী নিজে যাবতীয় আহকামে শরী'আতের উপর যথাযথ আমলকারী এবং মন্দ কাজ সমূহ বর্জনকারী হবেন। বরং যদি সে নিজে ত্রুটিপূর্ণও হয় তবুও সৎ কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ হ'তে নিষেধ করা যাবে *(শারহে নববী, মুসলিম ১/৫১ পৃঃ, 'ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করা ওয়াজিব' অনুচ্ছেদ)*। তবে এক্ষেত্রে নিজে আমল না করার পরিণতিও তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২২/৩০২)ঃ হাদীছে আছে ফজর ও আছরের ছালাতের সময় ফেরেশতা পরিবর্তন হয়। ফেরেশতারা কতক্ষণ অবস্থান করেন? মসজিদে প্রথম জামা'আত যারা পেল না তারা কি বাদ পড়ে যায়?

-মুহাম্মাদ
শামপুর, বাংগাবাড়ী
গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে ফজর ও আছরের সময় ফেরেশতাদের একদলের সাথে অপর দলের সাক্ষাত হয়। তবে তাদের অবস্থানের সময়সীমা বর্ণিত হয়নি। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) সূরা বণী ইসরাঈলের ৭৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় না করলে প্রত্যাবর্তনকারী ফেরেশতাদের সাক্ষ্য হ'তে পরের মুছল্লীগণ বঞ্চিত হবে' *(তাফসীরে কুরতুবী ৫ম খণ্ড, ১০ম অংশ, পৃঃ ১৯৯)*। তবে পরবর্তীতে আগত ফেরেশতাগণ তাদের সাক্ষ্য হবে।

প্রশ্নঃ (২৩/৩০৩)ঃ নাসাঈ শরীফে আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত সূরা ফাতিহার পূর্বে বিসমিল্লাহ সরবে পড়া সংক্রান্ত হাদীছটি কি যঈফ? কেন যঈফ তার কারণ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আখতারুযযামান
মহারাজপুর, বৃপাখুরিয়া, নাটোর।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছটি যঈফ *(যঈফ নাসাঈ, হা/৯০৪)*। মুহাদ্দিছগণ হাদীছটি যঈফ হওয়ার দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন। প্রথম কারণ হ'ল, আবু হেলাল নামক রাবীর স্মরণশক্তি ত্রুটিপূর্ণ। দ্বিতীয় কারণ হ'ল- আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে যে সমস্ত রাবী উক্ত হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে নাঈম ব্যতীত সকল রাবী বিসমিল্লাহ বিহীন বর্ণনা করেছেন *(তাহক্বীক্বে সুবুলস সালাম, ১/৪০১ পৃঃ, হা/২৬৩-এর টীকা)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৩০৪)ঃ কোন কোন মেয়ে পুরুষের পোষাক পরিধান করে। এ ধরনের পোষাক পরিধান করায় শরী'আতের কোন নিষেধাজ্ঞা আছে কি?

-রাযিয়া সুলতানা
হাট শ্যামগঞ্জ
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ নারীদের পোষাক পরিধানকারী পুরুষ ও পুরুষদের পোষাক পরিধানকারী নারীকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অভিসম্পাত করেছেন *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৪৬৯ 'পোষাক' অধ্যায় 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং নারীরা পুরুষের পোষাক পরিধান করতে পারবে না। অনুরূপভাবে পুরুষরাও নারীদের পোষাক পরিধান করতে পারবে না।

প্রশ্নঃ (২৫/৩০৫)ঃ ঘরে টেলিভিশন রাখা যাবে কি-না এবং তা দেখা কি পাপ? যে ঘরে টেলিভিশন থাকে, সে ঘরে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ রশীদুল ইসলাম
ও
মুহাম্মাদ মুরজেম
মল্লিকপাড়া, মেহেরপুর।

উত্তরঃ ঘরে টেলিভিশন রাখা নাজায়েয নয়। তবে তার মাধ্যমে গান-বাজনা, ছবি ও অশ্লীল অনুষ্ঠান দেখা নাজায়েয। এতদ্ব্যতীত কুরআন তেলাওয়াত, শরী'আত সম্মত বক্তব্য ও সংবাদ শ্রবণ করা বৈধ। যে ঘরে টেলিভিশন থাকে সে ছালাত আদায় করাও অবৈধ নয় *(মাজমু'আ ফাতাওয়া, ৩/৪৩৭ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৩০৬)ঃ অপবিত্র অবস্থায় কোন পবিত্র কাপড় স্পর্শ করলে তা কি অপবিত্র হয়ে যাবে?

-মুহাম্মাদ শাহাদত হোসাইন
তোল্লাতলা, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ অপবিত্র অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি পবিত্র কাপড় স্পর্শ করে এবং তার দ্বারা যদি কাপড়ে কোন অপবিত্র বস্তু না লাগে তাহ'লে কাপড় অপবিত্র হবে না। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) আমাকে বললেন, মসজিদ থেকে আমাকে মাদুরটি দাও। আমি বললাম, আমি হায়েযা বা ঋতুবতী। তিনি বললেন, তোমার হায়েয তোমার হাতে নেই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৯ 'হায়েয' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৩০৭)ঃ একজনের পুঁজি ও অন্যজনের শ্রমের বিনিময়ে কোন ব্যবসায় মূলধন বিনিয়োগ করে অর্জিত মুনাফা উভয়ের মধ্যে অর্ধাধি বন্টিত হওয়ার শর্তে ব্যবসা করা কি বৈধ? এ ধরনের ব্যবসায় প্রথমে ক্ষতি হওয়ার পর পুনরায় লাভ হ'লে লভ্যাংশ দিয়ে মূলধনের ক্ষতি পূরণ করা যাবে কি? এবং পরবর্তীতে লভ্যাংশ সমহারে বন্টন করা যাবে কি?

-আব্দুল হান্নান
মুন্সিরহাট, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ উল্লিখিত বিষয়টি বাইয়ে মুযারাবাহ-এর অন্তর্ভুক্ত।

আর সেটাই একজনের পুঁজি অপরজনের শ্রম। এক্ষেত্রে তারা আপোষে উভয়ের সম্মতিক্রমে লভ্যাংশ বন্টনের যেকোন হার নির্ধারণ করতে পারে। অর্থাৎ পুঁজিদাতা যদি শ্রমদাতাকে বলে, আমি তোমাকে লভ্যাংশের অর্ধেক, তিন ভাগের এক ভাগ বা চার ভাগের এক ভাগ দিব এবং শ্রমদাতা এই প্রস্তাব যদি মেনে নেয়, এটা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। তবে শর্ত হ'ল (১) মূলধন নগদ হ'তে হবে (২) মূলধন ও লভ্যাংশ পৃথক হ'তে হবে এবং (৩) উভয়ের মধ্যে লভ্যাংশ নির্ধারিত হ'তে হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/২১২ ও ২১৩ পৃঃ)*। সুতরাং লাভের টাকা দিয়ে মূলধনের ক্ষতি পূরণের পর লভ্যাংশ চুক্তি অনুযায়ী ভাগাভাগি করা যায়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নবুঅত প্রাপ্তির পূর্বে লভ্যাংশ ভাগাভাগির শর্তে খাদীজা (রাঃ)-এর মূলধন নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমন করেছিলেন' *(ফিক্বহুস সুন্নাহ, পৃঃ ৩/২১২)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৩০৮)ঃ মেয়েদের নাকফুল ও কানের দুল থাকার কারণে ওযূর সময় যথাযথভাবে নাকে ও কানে পানি ঢুকে না। এমনতাবস্থায় করণীয় কি?

-মুহাম্মাদ আবু হাসান
পলিকাদোয়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ গোসল এবং ওযূর স্থান সমূহে কোন গয়না বা আংটির কারণে পানি পৌঁছানো সম্ভব না হ'লে তা নাড়িয়ে পানি পৌঁছাতে হবে *(মির'আতুল মাফাতীহ ২/১২৬ পৃঃ, 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*। নাকফুল খোলার কোন প্রয়োজন নেই, সেখানে পানি পৌঁছলেই যথেষ্ট।

প্রশ্নঃ (২৯/৩০৯)ঃ আমরা জানি মহিলাদের জন্য জুম'আর ছালাত ফরয নয়। তাহ'লে তারা জুম'আর ছালাত আদায় করতে পারবে কি?

-মুহাম্মাদ আফসার
বেনীচক, চৌডালা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ যাদের উপর জুম'আর ছালাত ফরয নয়, তারা যদি জুম'আর ছালাতে উপস্থিত হয়ে ছালাত আদায় করে তাহ'লে তাদের ছালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং যোহরের ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় মহিলারা জুম'আর ছালাত আদায় করতেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৫৬ পৃঃ; ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃঃ ৩৮৯, প্রশ্ন নং ৩১৮)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৩১০)ঃ আমার পার্শ্ববর্তী হানাফীদের বিদ্রূপের কারণে 'রাফউল ইয়াদায়েন' করা খুব কঠিন। রাফউল ইয়াদায়েন না করলে ছালাতের ক্ষতি হবে কি?

-যয়নাল আবেদীন
বেতিল খামার গ্রাম, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ 'রাফউল ইয়াদায়েন' সম্পর্কে চার খলীফা সহ প্রায় ২৫ জন ছাহাবী থেকে বহু ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। একটি হিসাব মতে রাফউল ইয়াদায়েন-এর হাদীছ অন্যূন ৫০ জন ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে এবং সর্বমোট ছহীহ হাদীছ ও আছারের সংখ্যা প্রায় ৪০০ শত। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, 'কোন ছাহাবী রাফউল ইয়াদায়েন পরিত্যাগ করেছেন বলে প্রমাণিত হয়নি, রাফউল ইয়াদায়েন-এর হাদীছ সমূহের সনদের চেয়ে বিশুদ্ধতম সনদ আর নেই' *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৬৫ পৃঃ)*। কাজেই রাফউল ইয়াদায়েন না করলে ছালাত ক্রটিপূর্ণ হবে। কেউ বিদ্রূপ করলেও রাফউল ইয়াদায়ন করা উচিৎ।

প্রশ্নঃ (৩১/৩১১)ঃ অপবিত্র অবস্থায় অন্যকে স্পর্শ করা যাবে কি?

-এনামুল হক
আড়াইহাযার, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ অপবিত্র অবস্থায় ছালাত আদায় ও স্পর্শ করে কুরআন তেলাওয়াত ব্যতিরেকে সবকিছু করা জায়েয আছে। অপবিত্র অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-এর হাত ধরে হেঁটেছেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৫১ 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'অপবিত্র লোকের সঙ্গে মেলামেশা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৩১২)ঃ লোকমুখে শোনা যায় যে, আল্লাহ্র যিকির পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের চেয়ে উত্তম। এ বক্তব্য কি সঠিক?

-আহমাদ
কদমতলা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের দ্বিতীয় স্তম্ভ হ'ল ছালাত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪)*। আল্লাহ তা'আলা ছালাতকেই সর্বাধিক বড় যিকির বলেছেন *(আনকাবূত ৪৫)*। কারণ পুরো ছালাতই মূলতঃ যিকির, দো'আ ও তাসবীহতে পরিপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ছালাত সঠিক না হ'লে কোন ইবাদতই সঠিক হবে না' *(নাসাঈ হা/৪৬৪)*।

উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে প্রচলিত অধিকাংশ যিকরই নিজেদের রচিত। কুরআন-হাদীছে যার কোন ভিত্তি নেই। অথচ এগুলির মাধ্যমেই মজলিসকে সরগরম রাখা হচ্ছে। আবেগতাড়িত ভক্তরা এ সমস্ত যিকিরে বেশামাল হয়ে পড়ছে। এসবই এক বাক্যে বিদ'আত। এগুলি পরিহার করা সর্বাগ্রে যরূরী। তাছাড়া সশব্দে সম্মিলিত যিকির আরো জঘন্য বিদ'আত। আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের যিকির থেকে নিষেধ করেছেন' *(আ'রাফ ২০৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩১৩)ঃ অনেকেই বলেন, জানাযার ছালাতের কাতার কমপক্ষে তিনটি হ'তে হবে। প্রথম কাতার সবচেয়ে বড় হ'তে হবে। তারপর ধারাবাহিকভাবে ছোট হবে। একথা কি সঠিক?

-আব্দুল মান্নান
গোপালপুর, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে মুছল্লীদের তিন কাতার হওয়া আবশ্যক নয়। তবে তিন কাতার হওয়া ভাল। মালিক ইবনু হুবায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যখন কোন মুসলমান মারা যায় আর মুসলমানের

Contents

তিন কাতার লোক তার জানাযা পড়ে, তখন আল্লাহ তার জন্য জান্নাত নির্ধারণ করেন' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৬৮৭)*। উল্লেখ্য, প্রথম কাতার বড় হবে এবং ধারাবাহিকভাবে ছোট হবে এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩১৪)ঃ ব্যবসার টাকার যাকাত প্রদানের সময় মূলধন ও লভ্যাংশ উভয়ের যাকাত দিতে হবে, না কি শুধু মূলধনের যাকাত দিতে হবে?

-একরাম
হালিশহর, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ মূলধন ও লভ্যাংশ উভয়েরই যাকাত দিতে হবে। কারণ যাকাতের ব্যাপারে যেসব সম্পদের জন্য বছর শর্ত রয়েছে তা হচ্ছে মূল সম্পদের উপর। মূল হ'তে যা বর্ধিত হয় তার জন্য বছর শর্ত নয়। যেমন ছাগল, গরু, উট ইত্যাদির যাকাত প্রদানের সময় ঐ বছরের মধ্যে যেগুলি জন্ম নিয়েছে সেগুলিরও হিসাব করে যাকাত দিতে হয়। অনুরূপ বছর শেষে মূল ও লভ্যাংশ হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩১৫)ঃ স্বামী তার স্ত্রীকে মারতে মারতে এক পর্যায়ে যদি স্ত্রী মারা যায়, তাহ'লে শরী'আতের বিধান কি?

-শরীফা বেগম
ভাবনচুর, জলঢাকা, নীলফামারী।

উত্তরঃ স্ত্রীর উপর বিনা কারণে প্রহার করা মহা অন্যায় *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৩২৫৯)*। প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়টি ঘটলে শরী'আতের দৃষ্টিতে স্বামীর মৃত্যুদণ্ড হবে। তবে স্ত্রীকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে স্বামী যদি সাধারণভাবে প্রহার করে আর তাতে স্ত্রী মারা যায়, তাহ'লে জরিমানা দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ তোমাদের জন্য নরহত্যার ব্যাপারে ক্বিছাছ নির্ধারণ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলে তাকে হত্যা করে ক্বিছাছ নেয়া হবে। ... অবশ্য কোন হত্যাকারীর প্রতি তার ভাই যদি কিছুটা নম্র ব্যবহার করে তবে প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী রক্তপাতের বিনিময় আদায় করা হত্যাকারীর অবশ্য কর্তব্য' *(বাক্বারাহ ১৭৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩১৬)ঃ ছালাত শেষে ডান দিকে সালাম ফিরানোর সময় 'ওয়া বারাকা-তুহু' শব্দটি বেশী করা মর্মে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ?

-আবুল কালাম আযাদ
ভাবনচুর, জলঢাকা, নীলফামারী।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ *(আবুদাউদ, ইরওয়া ২/৩১ পৃঃ)*। তবে দু'দিকেই 'ওয়া বারাকা-তুহু' বলতে হবে মর্মে আলোচনা ঠিক নয় *(বুলূগুল মারাম, ইরওয়া ২/৩২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩১৭)ঃ যোহরের ৪ রাক'আত ছালাতের স্থলে ইমাম ৫ রাক'আত আদায় করেছেন সন্দেহে সহো সিজদা করেছেন। তবে মুক্তাদীগণ কোন সংকেত দেননি। ছালাত শেষে মুক্তাদীগণ বলেন, ছালাত ৫ রাক'আত হয়েছে। এমতাবস্থায় করণীয় কি?

-আযীযুল হক
সিতাইকুণ্ড, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ ইমাম ছাহেব যা করেছেন তাতেই ছালাত পূর্ণ হয়ে গেছে। সালামের পর আর কিছু করার প্রয়োজন নেই। ছালাতের মধ্যে ভুল সংশোধনের জন্য মুক্তাদীর সংকেত দেওয়া ছাড়া সহো সিজদা করা যাবে না একথা ঠিক নয়। রাক'আত বেশী হ'লে দু'টি সহো সিজদা করতে হয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০১৬)*। আর রাক'আত কম হ'লে ছালাত পূর্ণ করে সহো সিজদা করতে হয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০১৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩১৮)ঃ এস.এস.সি পরীক্ষার সময় আমার মামা দো'আ চাওয়ার জন্য মাযারে নিয়ে যেতে চাইলে আমি যেতে অস্বীকার করি। এটি কি ঠিক হয়েছে?

-হাফীযুর রহমান
অমরপুর, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ দো'আ চাওয়ার জন্য মাযারে গেলে শিরক হ'ত, যা সবচেয়ে বড় পাপ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সবচেয়ে বড় গুনাহ তিনটি (১) আল্লাহ্র সাথে শরীক করা (২) পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং (৩) মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫০)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩১৯)ঃ ভোট প্রার্থীর নিকট থেকে গোপনে টাকা নিয়ে নির্মিত মসজিদে ছালাত জায়েয হবে কি?

-জসীমুদ্দীন
নবীয়াবাদ, দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ প্রথমত গোপনে টাকা নিয়ে ভোট দেওয়া স্পষ্ট মুনাফেকী। কাজেই এই অর্থ বৈধ নয়। এরূপ অর্থ দ্বারা তৈরী মসজিদে ছালাত জায়েয হ'লেও দাতা কোন নেকী পাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন পবিত্র, তিনি পবিত্র কিছু বস্তু ছাড়া কবুল করেন না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৬৪০)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৩২০)ঃ কিছু কিছু কুরআন শরীফের প্রথমে ফযীলত সম্পর্কে বেশ কিছু হাদীছ লিপিবদ্ধ দেখা যায়। এই হাদীছগুলি কি ছহীহ?

-তাওহীদুর রহমান
দস্তানাবাদ, নাটোর।

উত্তরঃ কুরআনের প্রথমে ফযীলত সম্পর্কে লিখিত হাদীছগুলির সবগুলি ছহীহ নয়। বরং এর মধ্যে অনেক জাল ও যঈফ হাদীছও রয়েছে। এ সম্পর্কে কয়েকটি জাল হাদীছ নিম্নে প্রদত্ত হ'ল-

عن أنس قَالَ قَالَ رسولُ الله (ص) إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ
قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْآنِ يس وَمَنْ قَرَأَ يس كَتَبَ اللهُ لَهُ

بِقِرَأَتِهَا قِرَأَةَ الْقُرْآنِ عَشَرَ مَرَّاتٍ–

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক জিনিসের হৃদয় রয়েছে আর কুরআনের হৃদয় হ'ল 'সূরা ইয়াসীন। যে উহা একবার পড়বে আল্লাহ তাকে দশ বার কুরআন পড়ার সমান নেকী দিবেন' *(তিরমিযী)*। হাদীছটি জাল *(যঈফ তিরমিযী হা/৫৪৩)*।

عن أبى هريرة قال قال رسول الله (ص) مَنْ قَرَأَ حم الدُّخَانَ فِىْ لَيْلَةٍ أَصْبَحَ يَسْتَغْفِرُلَهُ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٌ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রাতে 'সূরা হা-মীম দুখান' পড়ে তার জন্য ৭০ হাযার ফেরেশতা আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন' *(তিরমিযী)*। হাদীছটি জাল *(যঈফ তিরমিযী হা/৫৪৪)*।

عن أنس عن النبى (ص) قال مَنْ قَرَأَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَتَىْ مَرَّةٍ قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ مُحِىَ عَنْهُ ذُنُوْبَ خَمْسِيْنَ سَنَةً إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ عَلَيْهِ دَيْنٌ–

আনাস (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন দুইশতবার সূরা এখলাছ পড়বে তার ৫০ বছরের গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে যদি তার উপর ঋণের বোঝা না থাকে' *(তিরমিযী)*। হাদীছটি যঈফ *(যঈফ তিরমিযী হা/৫৫১)*।

আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে কুরআন পড়ল এবং মুখস্থ রাখল অতঃপর তার হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জানল, তাকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তার পরিবারের এমন দশ ব্যক্তি সম্পর্কে তার সুপারিশ কবুল করবেন, যাদের প্রত্যেকের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়েছে'। হাদীছটি নিতান্তই যঈফ *(যঈফ তিরমিযী হা/৫৫৩)*।

মালেক ইবনু ইয়াসার (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, 'যে ব্যক্তি সকালে উঠে তিনবার বলবে 'আউযু বিল্লাহিস সামীঈল আলীমি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম'। অতঃপর সূরা হাশরের শেষের তিন আয়াত পড়বে, আল্লাহ তার জন্য সত্তর হাযার ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন, যারা তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত দো'আ করতে থাকবেন। আর যদি সে ঐ দিনে মারা যায়, তাহ'লে শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং যে ব্যক্তি উহা সন্ধ্যায় পড়বে সেও অনুরূপ মর্যাদার অধিকারী হবে। হাদীছটি যঈফ *(যঈফ তিরমিযী হা/৫৬০)*। এরূপ আরো যঈফ ও জাল হাদীছ লিখিত রয়েছে। সাথে সাথে এদেশে প্রকাশিত অনেক কুরআন শরীফে আরবী নকশা তৈরী করা থাকে। এগুলিও ভণ্ড পীর-ফকীরদের ধোঁকাবাজি মাত্র। এগুলি থেকে সাবধান থাকা যরূরী।

ঝলক জুয়েলার্স
প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।
সাহেব বাজার, রাজশাহী।
ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬
বাসাঃ ৭৭৩০৪২

'সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ' কর্তৃক ইসলামী অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক একমাত্র বাংলাদেশী প্রকাশনা-
"ইসলামিক ফাইন্যান্স"
এবং
"সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড জার্নাল"
পড়ুন, লিখুন ও পরামর্শ দিয়ে একে সমৃদ্ধ করুন।
যোগাযোগ
সম্পাদক
'ইসলামিক ফাইন্যান্স'
'সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড জার্নাল'
৮/সি, আজাদ সেন্টার, ৫৫ পুরানা পল্টন, জিপিও বক্স ৯৪০, ঢাকা-১০০০
ফোন # ৮৮০-২-৭১৬১৬৯৩, ফ্যাক্স # ৮৮০-২-৭১৬১৭৬১
ই-মেইলঃ mrahman_sb@yahoo.com